بسم الله الرحمن الرحيم

৭৮৬/৯২/৯১৭

দোয়া কিভাবে কবুল হয়?

লেখক

আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর্ রহমান ইবনে আবী বাকার

সুয়ূতী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু

[৮৪৯-৯১১হিজরী,১৪৪৫-১৫০৫খ্রীষ্টাব্দে]

অনুবাদক

মুফতী নূরুল আরেফিন রেজবী আজহারী

[M.A(Arabic),Research(theology)

Azhar University,Cairo,Egypt;

English(Diploma)America University,Cairo]

E-mail:-quazinurularefin@gmail.com

(সদর মুফতী ওসেক্রেটারী:-মাদ্রাসা গওসিয়া রেজবীয়া রহমত বেহেশ্‌তীয়া

সহকারী শিক্ষক:-কামারহাটী শিক্ষানিকেতন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়)

প্রকাশনায়

রেজবী অ্যাকাডেমী,রেজবী নগর ,খাঁপুর,দ:২৪পরগনা

ফোন-৯১৫৩৬৩০১২১/৯৭৩৪৩৭৩৬৫৮

পরিবেশনায়

মুসলিম বুক ডিপো,কালিয়াচক,মালদা

পুস্তকের নাম:- **দোয়া কিভাবে কবুল হয়?**

লেখক

আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর্ রহমান ইবনে আবী বাকার

সুয়ূতী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু

অনুবাদকের নাম ও ঠিকানা-মোহাম্মাদ নূরুল আরেফিন রেজবী

গ্রাম:-দুবরাজহাট,পো:চন্ডীপুর বেড়ুগ্রাম

জেলা:-বর্ধমান,পিন -৭১৩১৪২

প্রথম প্রকাশঃ-

প্রথম প্রকাশঃ-১০ মহরম,১৪৩৭হিজরী, ২৫ অক্টোবর ২০১৬

প্রকাশ সংখ্যা-৪০০০ কপি

টাইপ সেটিং-এম এস সাক্বাফী+৯১৯৮৩২৯২৫৪০

প্রকাশনায়:-রেজবী অ্যাকাডেমী,রেজবী নগর ,খাঁপুর,দ:২৪পরগনা

পরিবেশনায়:- মুসলিম বুক ডিপো,কালিয়াচক,মালদা

হাদীয়া:-৬০ টাকা

বিশেষ সতকীকরণ

প্রকাশক কতৃক গ্রন্থ সত্ত্ব সংরক্ষিত

www.yanabi.in এ পাবেন।

সূচীপত্র

১	ভূমিকা	ক
২	ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার	ক
৩	নাম ও জন্ম	ক
৪	সূয়ুতী নামকরনের কারণ	ক
৫	সিলসিলায়ে নাসাব	ক
৬	জন্মস্থান ও বাসস্থান	খ
৭	প্রাথমিক অবস্থা	খ
৮	শিক্ষা জীবন	খ
৯	আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর নিকটে ইজাযাত	ঘ
১০	সম্মানীয় শিক্ষকগণ	ঙ
১১	ফরজ হাজ্ব আদায় ও শিক্ষকের মসনদে	চ
১২	নিরিবিলি জীবন যাপন	ছ
১৩	অসাধারণ মুখস্ত বিদ্যা	জ
১৪	ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার ইলমের গভীরতা	জ
১৫	হাদীস শরীফের খিদমাত ও ফাতাওয়া	ঝ
১৬	যমযম শরীফের বরকত	ট
১৭	লেখনীর ময়দানে ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা	ট
১৮	সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার লিখিত কেতাব সমূহ	ঠ
১৯	নবীয়ে কারীম আলাইহিস সালামের খাস নিয়ামত	ড
২০	জাগ্রত হয়ে নবী পাকের দর্শন সত্তর বারেরও বেশী	ণ
২১	ইমাম সাহেবের কারামাত সমূহ	ত
২২	ইমাম সাহেবের প্রসিদ্ধ ছাত্রগণ	ধ
২৩	ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমার ঘটনা	ধ
২৪	ইন্তেকাল	ন

সূচীপত্র

১	অনুবাদ গ্রন্থ উৎসর্গ	প
২	অনুবাদকের কথা	প
৩	বিষয়	ফ
৪	যে সব ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়ঃ-	1
৫	যে সময়ে দোয়া কবুল হয়ে থাকে	24
৬	যে যে স্থানে দোয়া মাকবুল হয়ে থাকে	48
৭	কোন কোন শব্দের দ্বারা কৃত দোয়া কবুল হয়।	52
৮	ফায়েদা	78
৯	খাতিমা	81
১০	সহযোগী পুস্তক সমূহ	84
১১	লেখকের কলমে প্রকাশিত	91
১২	একটি ঘোষণা	92

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্বাফী মোঃ-+919832925240

ভূমিকা

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাতু ওয়ার্ রিদ্বওয়ানের জীবনী

নাম-তাঁর আসল নাম আব্দুর্ রহমান। **উপনাম**-আবুল ফযল। **উপাধি**-জালালুদ্দীন এবং ইবনুল কেতাব।

ইবনুল কেতাবের ব্যাপারে তাফ্সীরে জালালাইন শরীফ যাহা বেইরুত থেকে ছাপা হয়েছে সেই কেতাবে 'আল মাসখুল' বাদীয়ার থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে,তার আব্বাজান তার আম্মাজানকে একটা কেতাব আনতে বললেন এবং লাইব্রেরীতে বই খোজার সময় প্রসব ব্যাথা উঠে এবং সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার জন্ম হয়। তার জন্য ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে ইবনুল কেতাব বলা হয়।

জন্মঃ-প্রথম রজব ৮৪৯হিজরী,ইংরাজি ৩ অক্টোবর ১৪৪৫ সাল রবিবার বাদ নামযে মাগরীব মিশরের কায়রোতে জন্ম গ্রহণ করেন। যেখানে তাঁর পিতা আশ্শাখুনিয়া মাদ্রাসায় ফিকাহের বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন।

সূয়ুতী নামকরনের কারণ

সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার পুর্ব পুরুষগণ প্রথমে বাগদাদ শরীফে বসবাস করতেন এবং তার খান্দানের মধ্যে কোন ব্যক্তি মিশররে সূয়ুত শহরে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। ঐ শহরের দিকে নিসবত করে তাকে সূয়ুতী বলা হয়।

সিলসিলায়ে নাসাব

আব্দুর্ রহমান বিন কামাল আবী বাকার বিন মুহাম্মাদ বিন সাবিক্ব উদ্দীন বিন আলফাখার ওসনাম বিন নাযীর উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন সাঈফুদ্দীন খাদ্র বিন নাজ্মুদ্দীন বিন আবী সিলাহ আইউব বিন নাসীর উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আশ্ শাইখ হামামুদ্দীন আল হামাম আলখাদ্রী আস্ সূয়ুতী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুম।

জন্মস্থান ও বাসস্থান

সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার পুর্ব পুরুষগণ প্রথমে বাগদাদ শরীফের খাদ্রা নামক স্থানে বসবাস করতেন বাসস্থান পরিবর্তন করে মিশরের কায়রোতে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীতে তাঁর আব্বা জান মাদ্রাসা শাইখুনিয়াতে ফিক্বাহ বিষয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন।

প্রাথমিক অবস্থা

সূয়ুতী আলাইহির রাহমা বলেন আমার জন্মের পর আব্বাজান আমাকে শাঈখ মুহাম্মাদ মাজ্জুবের খিদমাতে নিয়ে যান, যিনি বহুত বড় ধরনের আওলীয়া আল্লাহ্ ছিলেন। তিনি আমার জন্য বরকতের দোয়া করেন। আমার লালন পালন এতিমের অবস্থায় হয়েছে। সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা যখন পাঁচ বছর সাত মাসের ছিলেন তখন ৮৫৫ হিজরী ৫ মার্চ ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে তার আব্বাজান ইন্তেকাল করেন।(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন)।

এরপর তার আব্বার এক সুফী বন্ধু তাকে নিজের ছেলে হিসাবে গ্রহন করে নেয়।

তার আব্বাজান নিজের ইন্তেকালের পূর্বেই স্নেহের ছেলের শিক্ষা দীক্ষার দায়িত্ব শাইখ শাহাবুদ্দীন ত্বাব্বাখ ও মুহাক্বীক ইবনে হুমাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমাকে দিয়েছিলেন এবং তারা নিজেদের দায়িত্ব খুব ভালভাবেই পালন করেছিলেন।

এবং ইমাম হুমাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে ছয় বছরের শিক্ষার পর তাকে জামেয়াতুশ্ শাইখুনিয়াতে ভর্তি করে দেন।

শিক্ষা জীবন

যেহেতু তার আব্বাজান শাইখ কামালুদ্দীন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু মাদ্রাসা শাইখুনীয়াতে শিক্ষক ও সূয়ুত শহরের কাজীর পদে নিযুক্ত ছিলেন।

www.yanabi.in এ পাবেন।

এই জন্য ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার শিক্ষার সূচণা খুব ভালো ভাবেই হয়েছিল। পাঁচ বছর সাত মাস বয়সে তার আব্বাজানের ইন্তেকালের পর ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার কষ্টের শুরু হয়। কিন্তু শাইখ হুমামুদ্দীন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্যদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার শিক্ষার কোন ব্যাঘাত ঘটেনি।

জালালাইনের ভূমিকায় আছে যে,

ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বয়স পাঁচ বছর সাত মাস ছিলো তখন তার আব্বার ইন্তেকাল হয়েছিল এবং ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা সুরা তাহ্রীম পর্যন্ত পোঁছেছিলেন এবং আট বছর বয়স পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সম্পূর্ণ হাফীযে ক্বোরআন হয়েছিলেন।

শৈশব অবস্থা থেকেই শিক্ষার ছটা তাঁর মধ্যে অনুভূত হতে থাকে। হাফীযে ক্বোরআন হওয়ার পর তিনি আরবী শিক্ষারদিকে মনোযোগ দেন,এবং তার সময়ে বিষয় ভিত্তিক পারদর্শী শিক্ষকদের কাছে শিক্ষা গ্রহন করেছিলেন।

ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার জীবনী ;-

ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা ৮৭৪ হিজরীতে রবীউল আওয়াল মাসে আরবী শিক্ষা শুরু করেন,হযরত শামস সিরামী আলাইহির্ রাহমার কাছে মুসলিম শরীফের কিছু অংশ এবং আশ্শিফা হযরত আলফীয়া বিন মালিক আলাইহির্ রাহমার কাছে অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা সম্পূর্ণ করার পূর্বেই ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা আরবীতে তাসনীফ ও তালীফ(বই লেখার)এর অনুমতি পেয়ে গেলেন এবং আত্তাহ্সীল,আত্তাওহিদ,ও শারাহুস্ সুদুর এবং আল মুগনী ফিক্বাহে হানাফীর উসুল ও হযরত আল্লামা তাফতাজানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর শারাহ্ আক্বায়েদও শিক্ষা লাভ করেন।

হযরত আল্লামা শামশুল মুরজাবানী হানাফী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর কাছে আল কাফীয়া এবং মুসান্নাফেরই শারাহ্ কাফীয়াও পড়লেন, এবং আলফীয়া আল ইরাকী তার থেকেই অধ্যয়ন করেন ও তার খিদমাতে লিপ্ত থাকেন এই পর্যন্ত যে তার ৬৭ হিজরীতে ইন্তেকাল হয়ে গেল। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযেউন)।

'ফারায়েজ ও হিসাব ' হযরত আল্লামা শিহাবুশ্ শারমাসাহী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর নিকট শিক্ষা লাভ করেন।তারপর আল্লামা বুলকেয়ানি, আশ্রাফুল মুনাবী মুহাক্কীকে দিয়ারে মিশর আল্লামা সাইফুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল হানাফী,আল্লামা আশ্শামানী, আল্লামা আল কাফাজী,এবং আল্লামা আল আজিজুল কেনানি(রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুম)গণ এর নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

হাফীযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর ইজাযাত

মজার কথা হল যে ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার আব্বাজান শাইখ কামালুদ্দীন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ,হাফীযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর শাগরীদ(ছাত্র) ছিলেন এবং তার কাছে আনাগোনা ছিল অতঃপর নিজের শাহজাদাকে হাফীযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর দারস্গাহে উপস্থিত করেন কিন্তু তখন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বয়স খুব অল্প ছিলো।

জালালাইন শরীফের মুকাদ্দামায় বিদ্যমান

'তার আব্বাজান তাকে হাফীযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর মাজলিসে উপস্থিত করেন'।

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্বাফী মোঃ-+919832925240

আলখাসায়েসে কুবরা শরীফের মুকাদ্দামাতে মধ্যে আছে,

স্বয়ং ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বর্ণনা করেছেন;- আর হাদীস রাওয়াতের ব্যাপারে হাফীযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর নিকটে ইজাযাত পেয়েছি আর এটাও হতে পারে যে তাহা হল ইযাজাতে খাস কেন না বেশীরভাগ সময় আমার আব্বা মায়ের কাছে তিনি আসা যাওয়া করতেন(সংগৃহীত ত্বাবকাতুল হুফ্‌ফাজ)।

সম্মানীয় শিক্ষকগণ

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বিখ্যাত বিখ্যাত শিক্ষক মন্ডলীর ব্যাপারে উপরে সংক্ষিপ্ত আলেচনা হয়েছে।

জালালাইন শরীফের মুকাদ্দামায় তাঁর শিক্ষকের সংখ্যা ৫১ বলা হয়েছে।

ফায়েয আহমাদ ওয়েসী বলেন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা তার লিখিত কেতাব হুসনুল মুহাদিরাতে ১৫০জন শিক্ষকের কথা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আব্দুল ওহাব শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা (ইন্তেকাল ৯৭৩হিজরী ইং-১৫৬৫)'আত্ তাবকাতু সুগরা'তে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা থেকে উদ্ধৃত করে তার ৬০০জন শিক্ষকের কথা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার কিছু সংখ্যক শিক্ষকের নাম উল্ল্যেখ করা হল;-

১)হযরত আল্লামা ইমাম শাইখ মুহাম্মাদ বিন আহম্মাদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু পরিচিত জালালুদ্দীন মহল্লী নামে(ইন্তেকাল ৮৬৪হিজরী) (জালালাইন শরীফের শেষ অর্ধাংশের লেখক)।

২)হযরত আল্লামা আলীমুদ্দীন সালেহ্ বুলকেয়ানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ইন্তেকাল ৮৬৮হিজরী)শিক্ষক ইল্‌মে ফিক্বাহ্।

৩)হযরত আল্লামা আশ্‌রাফুল মুনাবী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ইন্তেকাল ৮৬৮হিজরী)। ৪)হযরত আল্লামা তাক্বীউদ্দীন শামানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ইন্তেকাল ৮৭২হিজরী)। ৫)হযরত আল্লামা মুহীউদ্দীন সুলাইমান কাফিজী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ইন্তেকাল ৮৭৯হিজরী)শিক্ষক মায়ানী ও বায়ান উসুল ও তাফসীর। ৬)হযরত আল্লামা সাইফুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল হানাফী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ইন্তেকাল ৮৮১হিজরী)। ৭)হযরত আল্লামা শাইখ আব্দুল ক্বাদীর বিন আবীল ক্বাসীম আল আনসারী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ইন্তেকাল ৮৮০হিজরী)শিক্ষক ইল্‌মে হাদীস। ৮)হযরত আল্লামা শিহাবুদ্দীন শারমাসাহী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ইন্তেকাল ৮৬৫হিজরী)শিক্ষক ইল্‌মে ফারাইয ও হিসাব।

৯)হযরত আল্লামা আজাল কেনানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু।

১০)হযরত আল্লামা জাইনুল আক্বাবী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু।

১১)হযরত আল্লামা শামসুস্ সীরামী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু।

১২)হযরত আল্লামা শামসু ফিরুমানী হানাফী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু, ইত্যাদি।

হাজ্জ আদায় ও শিক্ষকের মসনদে অধিষ্ঠিত

বিভিন্ন ধরনের ইল্‌ম শিক্ষা করার পর ৮৭৯ হিজরী ইং ১৪৬৪ খ্রীঃ তে ফরজ হাজ্জ আদায় করেন এবং ফিরে আসার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শাম(সিরিয়ায়),ইয়ামান,হিন্দুস্থান,পশ্চিমের বিভিন্ন শহরে সফর করার পর মিশরের কায়রোতে পৌঁছান। শিক্ষা শেষে সরকারী কর্মে যোগ দেন। আইন কানুনের ব্যাপারে সরকারের সাহায্য করেন।কিন্তু তার শিক্ষক হযরত আল্লামা বুলকেয়ানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর সুফারীসে মাদ্রাসা শাইখুনিয়ার ওই স্থানেই যোগ দেন যে স্থানে তার আব্বাজান শাইখ কামালুদ্দীন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু নিযুক্ত ছিলেন।

মুফতী মুহাম্মদ আলমগীর সাহেবের সমস্ত বই
www.yanabi.in এ পাবেন।

কিন্তু ৮৯১ হিজরী ইং-১৪৮৬ খ্রীঃ তাকে শাইখুনিয়ার থেকে বড় মাদ্রাসা আল বীবুর সিয়াহ মাদ্রাসায় পাঠিয়া দেওয়া হয় এবং সেখানে তিনি ১৫ থেকে ১৬ বছর জ্ঞান সমুদ্র বহান। তারপর হিংসার কারণে ৯০৬ হিজরী ইং-১৫০৬ খ্রীঃ মাদ্রাসা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। যার জন্য তিনি আঘাত পান। আর এটাই হল তার কেতাব লেখার কারণ। তারপর সে শিক্ষকতার পদ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরিবিলিতে চলে যান এবং লোকেদের সাথে মেলামেশা পর্যন্ত বন্ধ করে দেন এমনকি লোকেদেরকে চিনতেও অস্বীকার করে দিতেন।

এটা হল যে, তিন বছর পর যখন ঐ ব্যক্তি ইন্তেকাল করেন যাকে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার স্থলে নিযুক্ত করা হয়েছিল তখন পুণরায় ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে উক্ত মাদ্রাসার জন্য ডাকেন কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করেন।

নিরিবিলি জীবন যাপন

মাদ্রাসা ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি নীল নদের ধারে একটা পছন্দনীয় জায়গা রাওজাতুল মীকয়াসে নিরিবিলিতে জীবন যাপন করতে থাকেন এবং দুনিয়া থেকে বিরাগভাজন হয়ে যান এবং নিজেকে ধ্যান ইবাদাত,রিয়াজাত এবং লেখনীর মধ্যে নিয়োগ করেন জীবনের শেষ মুহূর্তাবধী এখানেই অবস্থান করছিলেন।

বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাড়িতে তিনি থাকতেন তার দরজা নীলনদের সম্মুখেও না,আমীর ও ধনীরা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতেন মোটা মোটা অর্থ তারা নাযরানা স্বরুপ পেশ করতেন কিন্তু তিনি কখনও তাদের নাযরানা কবুল করতেন না।

একবার সুলতান ঘোরী এক হাজার দিনার এবং একটা ক্রীতদাস পেশ করেন। তিনি দিনার ফিরিয়ে দিলেন এবং গুলামটাকে নিয়ে আজাদ করে দিলেন এবং পরে তাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হুজরা মুবারকের খিদমাতে নিযুক্ত করে দিলেন।

অসাধারণ মুখস্ত বিদ্যা

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার মুখস্ত করার ক্ষমতা খুবই তীক্ষ্ণ ছিলো। যাহা একবার মুখস্ত করে নিতেন আর কখনও ভুলতেন না।

জালালাইনের মুকাদ্দামাতে আছে-ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা স্বয়ং নিজের ব্যাপারে বলেছেন যে তার দুই লক্ষ হাদীস শরীফ মুখস্ত ছিল। আরও বলেছেন যদি এর থেকেও বেশী হাদীস শরীফ থাকত তো আমি মুখস্ত করে নিতাম।

হতে পারে সে সময় দুনিয়ার মধ্যে দুই লক্ষের অধিক হাদীস শরীফ মজুদ ছিলো না।

ইমাম সুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বেশীর ভাগ প্রশ্নের উত্তর কেতাব না দেখে বলে দিতেন,অমুক কেতাবের অমুক পাতায় অমুক লাইনে এই মাসআলা পেয়া যাবেন এবং তিনি যেটা বলতেন সেটাই হতো।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার ইল্মের বুলান্দী(গভীরতা)

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বহুত বড় আলিমে দ্বীন,বহুত বড় চিন্তাবীদ গবেষক,তীক্ষ্ণ দৃষ্টির উচ্চধরণের লেখক এবং বড় মুহাদ্দীস ছিলেন। তিনি সাতটি বিষয়ের ইল্মের ব্যাপারে স্বয়ং বলেছেন যাহা খাসায়েসে কোবরার ভূমিকায় বর্তমান।

আল্লাহ্ তায়ালা জাল্লা জালালুহু আমাকে সাতটি বিষয়ে মাহারাত(পারদর্শী)বানিয়েছেনঃ-১)ইল্মে তাফসীর ২)ইল্মে হাদীস ৩)ইল্মে ফিক্বাহ্ ৪)ইল্মে নুহু ৫)ইল্মে মায়ানি ৬)ইল্মে বায়ান ৭)ইল্মে বাদী। উক্ত সাতটি বিষয়ে আমি এমন জায়গায় পৌঁছেছি যে,যেখান পর্যন্ত আমার শিক্ষকগণও পৌঁছাতে পারেনি। ইল্মে হিসাব আমার জন্য একটা ভারী বস্তু এবং তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্বাফী মোঃ-+919832925240

অতএব আমার মধ্যে ইজতেহাদের সমস্ত শর্ত বিদ্যমান আছে। আলোচিত সাতটি বিষয় ছাড়াও যে সমস্ত ইল্ম তিনি হাসিল করেছিলেন, যাহা আলইত্কান এর দিবাচার মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লামা শামস্ বেরেলবী লিখেছেন-

বর্ণিত সাত ধরনের ইল্ম ব্যতীত মারেফাত,উসুলে ফিক্বাহ,ইল্মে জুদুল,তাসরীফ (ইল্মে সারফ),ইনশায়ে তারতিল,এবং ইল্মে ফারাইজ। ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বলেন আমি ইল্মে ক্বেরাত ইল্মে তি্ব কারোও নিকট পড়িনি। হ্যাঁ ইল্মে হিসাব আমার কাছে খুব ভারী। এখন বিহামদিল্লাহি আমার কাছে ইজতেহাদের সমস্ত শর্ত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আমি এই কথাকে আল্লাহর নিয়ামতের জিকির করার জন্য বর্ণনা করছি অহংকারের জন্য বলছিনা। আর আমি যদি এটা চায় প্রত্যেক মাসআলার ব্যাপারে একটা করে আলাদা আলাদা করে কেতাব লিখবো এবং ঐ মাসআলার প্রত্যেক প্রকার,আকলী নাকলী দলিলের দ্বারা তার তারতীব নক্সা তার উত্তর এবং ঐ মাসআলার মধ্যে মাযহাবী ইখতেলাফ ও তার মধ্যে উত্তম(রাজে ক্বওল)আল্লাহর ইচ্ছায় লিখতে পারবো।

হাদীস শরীফের খিদমাত ও ফাতাওয়া

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার যামানাতে মিশরে ইল্মের চর্চা খুব বেশী ছিল,বড় বড় মুহাদ্দীসীন,হাদীসের হাফীয,ও বড় বড় মাশায়েখে কেরাম, এই পৃথিবীকে আসমানের মতো উচ্চ করেছিলো,কিন্তু হাফীযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পরে হাদীস শরীফের ইমলার(লেখার)চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। ২০ বছর পর ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা সেটাকে আবার চালু করেন।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বলেন হাফীযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পরে হাদীস শরীফের ইমলার(লেখার)চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। আর ইহার সময় ২০ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তার পর আমি ৮৭২ হিজরীতে জামে ইবনে তুতুন থেকে পূণরায় শুরু করেছি।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বলেন সর্বপ্রথম এই শহরে যিনি হাদীসের লেখনী শুরু করেন তিনি হলেন হযরত ইমাম শাফেয়ী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র হযরত রাবে বিন সুলাইমান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু। আমি ইমলা করার জন্য জুম্আর দিন জুম্আর পরের সময়কে নির্দিষ্ট করেছি। পূর্বের হুফ্ফাজে হাদীস গণদের অনুসরণ করে যেমন,আল্লামা খাতীবে বাগদাদী,আল্লামা ইবনে সাময়ানী,আল্লামা ইবনে আসাকির রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখদের এছাড়া ইরাকের ছেলেরা ও আল্লামা ইবনে হাজারের ঐসমস্ত লোকেরা যারা মঙ্গল বার হাদীসের ইমলা করাতেন।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা ২৩ বছর বয়সে হাদীস পাকের ইমলা শুরু করেন। যাহা অনেক বয়স হওয়ার পর কেহ হাদীস লেখার অনুমতি পেতেন। কিন্তু ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ,
অসাধারণ মুখস্ত বিদ্যার জন্য মুহাদ্দীসীনগণ তার উপর ভরসা করেন এবং যুবক অবস্থাতেই এই মহৎ কাজের মর্যাদা তিনি হাসিল করেন। এইভাবেই তিনি ২২ বছর বয়সেই ফাতাওয়া দেওয়ার কাজ শুরু করেন।

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বলেন, আমি ৮৭১ হিজরীতে ফাতাওয়া দেওয়ার কাজ শুরু করি,আমার সমকালীন আলিমরা ৫০ প্রকার মাস্ আলাতে আমার বিরোধিতা করেন,তখন আমি প্রত্যেকটি মাস্আলার ব্যাপারে আলাদা আলাদা করে কেতাব লিখে সত্যতা আমি বায়ান করেছি।

মুফতী মুকাররম আলী রেজভীর সাহেবের সমস্ত বই
www.yanabi.in এ পাবেন।

যমযম শরীফের বরকত

ইল্ম ও ফযলের এই ধরণের বুলান্দী কুরআন ও সুন্নাতের এই ধরণের গভীর জ্ঞান ইসলামী ফিক্বাহে এধরণের আযমাত শুধুমাত্র আবে যমযম শরীফের বারকাত। ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহ্মা বলেন যখন আমি ৮৬৯হিজরীতে ফরয হাজ্জ আদায়ের সময় আবে যমযম এই নিয়াতে পান করেছিলাম যে,আল্লাহ্ জাল্লা জালা লুহু আমাকে ফিক্বাহে শাইখ সিরাজুদ্দীন বুলকেয়ানীর মতো,হিফ্যে হাদীসের ব্যাপারে,হাফীয ইবনে হাজার আস্কালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমার মতো বানিয়ে দাও।

তার এইদোয়া আল্লাহর দর্বারে কবুল হয়েছিল।

ইমাম শুরয়ানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বলেন;-

‘ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহ্মা বলেন আমি হাজ্জ আদায়ের সময় আবে যমযম এই নিয়াতে পান করেছিলাম যে,আল্লাহ্ জাল্লা জালা লুহু আমাকে ফিক্বাহে শাইখ সিরাজুদ্দীন বুলকেয়ানীর মতো,হিফ্যে হাদীসের ব্যাপারে,হাফীয ইবনে হাজার আস্কালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমার মতো বানিয়ে দাও’।

লেখনীর ময়দানে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা

আল্লাহ্ তায়ালা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে যে সমস্ত নিয়ামত দিয়েছিলেন তার মধ্যে হল কলমের দ্রুততা,একদিনে তিন তিনটে খাতা শেষ করে দিতেন।ইমাম আব্দুক ওহাব শুরয়ানী ত্বাবকাতুস্ সুগরাতে বায়ান করেছেন;-শাইখ শামসুদ্দীন আলাইহির্ রাহ্মা বর্ণনা করেন,আমি ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহ্মাকে দেখেছি এক দিনে তিনটি খাতা লিখে দিলেন এবং সাথে সাথে হাদীস শরীফেরও ইমলা করছিলেন কিন্তু কোন অলসতা ব্যতীত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন,

আর তিনি বলছিলেন,যখন আমি কাহারোর প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকি তখন তার উত্তরও তৈরী করে নি যে,যদি আল্লাহ্ পাকের তরফ হতে এই প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয় তাহ্লে তার উত্তর কি হবে।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার লেখনীর একটা উদাহরণ হল জালালাইনের প্রথম পারা,তার শিক্ষক ইমাম জালালুদ্দীন মহল্লী শাফেয়ী ১৬ থেকে ৩০ পারা জালালাইন শরীফ লেখেন এবং তার ইন্তেকালের ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা প্রথম ১৫ পারা চল্লিশ দিনে পূর্ণ করেন এমনকি সেই তাফসীরের নাম জালালাইন হয়ে গেল,ইহা তার কুওয়াতে হিফ্য ও লেখার উপর দালালাত করে।ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেন;-

‘নিজের যামানাতে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা ইল্মে ফুনুন ও হাদীসের সবচেয়ে বড় হাফিয ও আলিম ছিলেন। হাদীসের গারীব আলফাজ, ইসতেমবাতের আহকাম সমূহকে সম্পূর্ণভাবে চিনতেন এই পর্যন্ত যে তিনি আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কিছু হাদীসের তাখরীজ করে সেই হাদীসের মুরাত্তাব করেন সেই হাদীস কোনটা হাসান কোনটা জঈফ সেটাও বর্ণনা করেন যাহা অন্য আর কেহ জানতেন না’।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার লিখিত কেতাব সমূহের বর্ণনা

খাসায়েসে কোবরার মুকাদ্দেমার মধ্যে বর্ণিত আছে।
তার কেতাবের সংখ্যা হল,৩০০,৫০০,১০০০ বা ১৪০০টি।
আলইতকানে মুকাদ্দেমাতে আছে;তার কেতাবের সংখ্যা হল,৫৭৬,বা ১৫৬১টি।

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্বী মোঃ-+919832925240

এছাড়া ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বহু কিতাব চুরি হয়ে গেছে;-ইমাম শুরয়ানীআলাইহির্ রাহমা বলেন;-

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার ইন্তেকালের কিছু দিন পূর্বে বহু কেতাব চুরি হয়ে গেছে তার কেতাবের সঠিক সংখ্যা ঐ সময়ের ব্যক্তিগণও জানেন না,যে সমস্ত কেতাব চুরি হয়েছিল তার নকল কপি তার কাছেও ছিলনা এই দুঃখে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা একখানা কেতাব লিখেছেন ✓আলবারিক ফী কাত্বয়ে ইয়াদিস্ সারিক□ তার মধ্যে লিখেছেন - লেখক নিজের লেখনীর জন্য আল্লাহর নিকট সাওয়াবের আশা রাখে কিন্তু যারা কিছু না করে সাওয়াবের আশা রাখে তারা কেমন হবে?(অর্থাৎ কেতাব চুরি করে নিজেদের নামে বাজারে ছাড়ে যারা তারা সাওয়াবের হক্বদার হবে কি?)।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার উপরে নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাস নিয়ামত

প্রথম ঘটনা

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শাইখুস্ সুন্নাহ্ ও শাইখুল হাদীস বলে সম্বোধন করেছেন

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা ত্বাবকাতুস্ সুগরার মধ্যে বায়ান করেন; সুলাইমান আলাইহির্ রাহমা আমাকে বলেছেন যে,

আমি ইমাম শাফেয়ী আলাইহির্ রাহমার মাযার শরীফে বসে ছিলাম হঠাৎ করে একটি জামায়াত দেখলাম যারা সকলেই সাদা পোশাকে ছিলেন, যাদের মাথায় মেঘের ছায়া ছিল,তাহা পাহাড় থেকে আমার দিকে আসছিল,যখন নিকটবর্তী হল তখন দেখলাম যে,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণ ঐ দলের মধ্যে রয়েছে।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আমার সাথে জালালুদ্দীনের বাড়ি চলো,আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গেলাম,ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার ঘর থেকে বের হয়ে এলেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত মুবারকে চুম্বন দিলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণকে সালাম দিলেন। তারপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বসে গেলেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদীসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে লাগলেন **হাতি ইয়া শাইখাস্ সুন্নাহ্** অ্যায় শাইখুস্ সুন্নাহ্।

দ্বিতীয় ঘটনা

শাইখ আব্দুল ক্বাদির শাজুলি আলাইহির্ রাহমা বলেন ।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বলেছেন স্বপ্নে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে **অ্যায় শাইখুল হাদীস নিয়ে এসো** বলে সম্বোধন করেছেন।

তৃতীয় ঘটনা

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বলেছেন আমি জাগ্রত অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত করেছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে **অ্যায় শাইখুল হাদীস নিয়ে এসো** বলে সম্বোধন করেছেন,আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি কি জান্নাতী? উত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হ্যাঁ।

মুফতী নূরুল আরেফীন সাহেবের সমস্ত বই
www.yanabi.in এ পাবেন।

আবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে কোন আযাব ছাড়াই? পূণরায় উত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হ্যাঁ,তোমার জন্য এধরণেরই হবে(সুবহান আল্লাহ্)।

চতুর্থ ঘটনা

শাইখ আতীয়া আম্বারী আলাইহির্ রাহ্মা বলেন বাদশার কাছে আমার কিছু দরকার ছিলো,আমি তখন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহ্মাকে বললাম, বাদশার কাছে আমার জন্য সুফারিশ করে দিলে ভালো হত। তিনি উত্তরে বললেন আমি জাগ্রত অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত করে থাকি। বাদশার কাছে গেলে সেই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবো। আর এই কথাটা আমার মৃত্যুর পূর্বে কাউকে বলো না।

জাগ্রত অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন সত্তর বারের চেয়েও বেশী হয়েছে।

শাইখ আব্দুল ক্বাদির শাজুলি আলাইহির্ রাহ্মা বলেন,আমি তার লেখনিতে দেখেছি যাহা তিনি তার কিছু সাথীদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন;—অ্যায় আমার ভাই আমি জাগ্রত অবস্থায় আমি জাগ্রত অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত করে থাকি। আমার ভয় হচ্ছে যদি আমি ঘুরীর মাজলিসে যায় তাহলে এই নিয়ামত আমার জন্য লুকিয়ে যাবে। তবে আমি তোমার ব্যাপারে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করবো। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম অ্যায় আমার আক্বা আপনি কতবার জাগ্রত অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত করেছেন? উত্তরে বললেন সত্তর বারের চেয়েও বেশী।

ইমাম সাহেবের কারামাত সমূহ

(১)ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার খাদীম মুহাম্মাদ বিন আলাল হুব্বাব আলাইহির্ রাহমা বলেন যখন সাইয়্যেদ ওমার ইবনুল ফারিদ আলাইহির্ রাহমার ব্যাপারে শাইখ বুরহানুদ্দীন বাক্বায়ী ফিতনা আরম্ভ হয়েছিল তখন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা আমাকে বললেন চলো সাইয়্যেদ ওমার ইবনুল ফারিদ আলাইহির্ রাহমার যিয়ারাত করে আসি এটা কায়লুলাহের(দুপুরে খাওয়ার পর শোয়ার টাইম) সময় ছিলো। যখন যিয়ারতের জন্য পাহাড়ে উঠলাম,

সেখানে কিছুক্ষন বসলাম ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বললেন আমার মৃত্যু পর্যন্ত যদি লুকিয়ে রাখো তাহলে আজ আসরের নামায কাবা শরীফে পড়বো? আমি বললাম ঠিক আছে। সে বলল আমার হাত ধরো আর চক্ষু বন্ধ করো,

আমি চোখ বন্ধ করলাম এবং ২৭ ক্বদম চললাম বললেন চোখ খোল,তো হঠাৎ দেখলাম আমরা জান্নাতুল মুয়াল্লার কাছে উপস্থিত হয়ে গেছি। তার পর আমরা হযরত খাদীযতুল কুবরা,ফুদ্বাইল বিন আইয়াদ এবং সুফিয়ান বিন ওয়াইনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমগণের যিয়ারাত করলাম অর্থাৎ ফাতিহা পড়লাম,কাবা শরীফের হেরেমে প্রবেশ করলাম ,তাওয়াফ করলাম,যমযম শরীফ পান করলাম,তারপর আমাকে বললেন অ্যায় অমুক যমিনের সঙ্কুচিত আশ্চর্যের কথা নয় আশ্চর্য হলো মিশরের আমার কোন প্রতিবেশী আমাকে চেনেন না,তার পর বললেন যদি তুমি চাও তো আমার সঙ্গে আসতে পারো আর যদি হাজিদের সাথে যেতে চাও ত যেতে পারো,আমি বললাম আপনার সাথে যাবো,তারপর বাবে মুয়াল্লাতে এলাম অত:পর বললেন চোখ বন্ধ করে নাও। আমি চোখ বন্ধ করলাম তারপর আমরা আব্দুল্লাহ্ জায়সীর নিকটে ছিলাম,আমারা সাইয়্যেদি ওমার আলাইহির্ রাহমার নিকটে পৌঁছালাম। ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা নিজের খচ্চরে চেপে এবং আমরা তার ঘর জামে তুতুন পৌঁছে গেলাম।

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন এম-এস-সাক্কাফী মোঃ-+919832925240

কারামাত(২)

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেছেন, আমার শাইখ ইমাম আমিনুদ্দীন আলাইহির্ রাহমা বলেন আমি ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে বলতে শুনেছি,তিনি ৯১০ হিজরীর ব্যাপারে বলেছিলেন শুনো যতদিন না আমার ইন্তেকাল না হবে কাহাকেও বলবে না;-আর এই কথা সেলিম বিন ওসমানের মিশরে প্রবেশ করার পূর্বে। বলেছেন ৯২৩ হিঃ ইহা মিশরের ধংসের সূচনার সাল। ৯৩৩ হিঃ তে তাদের নায়েবগণ ঘরওয়ালাদেরই ধংসের কারণ হবে তাদেরকে প্রতিরোধ করার মতো কেহ থাকবে না। ৯৫৭হিঃ মধ্যভাগেতে শ্বশানভুমিতে পরিণত হবে,মিশরের আমদানির চেয়ে বেশী খরচ বেড়ে যাবে এবং তার থেকেও বেশী ধংস লীলা ৯৬৭ হিজরীতে হবে।

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেন আমি এই কথা শাইখ ইমাম আমিনুদ্দীন আলাইহির্ রাহমার নিকটে সুলতান ঘুরী সঙ্গে সেলিমের যুদ্ধের বছরে শুনেছি। এই কথা আমি কিছু আলিমদেরকে বলেছি যারা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে অস্বীকার করতেন। তারপর যখন সুলতান ঘুরীকে হত্যা করা হল সুলতান সেলিমের সৈন্য ৯২৩ হিজরীর শুরুতে প্রবেশ করল। আর চুরাকেসার ঘরয়ালাদের জ্বালাতে লাগল হত্যালীলা চালু করল। স্ত্রীলোকেদের বন্দীনি বান্তে লাগল,তখন শাইখ ইমাম আমিনুদ্দীন আলাইহির্ রাহমা বললেন, ঐ অস্বীকারকারীদের নিকট যাও এবং তাদেরকে বলো দেখো! ঐ সত্যকে যাহা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বলছেন একটা দিনও ভুল হয়নি(অর্থাৎ যাহা বলেছিলেন সেই নির্দষ্ট দিনেই তাহা ঘটেছে)।

কারামাত(৩)

যখন সুলতান ঘুরী নিজের একটা মাদ্রাসা তৈরী করলেন এবং তার দাফনের জায়গা আলক্কুব্বাতুয্ যারক্বাতে তৈরী করলেন,

তখন মাদ্রাসার মাশায়েখদের ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার কাছে পাঠালেন। কিন্তু ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা তাহা কবুল করলেন না,কিন্তু ঘুরী তাকে খুব সম্মান করতেন। বীরিসিয়া খানকার সুফীগণ ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ালেন কারণ ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা তাদেরকে বলেছিলেন তোমরা সুফী হতে পারো না। সুফী তারা আওলিয়ায়ে কেরামগণের আখলাকের উপর চলে যেমন আল্লামা আবু নাঈম আলাইহির্ রাহমার লেখা কেতাব হুলিয়া রিসালাতু কুশাইরিয়ার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে,এবং যারা জেনে বুঝে (খানকার নাযরানা) খায়,আওলিয়ায়ে কেরামগণের আখলাকের উপর চলে না, হারাম মাল খায়,তারা আবার সূফী! কথা বহুত গম্ভীর হয়ে গেল,লোকেরা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে হত্যা করার জন্য বাদশার কাছে আরজ করলো তখন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বললেন রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জানিয়েছেন আমি ঐ লোকেদের উপরে বিজয়ী থাকবো আর এ লোকেরা আমার চুল পর্যন্ত বাঁকা করতে পারবে না,সুতরাং যারা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রহমার বিরোধিতা করে তাদের মধ্যে বহুত অসম্মান হয়েছিল এবং তাদের মৃতু খুবই ভয়ানক ভাবে হয়েছিল।

কারামাত(৪)

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেছেন,আমাকে আল্লামা বাদরুদ্দীন ত্বাব্বাখ আলাইহির্ রাহমা বলেছেন যখন **আল বীরিসীয়াহ** এর সুফীরা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বিরুদ্ধে লেগে পড়েন,তখন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা তাদের বিরুদ্ধে কেতাব লেখেন,

www.yanabi.in এ পাবেন।

ঐখানকার সুফীরা আমাকে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বিরুদ্ধে কেতাব লিখতে বলেন এবং রাত্রে আমি কেতাব লিখতে লখন বসলাম হঠাৎ করা রাত্রে আমার কোলে একটা কাগজ পড়ল তার মধ্যে লেখা ছিল —আমার মুমিন বান্দা!এই ধরণের কোন ব্যক্তিকে কষ্ট দিওনা যে নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইল্‌মের অধিকারী। তখন আমি জবাব দেওয়ার জন্য যে লেখা লিখতে আরম্ভ করছিলাম। তা বন্ধ করলাম। এবং বুঝতে পারলাম ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা সঠিক পথে রয়েছেন।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা থেকে খুব বেশী কারামাত প্রকাশ হয়নি। কিন্তু কুরআন হাদীসের এত বড় খিদমাত করেছেন যে,তাহার লেখনীর কবুলিয়াতই হল তার বড় কারামাত কারণ। হায়াতে ত্বাইয়েবাতেই তাহার কেতাব পূর্ব পশ্চিমে এমনকি হারামাইন ত্বাইয়্যেবাইনে মাকবুলিয়াত হয়েছিল।

ইমাম সাহেবের প্রসিদ্ধ ছাত্রগণ

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেছেন আমি তার ছাত্রের সংখ্যার কোন খাস দলিল পায়নি,তবে এটা জানি যে,
তিনি চল্লিশ বছর দার্‌সে বসেছিলেন এবং হাজার হাজার ছাত্র তার কাছে ইল্‌ম শিক্ষা করেছেন। কিছু কিছু বিশিষ্ঠ ছাত্রগণ হলেন,শাইখ আব্দুল ক্বাদের শাজুলি, শাইখ শামসুদ্দীন দায়ুদী,শাইখ আব্দুল ওহাব শুরআনী আলাইহিমুর্ রাহমাহুমুল্লাহ, প্রমুখগণ।

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমার ঘটনা

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা আমার আব্বার হাতে একটা লেখনী পাঠান যার মধ্যে তাহার সমস্ত লেখনীর ও রাওয়াতের ইযাজাত আমাকে দিয়েছিলেন।

তার পর যখন আমি তার ইন্তেকালের পূর্বে মিশর এলাম,তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম তখন তিনি সিয়াসিত্তাহের কিছু হাদীস এবং আল মিনহাজুল ফিক্বাহের কিছু অংশ আমাকে শুনাল। তার পর যখন একমাস পর তার ইন্তেকালের খবর পেলাম জুমাআর নামযের পর আর্‌রাওদ্বাতুতে আহ্‌মাদ আবারিকির নিকটে উপস্থিত হলাম এবং ক্বাদীম মিশরে জামে জাদীদের নিকটে মুমেনিনের রাস্তায় ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার জানাযা পড়লাম।

ইন্তেকাল

ইল্‌ম ও ফযল,জুহ্‌দ ও তাক্বওয়া, দানায়ী,এবং তাহ্‌ক্বীকের এই আযীম বুদ্ধিমানের ৬১ বছর ১০ মাস ১৮ দিনে,১৮ই জামাদিল উলা ৯১১ হিজরীতে সাধারণ অসুস্থতায় বাম হাতী অসুস্থতায় এক সপ্তাহের মধ্যে ইন্তেকাল করেন এবং বাবুল ক্বারাফার বাইরে হোশ কুশুনে চির ঘুমে শুয়ে পড়েন।

(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজেঊন)।

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্বাফী মোঃ-+919832925240

অনুবাদ গ্রন্থ উৎসর্গ

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে গ্রন্থ প্রনেতা হযরত আল্লামা জাল্লালুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আবী বাকার সূয়ূতী ও মুজাদ্দীদে আযাম হুযুর আলা হাযিরাত রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমার নামে উৎসর্গ করলাম।

অনুবাদক

৭৮৬/৯২/৯১৭

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহীম

এই রিসালায় ঐ সকল কবুল হওয়া দোয়ার বিষয়ে,যার কবুল হওয়ার শর্ত সমূহের মধ্যে কখনও দোয়া প্রার্থীর কারণে হয়ে থাকে,কখনও এই ফযীলত কোন মুবারক সময় ও স্থানের জন্য এবং দোয়ার শব্দসমূহের বরকতের কারণে হয়ে থাকে। আর এই প্রসঙ্গে যে যে হাদীস মুবারক এসেছে এবং এই কিতাবের নাম

سِهَامُ الْاِصَابَةِ فِي الدَّعَوَاتِ الْمُسْتَجَابَةِ

সিহামুল ইসাবা ফা দাওয়াতিল মুসতেজাবা রেখেছি।এই জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রাথী। আমি এই কিতাব চারটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেছি এবং একটি বরকত পূর্ণ খাতিমায় তারতীব দিয়েছি।

লেখক

সুন্নী উলামা ও আকাবীরীন সাহেবদের সমস্ত বই
www.yanabi.in এ পাবেন।

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾

প্রথম অধ্যায়

যে সব ব্যক্তির দোওয়া কবুল হয়

হাদীস শরীফ-১

হযরত সাইয়্যেদুনা আবু হুরায়রাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,*

﴿ثَلٰثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابٌ لَهُنَّ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْوَلَدِ﴾

অনুবাদঃ- তিনটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয়,আর এগুলি কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সংশয় নেইঃ-
(১) মাজলুমের দোয়া। (২)মুসাফিরে দোয়া।
(৩)পিতা মাতার স্বীয় সন্তানের জন্য দোয়া।

এটি ইমাম বুখারী 'আদাবুল মুফরাদ'এর মধ্যে, ইমাম আবুদাউদ এবং ইমাম তিরীমীযি আলাইহিমুর্ রাহ্‌মা বর্ণনা করেছেন।

---

* أخرجه أبو داود فى الصلاة : باب الدعاء بظهر الغيب برقم (١٥٣٦) ، والترمذى فى البر : باب ما جاء فى دعاء الوالدين برقم (١٩٧٠) ، وأخرجه البخارى فى « الأدب المفرد » برقم (٣٢) ، وابن ماجه فى سننه برقم (٣٨٦٢) فى الدعاء ، والإمام أحمد فى مسنده (٤/ ١٥٤) ، وابن حبان برقم (٢٦٨٨) والحديث حسن . انظر :
الأحاديث الصحيحة برقم (٥٩٨) ، وصحيح الجامع للشيخ الألبانى (٣/ ٦٣) . ورواه الطبرانى بلفظ : « ثلاثة تستجاب دعوتهم الوالد والمسافر والمظلوم » . من رواية عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه .
قال الحافظ الهيثمى : رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن يزيد الأزرق وهو ثقة انظر : مجمع الزوائد (١٠/ ١٥١) .

হাদীস শরীফ-২

হযরত সাইয়্যেদুনা আবু হুরায়রাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,*

﴿دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلٰى نَفْسِهِ﴾

অনুবাদঃ-মাজলুম ব্যক্তির দোওয়া অবশ্যই কবুল হয়। যদিও সে ফাসিক হোক না কেন? কারণ ফাসিকও স্বীয় কর্মের জন্য হয় (অর্থাৎ সে তার কুকর্মের জন্য নিজে জাবাব দেবে সেক্ষেত্রে তার দোওয়া কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই)।

ইমাম আহমাদ ও ঈমাম বাজ্যার এটি হাসান সনদের দ্বারা হযরত সাইয়্যেদুনা আবু হুরায়রাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন ; অথচ ঈমাম আহমাদ একটি বর্ণনায়, হযরত সাইয়্যেদুনা আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে এই S × r e y e C (w y a t n k a n a k a l P r a n ✪)

✪ যদিও সে কাফির হোক না কেন।

---

* أخرجه أحمد فى مسنده (٢/ ٣٦٧) ، وأورده الخطيب البغدادى فى تاريخه (٢/ ٢٧٢) فى ترجمة محمد بن حماد الطهرانى ووثقه .
وأورده السيوطى فى الجامع الكبير برقم (١٣٩٩٠) ، وعزاه للطيالسى ، وابن أبى شيبة ، والخطيب البغدادى فى تاريخه ، كلهم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . والحديث إسناده حسن ، انظر :
مجمع الزوائد (١٠/ ١٥١) ، كشف الخفاء (١/ ٤٨٨) ، صحيح الجامع (٣/ ١٤٥) ، السلسلة الصحيحة برقم (١٣٣٩) .

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্বাফী মোঃ-+919832925240

হাদীস শরীফ-৩

হযরত সাইয়্যেদাতুনা আবু উম্মে হাকীম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,*

﴿دُعَاءُ الْوَالِدِ يُفْضِي إِلَى الْحِجَابِ﴾

অনুবাদঃ-পিতার দোয়া হিযাব পর্যন্ত পৌঁছায়।

উক্ত হাদীস ইমাম ইবনে মাযাহ আলাইহির্ রাহমা হতে বর্ণিত*

হাদীস শরীফ-৪

হযরত সাইয়্যেদুনা আবু হুরায়রাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,**

﴿ثَلٰثٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حِيْنَ يُفْطِرُ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ﴾

* أخرجه ابن ماجه فى الدعاء : باب دعوة الوالد المظلوم برقم (٣٨٦٣) ضعفه الشيخ الألبانى – حفظه الله – فى ضعيف الجامع (٣/ ١٥٣) .
وأورده الإمام السيوطى فى الجامع الكبير برقم (١٣٩٨٠) ، وعزاه إلى ابن ماجه والطبرانى .
[معنى الحديث]
أن الوالد إذا قام بالدعاء لمن شاء من أولاده ، أو إخوانه ، أو غير ذلك ، فإن دعاءه يصعد ، ويصل إلى موضع القبول ، ويخترق السموات ، ولا يحول بينه وبين الإجابة أى حائل . والله أعلم .

** أخرجه الترمذى (٣٦٦٨) فى الدعوات ، ولفظه « ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر ، والإمام العادل ، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ، ويفتح لها أبواب السماء ، ويقول الرب : وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين » .
وأخرجه ابن ماجه (١٧٥٢) فى الصيام : باب فى الصائم لا ترد دعوته بمثله .
وأخرجه أحمد فى مسنده (٢/ ٤٤٥) بلفظ : ثلاثة لا يرد دعاؤهم .
ضعفه الشيخ الألبانى ، انظر : ضعيف الجامع برقم (٢٥٩١) .

অনুবাদঃ-তিন ব্যক্তি হলো এমন যাদের দোয়া খণ্ডন করা হয় না। তাঁরা হলেন। (১)ইফতারের সময় রোযা দারের দোয়া। (২)ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী ইমামের দোয়া।
(৩)মাজলুমের দোয়া।

উক্ত হাদীস ইমাম তিরমীযি আলাইহির্ রাহমা হতে বর্ণিত

হাদীস শরীফ-৫

হযরত সাইয়্যেদুনা আবু হুরায়রাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন,*

﴿ثَلٰثٌ لَا يَرُدُّ اللّٰهُ دُعَاءَهُمُ الذَّاكِرُ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالْمَظْلُوْمُ وَالْإِمَامُ الْمُقْسِطُ﴾

অনুবাদঃ-আল্লাহ তায়ালা তিন ব্যক্তির দোয়াকে খণ্ডন করেন না;- (১)আল্লাহ্ তায়ালার অধিক জিকিরকারী।
(২)মাজলুম। (৩)ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী ইমাম।

উক্ত হাদীস হযরত ইমাম বায়হাক্বী আলাইহির্ রাহ্মা শা'ওবুল ইমানের মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

* الحديث فى الجامع الصغير برقم (٣٥٣١) ، وعزاه للبيهقى فى شعب الإيمان . وفى كشف الخفاء برقم (١٠٤٥) ، وعزاه للبيهقى .
والحديث إسناده حسن . انظر السلسلة الصحيحة برقم (١٢١١) ، وصحيح الجامع (٣/ ٧٢) للشيخ الألبانى عفا الله عنه .

www.yanabi.in এ পাবেন।

হাদীস শরীফ-৬

হযরত সাইয়্যেদুনা ওয়াসিলা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,✪

﴿أَرْبَعَةٌ دَعْوَاتُهُمْ مُسْتَجَابَةٌ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالرَّجُلُ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَرَجُلٌ يَدْعُو لِوَالِدِهِ﴾

(১) ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী ইমাম।
(২) নিজমুসলমান ভাইয়ের অবর্তমানে তার জন্য দোওয়া চাওয়া।
(৩) মাজলুম।
(৪) স্বীয় পিতা মাতার জন্য দোয়া প্রার্থী।

উক্ত হাদীস ইমাম আবু নঈম আলাইহির্ রাহমা 'হুলিয়া'র মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস শরীফ-৭

হযরত সাইয়্যেদুনা আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

---

✪ أورده السيوطي في جمع الجوامع برقم (٢٩٢٤) ، وعزاه إلى أبي نعيم في الحلية ، والديلمي في مسند الفردوس من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه .
والحديث ضعيف : انظر ضعيف الجامع (١/ ٢٥٠) للشيخ الألباني حفظه الله .

﴿دَعْوَتَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ حِجَابٌ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ﴾

অনুবাদঃ-দুটি দোয়া এরূপ যে আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু(দোয়া কবুল করতে) এবং দোয়া প্রার্থীর দোয়ার (কবুল হতে) মধ্যে কোন বাধা থাকে না;(১)মাজলুমের দোয়া (২) বান্দার স্বীয় মুসলমান ভাইয়ের অবর্তমানে তার জন্য দোয়া।

ইমাম তাবরানী আলাইহির রাহমা'মু'জামুল কাবির এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন*

হাদীস শরীফ-৮

হযরত সাইয়্যেদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন ওমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমাথেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

﴿أَسْرَعُ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دُعَاءُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ﴾

---

* أورده السيوطي في الجامع الصغير برقم (٤٢٠٧) ، وعزاه للطبراني في الكبير . والحديث ضعيف .
قال الحافظ الهيثمي رحمه الله :
رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ضعيف (مجمع الزوائد ١٠/ ١٥٢) وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (٣/ ١٥٤) وقال حفظه الله : صح مفرقًا في أحاديث بنحوه ، فانظر بعضها في « الصحيح » - يقصد صحيح الجامع - (٣٠٢٧ - ٣٠٣٠ و ٣٣٧٤ - ٣٣٧٦) . انتهى
وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي المذكور ، قال البخاري وأحمد عنه : منكر الحديث (التاريخ الكبير للبخاري (٥/ ٢٦٠) ، وقال ابن معين : ضعيف ، وقال النسائي : متروك انظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد (٣٦٤/ ٥) وميزان الاعتدال للذهبي رحمه الله (٢/ ٥٥٠) ، والمجروحين لابن حبان (٢/ ٥٣) والضعفاء الكبير للعقيلي ترجمة (٩١٥) ، والضعفاء للدارقطني (٣٤٠) ، التهذيب (١/ ٤٧٤) .

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্কাফী মোঃ-+919832925240

অনুবাদঃ-দোয়ার মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত কবুল হবে,এমন দোয়া হল,অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অনুপস্থিত দোয়া।
ব্যাখ্যা;- দোয়া কারী নির্জনে দোয়া করবে আর যার জন্য দোয়া করা হয়। সে নিজেই সে সম্পর্কে অবগত নয়;এই প্রকারের দোয়া দ্রুত কবুল হয়ে থাকে।

এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু‘আদাবুল মুফরাদ’এর মধ্যে,ইমাম আবুদাউদ এবং ইমাম তিরীমীযি আলাইহিমুর্ রাহ্মাও বর্ণনা করেছেন।*

হাদীস শরীফ-৯

হযরত সাইয়্যেদুনা আবু দারদা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

﴿إِنَّ دَعْوَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ آمِينَ وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ﴾

*
أخرجه أبو داود فى الدعاء : باب الدعاء بظهر الغيب برقم (١٥٣٥) ، والترمذى فى البر : باب ما جاء فى دعوة الأخ لأخيه برقم (٢٠٤٦) وأخرجه البخارى (ص/ ١٢٧) فى الأدب المفرد ، باب دعاء الأخ بظهر الغيب .
وانظر : الأذكار للنووى (٣٥٦) ، وأورده السيوطى فى جمع الجوامع برقم (٣١٤٦) ، وعزاه إلى البخارى فى الأدب وأبى داود ، والطبرانى فى الكبير ، والخرائطى فى مكارم الأخلاق عن ابن عمرو . والحديث ضعيف : انظر : ضعيف الجامع (١ /٢٧٣) ، تخريج مشكاة المصابيح للشيخ الألبانى – حفظه الله – برقم (٢٢٤٧) .
وضعفه الشيخ شعيب الأرناووط فى شرح السنة (٥/ ١٩٨) .
لأن فى سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى وهو ضعيف .
قال ابن حبان عنه : كان يروى الموضوعات عن الثقات ، ويأتى عن الأثبات ما ليس من حديثهم (٢/ ٥٠) وانظر ترجمته فى الميزان (٢/ ٥٦١) ، التاريخ الكبير للبخارى (٥/ ٢٨٣) ، والضعفاء للدارقطنى (٣٦١) ، الصغير للبخارى (٧٠) ، العقيلى (٩٢٧) .

অনুবাদঃ-মুসলমান বান্দার স্বীয় মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতে করা দোয়া কবুল হয়ে থাকে;সুতরাং যখন সে দোয়া করে তখন ফারিশ্তা তার জন্য‘**আমিন**’বলে থাকে এবং এরূপ বলতে থাকে তোমার জন্যও অনুরুপ হোক।(অর্থাৎ যে দোয়া তুমি নিজ ভাইয়ের জন্য চাও,আল্লাহ জাল্লা জালালুহু তোমাকেও এরূপ নিয়ামত প্রদান করুন)।

এ সম্পর্কে ইমাম আহ্মাদ স্বীয় ‚মুসনাদে’এবং ইমাম বুখারী আলাইহির্ রাহ্মা‘আদাবুল মুফরাদ’এ বর্ণনা করেছেন✪

হাদীস শরীফ-১০

হযরত সাইয়্যেদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,*

﴿خَمْسُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ حَتَّى يَنْتَصِرَ وَدَعْوَةُ الْحَاجِّ حَتَّى يُصْدِرَ وَدَعْوَةُ الْغَازِي حَتَّى يَقْفُلَ وَدَعْوَةُ الْمَرِيضِ حَتَّى يَبْرَأَ وَدَعْوَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ وَأَسْرَعُ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ إِجَابَةً دَعْوَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ﴾

✪ أخرجه أحمد فى مسنده (٥/ ١٩٥) ، والبخارى فى الأدب المفرد (ص/ ١٢٧) . صححه الشيخ الألبانى – حفظه الله – ، فى صحيح الجامع برقم (٣٣٧٥) وأخرجه الإمام مسلم ولكن بلفظ : « دعاء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب ، عند رأسه ملك موكل ، ما دعا لأخيه بخير إلا قال له : أمين ولك بمثله » أخرجه مسلم فى الذكر والدعاء والاستغفار : باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب (١٧/ ٥٠) من رواية أبى الدرداء رضى الله عنه .
وكذا أخرجه ابن ماجه فى سننه ، فى كتاب المناسك : باب فضل دعاء الحاج برقم (٢٨٩٥) .

মুফতী নুরুল আরেফীন সাহেবের সমস্ত বই www.yanabi.in এ পাবেন।

অনুবাদঃ-পাঁচটি দোয়া কবুল হয়;-(১)মাজলুমের দোয়া;যতক্ষন পর্যন্ত তার বদলা না পাওয়া যায়; (২)হজ্বে গমনকারীর দোয়া;যতক্ষন পর্যন্ত না সে ফিরে আসে;(৩)গাজীর দোয়া যতক্ষন নাসে গৃহে ফিরে আসে;(৪)অসুস্থের দোয়া;যতক্ষন না সুস্থ না হয়। (৫)মুসলমান বান্দার স্বীয় মুসমান ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতে দোয়া;এ সকল দোয়াগুলির মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত কবুল হওয়ার দোয়া হল,মুসলমান বান্দার স্বীয় মুসলমান ভাইয়ের জন্য কৃত দোয়া;-

উক্ত হাদীস ইমাম বায়হাক্বী আলাইহির্ রাহ্মা 'শ'বুল ইমান এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন✪

হাদীস শরীফ-১১

হযরত সাইয়্যেদুনা সানাবিহী আলাইহির রাহ্মা থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত সাইয়্যেদুনা আবুবাকার সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন,✪

﴿إِنَّ دَعْوَةَ الْأَخِ فِي اللهِ تُسْتَجَابُ﴾

অনুবাদঃ-আল্লাহ্ তায়ালার 'রেজামন্দীর জন্য'সৃষ্ট ভাইয়ের দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

✪

الحديث فى مشكاة المصابيح للبغوى برقم (٢٢٦٠) ، وفى جمع الجوامع للسيوطى برقم (١٣٦٦٧) ، وعزاه إلى الحاكم فى تاريخه ، والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس .

وأورده السيوطى فى الصغير برقم (٣٩٧٠) ، وعزاه للبيهقى فى الشعب عن ابن عباس . والحديث موضوع . انظر :

ضعيف الجامع (٣/ ١٢٥) .

فى إسناده زيد العمى ، هو زيد بن الحوارى ، كنيته أبو الحوارى يروى عن أنس ومعاوية بن قرة ، روى عنه الثورى وشعبة وكان قاضيا بهراة .

قال عنه ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج بخبره وكتابة حديثه إلا للاعتبار ، وقال يحيى بن معين لا يجوز حديث زيد العمى ، وقال مرة : ضعيف . انظر فى : الضعفاء الكبير للعقيلى (٥٢٠) ، المجروحين (١/ ٣٠٥) ، الضعفاء للدارقطنى (٣٤٢) .

(٣) أورده البخارى فى الأدب المفرد (ص/ ١٢٧) قال : حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا حيوة قال أخبرنى شرحبيل بن شريك المعافرى أنه سمع الصنابحى أنه سمع أبا بكر الصديق . فذكره .

উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী আলাইহির্ রাহ্মা 'আদাবুল মুফরাদ'এ বর্ণনা করেছেন✪

হাদীস শরীফ-১২

হযরত সাইয়্যেদুনা ইমরান বিন হাসিন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন,✪✪

﴿دُعَاءُ الْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ لَا يُرَدُّ﴾

অনুবাদঃ-(মুসলমান)বান্দার দোয়া স্বীয় ভাইয়ের অনুপস্থিতে কৃত দোয়া খণ্ডন করা হয় না।

উক্ত হাদীস ইমাম বায্যার আলাইহির্ রাহ্মা বর্ণনা করেছেন।

হাদীস শরীফ-১৩

হযরত সাইয়্যেদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান;

✪ أورده البخارى فى الأدب المفرد (ص/ ١٢٧) قال : حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا حيوة قال أخبرنى شرحبيل بن شريك المعافرى أنه سمع الصنابحى أنه سمع أبا بكر الصديق . فذكره .

✪✪ أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ، وقال : رواه البزار (١٠/ ١٥٢) ، وصاحب كشف الخفاء (١/ ٤٨٨) .

والحديث صحيح . انظر :

صحيح الجامع (٣/ ١٤٤) ، السلسلة الصحيحة (١٣٣٩) للشيخ الألبانى

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্বাফী মোঃ-+919832925240

﴿إِذَا أَحْرَمَ أَحَدُكُمْ فَلْيُؤَمِّنْ عَلَى دُعَائِهِ إِذَا قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ فَلْيَقُلْ آمِيْنَ وَلَا يَلْعَنْ بَهِيْمَةً وَّلَا إِنْسَانًا فَإِنَّ دُعَاءَهُ مُسْتَجَابٌ وَمَنْ عَمَّ بِدُعَائِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اسْتُجِيْبَ لَهُ﴾

অনুবাদঃ-যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি (হজ্ব বা উমরাহর জন্য) ইহরাম বাঁধবে,তখন নিজের দোয়াতে **'আমিন'**বলবে; যখনই বলবে হে আল্লাহ! আমার মাগফেরাত করো,তখন তার উচিৎ যে,স্বীয় দোয়াতে যেন আমিন বলতে থাকে। আর কোন পশু ও মানুষের যেন লানাত না করে, কারণ তার দোয়া কবুল হয়ে থাকে। আর যে বান্দা স্বীয় দোয়ার মধ্যে সকল মুমিন মুমিনাতকে শামিল করে নেয়,তাহলে ঐ ব্যক্তিরও দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

উক্ত হাদীস ইমাম দায়লামী আলাইহির রাহ্‌মা বর্ণনা করেছেন।✪

হাদীস শরীফ-১৪

হযরত সাইয়্যেদুনা আবু হুরায়রাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

✪ أورده السيوطى فى جمع الجوامع (١/ ٣٤) وعزاه إلى الديلمى فى مسند الفردوس . وأورده المتقى الهندى فى كنز العمال برقم (١١٩١٦) .
والحديث ضعيف جدا انظر :
تذكرة الموضوعات (٧٣) ، وتنزيه الشريعة (٢/ ١٧٤) ، الفوائد المجموعة (١٠٩) وقال : قال فى الذيل فيه كذاب ومجروحان .

﴿اَلْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَ لَهُمْ﴾

অনুবাদঃ-হজ্জ বা উমরা পালনকারী আল্লাহ তায়ালার মেহমান,যদি সে তার (আল্লাহ জাল্লা জালালুহু)এর নিকট দোয়া চায়,তাহলে তিনি কবুল করেন,আর যদি সে মাগফেরাত চায়,তাহলে তাকে মাগফেরাত করে দেওয়া হয়।

উক্ত হাদীস ইমাম ইবনে মাজা আলাইহির রাহ্‌মা হতে বর্ণিত।✪

হাদীস শরীফ-১৫

হযরত সাইয়্যেদুনা ইবনে ওমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন,✪

﴿اَلْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوْهُ وَسَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ﴾

অনুবাদঃ- আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারী,হজ্ব ও ওমরা সম্পন্নকারী আল্লা জাল্লা জালা লুহুর মেহমান,আল্লাহ্ তায়ালা তাদের আহ্বান করেন এবং তারা হাজির হয়ে থাকেন,আর যদি এরা কোন বিষয়ে চেয়ে থাকেন। তাহলে তিনি তাদের প্রদান করে থাকেন।

✪ أخرجه ابن ماجه (٢٨٩٢) فى المناسك : باب فضل دعاء الحاج . إسناده ضعيف فيه صالح بن عبد الله ، قال البخاري فيه منكر الحديث ، [الضعفاء الصغير (١٦٧)] . وقد ضعف الحديث الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع (٣/ ١٠٥) ، وتخريج المشكاة برقم (٢٥٣٦) وأورده السيوطى فى جمع الجوامع بلفظ « الحجاج والعمار وفد الله عز وجل يعطيهم ما سألوا ، ويستجيب لهم ما دعوا ، ويخلف عليهم ما أنفقوا ، الدرهم ألف ألف » وعزاه للبيهقى فى الشعب عن أنس وضعفه . جمع الجوامع برقم (١٠٤١٥) ورواه البزار عن جابر بلفظ « الحجاج والعمار وفد الله ، دعاهم فأجابوه ، وسألوه فأعطاهم » .
حسنه الشيخ الألبانى فى السلسلة الصحيحة برقم (١٨٣١) وصحيح الجامع (٣/ ٩٧) .

মুফতী মুহাম্মদ আলা হযরতীন সাহেবের সমস্ত বই
www.yanabi.in এ পাবেন।

উক্ত হাদীস ইমাম ইবনে মাজা আলাইহির্ রাহ্মা হতে বর্ণিত এরূপ হযরত সাইয়্যেদুনা জাবির রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুরও রাওয়ায়েত আছে যা ইমাম বায্যার আলাইহির্ রাহ্মা বর্ণনা করেছেন।✪

হাদীস শরীফ-১৬

হযরত সাইয়্যেদুনা আবু হুরায়রাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন,✪✪

﴿ثَلٰثٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ لَا يَرُدُّ لَهُمْ دَعْوَةً الصَّائِمُ حَتّٰى يُفْطِرَ وَالْمَظْلُوْمُ حَتّٰى يَنْتَصِرَ وَالْمُسَافِرُ حَتّٰى يَرْجِعَ﴾

অনুবাদঃ- তিন ব্যক্তির হক্ব হল যে,আল্লাহ্ তায়ালা তাদের দোয়া রদ করেন না;
(১) রোযাদার এমতাবস্থায় যে, সে ইফতার করে।
(২) মাজলুম এপর্যন্ত যে সে বদলা পেয়ে যায়;
(৩) মুসাফির এপর্যন্ত যে সে গন্তব্যে ফিরে আসে।

উক্ত হাদীস ইমাম বায্যার আলাইহির্ রাহ্মা বর্ণনা করেছেন।

✪ (٤) أخرجه ابن ماجه فى المناسك : باب فضل دعاء الحاج برقم (٢٨٩٣) والحديث صحيح . انظر : الأحاديث الصحيحة برقم (١٨٢٠) ، صحيح الجامع (٤/ ٧٤) .

✪✪ (٢) أورده السيوطي فى الجامع الصغير ، وعزاه للبزار .
ضعفه الشيخ الألباني – حفظه الله – ، انظر : ضعيف الجامع (٣ / ٥٠) .

হাদীস শরীফ-১৭

হযরত সাইয়্যেদুনা ইবনে ওমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,✪

﴿لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهٖ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ﴾

অনুবাদঃ-ইফতারের সময় রোযা দারের দোয়া কবুল হয়।

উক্ত হাদীস ইমাম নেসাই আলাইহির্ রাহমা বর্ণনা করেছেন।

হাদীস শরীফ-১৮

হযরত সাইয়্যেদুনা ইবনে ওমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,✪✪

✪ لم أجده فى سنن النسائى ، فربما كان فى عمل اليوم والليلة له أو السنن الكبرى . وأخرجه ابن ماجه (١٧٥٣) فى الصيام : باب فى (الصائم لا ترد دعوته) ؛ والحاكم فى مستدركه (١/ ٤٢٢) من حديث عبد الله بن عمرو ، ولفظه : « إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد » .
ضعفه الشيخ الألبانى – حفظه الله – فى ضعيف الجامع (١٩٦٣) ، إرواء الغليل (٩٠٣) .
وأورده السيوطى فى الجامع الصغير بلفظ : « للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة » وعزاه للطيالسى ، والبيهقى فى شعب الإيمان ، وضعفه الشيخ الألبانى كذلك . انظر : ضعيف الجامع (٤٧٥٠) ، إرواء الغليل (٨٩٣) .

✪✪ أخرجه ابن ماجه (١٤٤١) فى الجنائز : باب ما جاء فى عيادة المريض . إسناده منقطع ، لأن ميمون بن مهران الراوى عن عمر لم يسمع من عمر . وأورده ابن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (٥٥١) ، والبغوى فى مشكاة المصابيح برقم (١٥٨٨) . قال الشيخ الألبانى ضعيف جدا ، انظر :
ضعيف الجامع برقم (٥٨٦) ، تخريج مشكاة المصابيح (١٥٨٨) .
قال الحافظ : فى سند ميمون علة خفية تمنع من الحكم بصحته وحسنه ، وذلك أن ابن ماجه أخرجه عن جعفر ابن مسافر وهو شيخ وسط ، وشيخه فيه كثير بن هشام ثقة من رجال مسلم ، وهو يروى عن جعفر وهو من رجال مسلم أيضا ، لكنه مختلف فيه ، الراجح أنه ضعيف فى الزهرى خاصة ، وهذا من حديثه عن غير الزهرى . وأخرجه ابن السنى من طريق الحسن بن عرفة وهو أقوى من جعفر بن مسافر عن كثير بن هشام فأدخل بين كثير وجعفر بن برقان عيسى بن إبراهيم الهاشمى ، وهو ضعيف جدا نسبوه إلى الوضع . فهذه علة قادحة تمنع من الحكم بصحته لو كان متصلا ، وكذا بحسنه . انتهى انظر التهذيب (٢ /٢٠٧) .
وأورد هذا الحديث ابن الجوزى فى العلل المتناهية برقم (١٤٥٥) من حديث عمر وأبى أمامة ثم قال : هذان حديثان لا يصحان ، أما حديث عمر فقال الحاكم : عيسى بن إبراهيم واهى الحديث . وقال ابن حبان : يروى المناكير عن جعفر بن برقان ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ، وأما حديث أبى أمامة فقال ابن عدى وابن حبان : الحسين بن علوان يضع الحديث .

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাকুরী মোঃ-+919832925240

﴿إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيْضٍ فَمُرْهُ يَدْعُوْ لَكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ﴾

অনুবাদঃ-যখন তুমি কোন ব্যক্তির নিকট (শ্রশ্রুসার উদ্দেশ্যে) যাও,তখন তার নিকট দোয়ার দরখাস্ত করো; কারণ অসুস্থের দোওয়া ফারিশ্তাদের দোয়ার ন্যায়।

উক্ত হাদীস ইমাম ইবনে মাজা আলাইহির রাহ্মা হতে বর্ণিত।

হাদীস শরীফ-১৯

হযরত সাইয়্যেদুনা আবু দারদা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ফরমিয়েছেন,✪

﴿اِغْتَنِمُوْا دَعْوَةَ الْمُؤْمِنِ الْمُبْتَلٰى﴾

অনুবাদঃ-সমস্যায় জর্জরিত ব্যক্তির দোয়াকে গণিমত (প্রিয়) জানবে।(অর্থাৎ কোন অসুস্থ ও সমস্যায় জর্জরিত ব্যক্তির দোয়াকে গণিমত জানবে এদের দোয়া কবুল হয়ে থাকে)

উক্ত হাদীস ইমাম সাঈদ বিন মানসুর আলাইহির রাহ্মা স্বীয়'সুনানে'বর্ণনা করেছেন।

হাদীস শরীফ-২০

হযরত সাইয়্যেদুনা সালমান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,

﴿إِنَّ مُبْتَلًى تُسْتَجَابُ دَعْوَتُهُ﴾

দোয়া কিভাবে কবুল হয়?

অনুবাদঃ-সমস্যা জর্জরিত ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

উক্ত হাদীস ইমাম দায়লামী আলাইহির্ রাহ্মা বর্ণনা করেছেন।

হাদীস শরীফ-২১

হযরত সাইয়্যেদুনা আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন,

﴿عُوْدُوا الْمَرْضٰى وَمُرُوْهُمْ أَنْ يَدْعُوْا لَكُمْ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَرِيْضِ مُسْتَجَابَةٌ وَذَنْبَهُ مَغْفُوْرٌ﴾

অনুবাদঃ-অসুস্থদের সেবা করো এবং তাদেরকে তোমাদের জন্য দোয়া করতে বলো। কারণ অসুস্থদের দোয়া কবুল হয়ে থাকে এবং তাদের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

উক্ত হাদীস ইমাম তাবরাণী'মু'জামুল'আওসাত ও বায়হাক্বী'শা'বুল ইমানের মধ্যে বর্ণনা করেছেন✪

✪ (١) رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه عبد الرحمن بن قيس وهو متروك الحديث . قاله الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (٢ /٢٩٥) وقال الشيخ الألباني موضوع انظر : ضعيف الجامع (٣٨٢٧) وعبد الرحمن ابن قيس ، بصرى كنيته أبو معاوية ، خرج إلى نيسابور .

قال النسائي عنه : متروك الحديث ، وأورده الدارقطني في الضعفاء والمتروكين (٣٣٣) وقال ابن حبان : كان ممن يقلب الأسانيد ، وينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات . تركه أحمد بن حنبل ، انظر ترجمته في : العقيلي في (الضعفاء الكبير) ترجمة : (٩٤١) ، ابن حبان في المجروحين (٢/ ٥٩) . الدارقطني في (الضعفاء والمتروكين) ترجمة (٣٣٣) ، والنسائي (٣٦٤) . ابن عدى في الكامل (١٦٠٠/٤) ، الذهبي في الميزان (٢/ ٥٨٣) . ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢ /٣٧٨) .

[illegible]
www.yanabi.in এ পাবেন।

হাদীস শরীফ-২২

হযরত সাইয়্যেদুনা ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

﴿لَا تُرَدُّ دَعْوَةُ الْمَرِيضِ حَتَّى يَبْرَأَ﴾

অনুবাদঃ-অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তার দোয়া খণ্ডন করা হয় না।

উক্ত হাদীস ইমাম আবি দুনিয়া আলাইহির্ রাহ্মা ও বায়হাক্বী আলাইহির্ রাহ্মা বর্ণনা করেছেন।

হাদীস শরীফ-২৩

হযরত সাইয়্যেদুনা আবু হুরায়রাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন, ✪

✪ أخرجه الترمذى فى الدعوات : باب ما جاء فى دعوة المسلم مستجابة (٣٤٤٢) وأخرجه الحاكم فى مستدركه (١/ ٥٤٤) ، وصححه ووافقه الذهبى .
والحديث حسن ، انظر : السلسلة الصحيحة برقم (٥٩٥) ، صحيح الجامع (٥/ ٣٠٠) .
ومعنى الحديث : أن العبد المؤمن إذا ذكر الله – تبارك وتعالى – ودعاه فى أيام يسره ، فإن الله – جل ثناؤه – يذكره فى الأزمة المستحكمة ، والكربة العظيمة ، فينبغى للعبد العاقل أن يتذكر هذا الأمر ، ويحرص على الدوام أن يكون من أهل الدعاء فى الرخاء ، ومن أهل الصبر عند البلاء ، فيجمع بين الحسنيين .
قال العلامة المباركفورى رحمه الله :
قوله (من سره) أى أعجبه وفرح قلبه وجعله مسرورا . (أن يستجيب الله له عند الشدائد) جمع الشديدة وهى الحادثة الشاقة . (والكرب) بضم الكاف وفتح الراء جمع الكربة ، وهى الغم الذى يأخذ بالنفس . (فليكثر الدعاء فى الرخاء) بفتح الراء أى فى حالة الصحة والفراغ والعافية ، لأن من شيمة المؤمن أن يريش السهم قبل أن يرمى ، ويلتجىء إلى الله قبل الاضطرار .

﴿مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ عِنْدَ الْكُرَبِ
وَالشَّدَائِدِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ﴾

অনুবাদঃ-যে ব্যক্তি এটা চায় যে,মুশকিল ও পেরেশানি অবস্থায় তাঁর দোয়া কবুল হয়। তার জন্য করণীয় যে,তারা ভালো অবস্থায় যেন বেশী বেশী দোয়া করে।

উক্ত হাদীস ইমাম তিরমিযী আলাইহির্ রাহ্মা ও ইমাম হাক্বীম আলাইহির্ রাহ্মা বর্ণনা করেছেন।

হাদীস শরীফ-২৪

হযরত সাইয়্যেদুনা ইবনে ওমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

﴿مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ وَأَنْ
تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ﴾

অনুবাদঃ-যে ব্যক্তি এটা চায় যে,তার দোয়া কবুল হোক এবং সমস্যার সমাধান হোক,তার প্রয়োজন সে যেন অসহায়ের সহযোগিতা করে।

উক্ত হাদীস ইমাম আহ্মাদ আলাইহির্ রাহ্মা বর্ণনা করেছেন✪

✪ أورده الإمام السيوطى فى الجامع الكبير (١/١٧) ؛ وعزاه إلى الديلمى فى مسند الفردوس من رواية أبى هريرة رضى الله عنه .
وأورده المتقى الهندى فى كنز العمال برقم (١٥٤٢٤) .

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এস-এম-সাক্বাফী মোঃ-+919832925240

হাদীস শরীফ-২৫

হযরত সাইয়্যেদুনা আবু হুরায়রাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

﴿اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمُعْسِرِ﴾

অনুবাদঃ-স্বল্প হস্তদের(অসহায়ের)বদ দোয়া থেকে বাঁচো।

উক্ত হাদীস ইমাম দায়লামী আলাইহির্ রাহ্মা বর্ণনা করেছেন✪

হাদীস শরীফ-২৬

হযরত সাইয়্যেদুনা আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন।

﴿إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَحْيِي مِنْ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ مُسَدَّدًا لَزُومًا لِلسُّنَّةِ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ شَيْئًا فَلَا يُعْطِيَهُ﴾

✪ أورده الإمام السيوطى فى الجامع الكبير (١/١٧) ؛ وعزاه إلى الديلمى فى مسند الفردوس من رواية أبى هريرة رضى الله عنه .
وأورده المتقى الهندى فى كنز العمال برقم (١٥٤٢٤) .

অনুবাদঃ-আল্লাহ্ তায়ালা ঐ বৃদ্ধ মুসলমান থেকে হায়া ফরমান(স্বীয় শান মুতাবিক),যিনি শক্তভাবে সঠিক রাস্তায় অটল থাকেন,যখন সে কোন বিষয়ের আবেদন করেন,তখন না প্রদান করতে। অর্থাৎ ঐ বৃদ্ধ মুসলমান যে শরীয়তের উপর আমল করেন। সে যদি কোন কিছু তলব করে,তখন আল্লাহ্ তায়ালা তা প্রদান না করতে হায়া* করেন(নিজের শানের মতো)।

উক্ত হাদীস ইমাম তাবরাণী আলাইহির্ রাহ্মা 'মু'জামুল' আওসাত এর মধ্যে এরুপ বর্ণনা করেছেন ✪

হাদীস শরীফ-২৭

হযরত সাইয়্যেদুনা ওমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে 'মারফু'হাদীস দ্বারা বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

﴿دُعَاءُ الْمُحْسَنِ إِلَيْهِ لِلْمُحْسِنِ لَا يُرَدُّ﴾

স্বীয় শান মোতাবিক*

✪ قال الحافظ الهيثمى رحمه الله : رواه الطبرانى فى الأوسط ، وفيه صالح بن راشد ، وثقه ابن حبان وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات . انتهى مجمع الزوائد (١٠/ ١٤٩) . وأورده السيوطى فى الجامع الصغير ، وعزاه إلى ابن النجار عن أنس . قال الشيخ الألبانى – حفظه الله – ضعيف ، (ضعيف الجامع برقم ١٦٥٣) ، تخريج السنة لابن أبى عاصم (٢٣) .
قلت :
وصالح بن راشد ، قال عنه البخارى : لم يصح حديثه ، وقال الذهبى : شامى لا يعرف ، وحديثه منكر . انظر :
الضعفاء الكبير للعقيلى (٧٢٧) ، ميزان الاعتدال (٢/ ٢٩٤) .

www.yanabi.in এ পাবেন।

অনুবাদঃ-যে বান্দার উপর ইহসান করা হয়,তার স্বীয় মুহসিনের(ইহসান কারীর) জন্য কৃত দোয়া খণ্ডন করা হয় না।

উক্ত হাদীস ইমাম দায়লামী আলাইহির্ রাহ্মা হতে বর্ণিত ✪

হাদীস শরীফ-২৮

হযরত সাইয়্যেদুনা আবু আমামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

﴿إِنَّ لِحَامِلِ الْقُرْآنِ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً

يَدْعُو بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُ﴾

অনুবাদঃ-অবশ্যই ক্বোরআন পাক মুখস্তকারীর (কিংবা সর্বদা ক্বোরআন পাঠকারীর)দোয়া কবুল হয়ে থাকে, যখনই সে দোয়া করে তা কবুল করা হয়ে থাকে।

উক্ত হাদীস ইমাম বায়হাক্বী'শা'বুল ইমানের মধ্যে বর্ণনা করেছেন✪✪

✪ أورده الإمام السيوطى فى جمع الجوامع برقم (١٣٩٧٨) ، وعزاه للديلمى عن ابن عمر ، وفى الجامع الصغير برقم (٤٢٠١) ، وعزاه للديلمى فى مسند الفردوس عن ابن عمر .
قال المناوى : ورمز المصنف – يقصد السيوطى – لصحته ، وليس كما زعم ، ففيه محمد بن إسماعيل ابن عياش . قال أبو داود : لم يكن بذاك ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أورده الذهبى فى الضعفاء والمتروكين ، وقال : ضعفه أحمد والدارقطنى . انتهى .

✪✪ أورده السيوطى فى الجامع الكبير (١/ ٦٤٠) وعزاه للديلمى فى مسند الفردوس وضعفه الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع برقم (٤٦٦٧) .

হাদীস শরীফ-২৯

হযরত সাইয়্যেদুনা হাবীব বিন মুসালামা ফহ্রি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,তিনি হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ ফরমাতে শুনেছেন,✪

﴿لَا يَجْتَمِعُ مَلَأٌ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ

وَيُؤَمِّنُ بَعْضُهُمْ إِلَّا أَجَابَهُمْ﴾

অনুবাদঃ-যখন লোকেরা একত্রিত হয়ে এরুপ দোয়া চায় যে,কিছু লোক দোওয়া চাইতে থাকে;আর কিছু সংখ্যা'আমিন'বলতে থাকে; তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা জাল্লা জালালুহু তাদের দোয়া কবুল ফরমান।

উক্ত হাদীস ইমাম হাকীম আলাইহির্ রাহ্মা হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস শরীফ-৩০

হযরত সাইয়্যেদুনা আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

﴿مَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ قَطُّ يَدْعُونَ إِلَّا

كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ لَا يَرُدَّ أَيْدِيَهُمْ﴾

✪ أخرجه الحاكم فى مستدركه (٣/ ٣٤٧) ، وسكت عنه الحافظ الذهبى . وأورده السيوطى فى الجامع الكبير (١/ ٩٢١) ، وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير ، والحاكم فى المستدرك ، والبيهقى فى السنن من رواية حبيب بن مسلمة الفهرى .

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্বাফী মোঃ-+919832925240

অনুবাদঃ-যখন তিন জন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে দোয়া চায়,আল্লাহ্ তায়ালা জাল্লা জালালুহু স্বীয় তত্বাবধানে এটা নির্দিষ্ট করেছেন যে,তাদের হাতকে খালি ফেরাবেন না।
উক্ত হাদীস ইমাম আবু নঈম আলাইহির্ রাহ্মা 'হুলিয়া'র মধ্যে বর্ণনা করেছেন ✪

হাদীস শরীফ-৩১

হযরত সাইয়্যেদুনা তাউস আলাইহির্ রাহ্মা হতে বর্ণনা করেছেন যে,এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন; (আমি সমস্যায় রয়েছি)আমার জন্য দোয়া করুন।

﴿أُدْعُ اللهَ لِنَفْسِكَ فَإِنَّهُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾

অনুবাদঃ-আল্লাহ্ তায়ালা জাল্লা জালালুহু হতে তোমার জন্য দোয়া চাও, যখন কোন সমস্যাগ্রস্থ যখন তাকে আহ্বান করে,তখন তিনি তার উত্তর দেন।✪ ✪

✪ أخرجه أبو نعيم فى الحلية (٣/ ٢٢٦) ، وإسناده ضعيف جدا ، فيه حبيب كاتب مالك ، متروك ، وكذبه أبو داود وجماعة ، وهشام بن سعد ، صدوق له أوهام . انظر : التقريب (١/ ١٤٩) ، (٢/ ٣١٨) ، المجروحين (١/ ٤٦٥) ، الميزان (١/ ٤٥٢) ، الضعفاء الكبير للعقيلى (٣٢٥) ، الضعفاء للدارقطنى (١٧١) .

✪✪ (٣) أورده ابن الجوزى فى صفة الصفوة (٢/ ٢٨٩) هو طاووس بن كيسان اليمانى ، أبو عبد الرحمن .
أدرك طاووس خلقًا كثيرًا من الصحابة ، وأكثر روايته عن ابن عباس .
وروى عنه من كبار التابعين : مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وأبو الزبير ومحمد بن المنكدر . من أقواله : ما من شيء يتكلم به ابن آدم إلا أحصى عليه ، حتى أنينه فى مرضه . توفى – رحمه الله – بمكة قبل يوم التروية بيوم . وعن ابن شوذب قال : شهدت جنازة طاوس بمكة سنة ست ومائة فسمعتهم يقولون رحمك الله يا أبا عبد الرحمن ، حج أربعين حجة . رحمه الله .
انظر ترجمته المفصلة فى :
تذكرة الحفاظ (١/ ٩٠) ، تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٥١) ، التهذيب (٥/ ٨) ، صفة الصفوة (٢/ ٢٨٤) ، حلية الأولياء (٤/ ٣) ، شذرات الذهب (١/ ١٣٣) ، طبقات ابن سعد (٥/ ٣٩١) ، العبر (١/ ١٣٠) ، وفيات الأعيان (١/ ٢٣٣) .

দ্বিতীয় অধ্যায়
যে সময়ে দোয়া কবুল হয়ে থাকে

হাদীস শরীফ-৩২

হযরত সাইয়্যেদুনা সহল বিন সা'আদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত;-

﴿سَاعَتَانِ تُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ حِينَ يَحْضُرُ النِّدَاءُ وَالصَّفُّ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾

অনুবাদঃ-দুটি সময় হল এমনই, যার মধ্যে যার আসমানের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়; আর খুব কম ক্ষেত্রেই এরুপ হয় যে, সে দোয়া খণ্ডিত করা হয়।(উক্ত সময় দুটি হল);-১)আযানের সময় ২) আল্লাহর রাস্তায় সারিবদ্ধ হওয়ার সময়।
উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী'আদাবুল মুফরাদ'এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন।✪

✪ أخرجه البخارى (ص/ ١٣٤) فى الأدب المفرد ، باب الدعاء عند الصف فى سبيل الله ، والحديث فى موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان فى كتاب المواقيت : باب فضل الأذان والمؤذن وإجابته والدعاء برقم (٢٩٨) .
وأخرجه مالك موقوفًا على سهل بن سعد الساعدى ، انظر الموطأ (١/ ٧٠) وأورده الحافظ المنذرى فى الترغيب مرفوعًا من رواية سهل بن سعد ، وقال رواه ابن حبان فى صحيحه . وأورده السيوطى فى الجامع الكبير (١/ ٥٤٠) ، وعزاه إلى ابن حبان فى صحيحه ، والدولابى ، وابن عبد البر فى التمهيد ، والخطيب البغدادى فى المتفق والمفترق ، وضعفه مرفوعًا ، وأورده موقوفًا من رواية مالك ، وابن أبى شيبة . والحديث صحيح . انظر : صحيح الجامع (٣/ ١٩٧) ، تخريج الترغيب (١/ ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦) للشيخ الألبانى . من رواية الطبرانى فى الكبير عن سهل بن سعد مرفوعا .

পরবর্তী পুস্তক আ'লা হযরতের সম্পর্কে বই
www.yanabi.in এ পাবেন।

হাদীস শরীফ-৩৩

হযরত সাইয়্যেদুনা সহল বিন সা'আদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

﴿ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ اَلدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا﴾

অনুবাদঃ-দুটি সময়ে দোয়া খণ্ডন করা হয় না; ১) আযানের সময় ২) জেহাদের ময়দানে ঐ সময় যখন একজন অপরজনের সঙ্গে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত থাকে।

উক্ত হাদীস ইমাম হাকীম আলাইহির্ রাহ্‌মা 'মুস্তাদরাক'এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন।✪

হাদীস শরীফ-৩৪

হযরত সাইয়্যেদুনা আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

﴿اَلدُّعَاءُ مُسْتَجَابٌ مَا بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ﴾

✪ أخرجه أبو داود فى الجهاد : باب الدعاء عند اللقاء برقم (٢٥٤٠) ، والحاكم فى المستدرك (١/ ١٩٨) . وأورده السيوطى فى الجامع الكبير برقم (١٣١٥٦) ، وعزاه إلى أبى داود وابن خزيمة وابن حبان ، والطبرانى فى الكبير ، وسمويه فى فوائده ، والحاكم فى المستدرك ، والبيهقى فى السنن ، والدارقطنى فى الغرائب ، مرفوعًا من حديث سهل بن سعد وموقوفًا عند مالك .
والحديث صحيح . انظر : الكلم الطيب (٣١) بتحقيق الشيخ الألبانى ، وتخريج الترغيب (١/ ١١٦) ، وصحيح الجامع (٣/ ٧٦) ، وشرح السنة للإمام البغوى (٢/ ٢٩٢) .

অনুবাদঃ-আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

উক্ত হাদীস ইমাম আবুদাউদ,ইমাম তিরমীযি এবং ইমাম হাকীম আলাইহির্ রাহ্‌মা বর্ণনা করেছেন।✪

হাদীস শরীফ-৩৫

হযরত সাইয়্যেদুনা আবু ইমামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

﴿إِذَا نَادَى الْمُنَادِيْ فُتِحَتِ السَّمَاءُ وَاسْتُجِيْبَ الدُّعَاءُ فَمَنْ نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ أَوْ شِدَّةٌ فَلْيَتَحَرَّ الْمُنَادِيْ فَيُجِيْبُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الصَّادِقَةِ الْمُسْتَجَابَةِ الْمُسْتَجَابِ لَهَا، دَعْوَةِ الْحَقِّ، وَكَلِمَةِ التَّقْوٰى، أَحْيِنَا عَلَيْهَا، وَابْعَثْنَا عَلَيْهَا، وَأَمِتْنَا عَلَيْهَا، وَاجْعَلْنَا مِنْ خِيَارِ أَهْلِهَا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ حَاجَتَهُ﴾

✪ أخرجه الحاكم فى مستدركه (١/ ١٩٨) ، وسكت عنه الذهبى . وحسنه الشيخ الألبانى فى الإرواء (٢٤٤) ، وصحيح الجامع (٣/ ١٥٠) .
وأخرجه أبو داود بلفظ « لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة » فى كتاب الصلاة : باب ما جاء فى الدعاء بين الأذان والإقامة برقم (٥٢١) .
والترمذى مثله برقم (٢١٢) . وصححه الشيخ الألبانى فى الإرواء (٢٩٦) ، وصحيح الجامع (١٥١/٣) .

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্লাইন মোঃ-+919832925240

অনুবাদঃ-যে সময় মুয়াজ্জিন আযান দেয়,তখন আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। সুতরাং কেউ যদি কোন সমস্যায় ও পেরেশানীর মধ্যে থাকে তাহলে তার উচিৎ মোয়াজ্জিনের আওয়াজকে যেন মন দিয়ে শোনে এবং তার উত্তর দেয়,পূণরায় এরুপ পড়তে থাকে :- হে আল্লাহ্; এই সত্য ও মাকবুল কৃত আওয়াজের রব্ ,আমাকে দাওয়াতে হাক্ব ও তাকওয়ার পথে অটল থাকার নসীব দান করো আর ওর উপরেই আমার জিন্দেগী ও ওর উপরেই আমার মৃতু নসীব করো আর ওর উপরেই কাল রোজে ক্বীয়ামত আমাদের হাশর ফরমাও এবং আমাকে জিন্দা ও মুর্দাদের মধ্যে উত্তমদের সাথী করো।

পূণরায় এই দোয়ার পর আল্লাহ্ তায়ালা জাল্লা জালালুহুর নিকট স্বীয় হাজাতের তলব করবে।

উক্ত হাদীস ইমাম হাকীম আলাইহির্ রাহ্মা বর্ণনা করেছেন।✪

হাদীস শরীফ-৩৬

হযরত সাইয়্যেদুনা জাবির রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

✪ أخرجه الحاكم في مستدركه (١/ ٥٤٧) ، وأبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢١٣) والبغوى في شرح السنة (٢/ ٢٩١) ، وأورده ابن السني في عمل اليوم والليلة (٩٦) والسيوطي في الجامع الكبير برقم (٢٦٧٩) ، وعزاه إلى أبي يعلى ، وابن السني ، وأبي الشيخ في الأذان ، والحاكم في المستدرك .
وأورده في الصغير برقم (٨٦٨) ، ورمز له بالصحة .
والحديث صحيح . انظر : السلسلة الصحيحة برقم(١٤١٣)وصحيح الجامع(١/ ٢٨٢)للشيخ الألباني .

﴿إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ﴾

অনুবাদঃ-অবশ্যই রাত্রির মধ্যে এমন একটি সময় রয়েছে,যদি কোন মুসলমান বান্দাঐ সময় আল্লাহ্ তায়ালা জাল্লা জালালুহুর নিকট দুনিয়া আখিরাতের কোন উত্তম ব্যাপারে দোয়া চেয়ে থাকে,আল্লাহ্ তায়ালা জাল্লা জালালুহু তা অবশ্যই প্রদান করেন। আর এই সময় প্রত্যেক রাত্রেই হয়ে থাকে।

উক্ত হাদীস ইমাম মুসলিম আলাইহির্ রাহ্মা বর্ণনা করেছেন।✪

হাদীস শরীফ-৩৭

হযরত সাইয়্যেদুনা ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশের ব্যাপারে ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ وَالدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ﴾

✪ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (٦/٣٦) ، واخرجه أحمد (٣/ ٣٣١) ، والبغوى في مشكاة المصابيح برقم (١٢٢٤) .
قال الإمام النووى رحمه الله :
فيه إثبات ساعة الإجابة في كل ليلة ، ويتضمن الحث على الدعاء في جميع ساعات الليل رجاء مصادفتها . انتهى

www.yanabi.in এ পাবেন।

অনুবাদঃ-এটি হাজিরীর সময় (অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে ফারিশ্‌তারা নাযিল হয়ে থাকে) আর ঐ সময় প্রার্থনা কৃত দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

উক্ত হাদীস ইমাম তিরমিযী আলাইহির্ রাহ্‌মা ও ইমাম হাক্বীম আলাইহির্ রাহ্‌মা বর্ণনা করেছেন।✪

✪ هذا جزء من حديث طويل أخرجه الترمذى فى الدعوات : باب فى دعاء الحفظ (٣٦٤١) وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم .

وأخرجه الحاكم فى مستدركه (١/ ٣١٦) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . واستدرك عليه الإمام الذهبى فقال : هذا حديث منكر شاذ أخاف أن لا يكون موضوعا وقد حيرنى والله جودة سنده ، فإن الحاكم قال فيه :

حدثنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه وأحمد بن محمد العنزى قالا ثنا عثمان بن سعيد الدارمى (ح) .

وحدثنى أبو بكر بن محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم العبدى قالا ثنا أبو أيوب سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقى ثنا الوليد بن مسلم فذكره مصرحا بقوله ثنا ابن جريج ، فقد حدث به سليمان قطعا وهو ثبت فالله أعلم .

وقد رواه الدارقطنى ، والطبرانى .

قال الشيخ الألبانى – حفظه الله – موضوع . انظر : ضعيف الجامع برقم (٢١٧١) .

قلت :

وقد تكلم كثير من الحفاظ والمحدثين عن هذا الحديث ، ومن الأقوال فى هذا الشأن قال ابن الجوزى رحمه الله : الوليد يدلس تدليس التسوية ولا أتهم به إلا النقاش ، يعنى محمد بن الحسن بن محمد المقرىء ، شيخ الدارقطنى .

قال ابن حجر : هذا الكلام تهافت ، والنقاش برىء من عهدته ، فإن الترمذى أخرجه فى جامعه من طريق الوليد به . انتهى .

قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى :

وذكر الحافظ الذهبى فى ترجمة سليمان فى الميزان قول أبى حاتم (صدوق مستقيم الحديث ، ولكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين ، وكان عندى فى حد لو أن رجلا وضع له حديثا لم يفهم وكان لا يميزه ، فدافع عنه الذهبى أولاً ، ثم ذكر هذا الحديث فقال : (هو مع نظافة سنده حديث منكر جدا ، فى نفسى منه شىء والله أعلم) .

فلعل سليمان شبه له وأدخل عليه كما قال أبو حاتم (لو أن رجلا وضع له حديثا لم يفهم) انتهى نقلا عن الفوائد المجموعة (ص/ ٤٣) .

হাদীস শরীফ-৩৮

হযরত সাইয়্যেদুনা ওসমান বিন আবি আস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশের ব্যাপারে ইরশাদ ফরমান,✪

﴿تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ فَيُنَادِي مُنَادٍ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَلْيُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى ؟ هَلْ مِنْ مَكْرُوبٍ فَيُفَرَّجَ عَنْهُ؟ فَلَا يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ إِلَّا زَانِيَةً تَسْعَى بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَّارًا﴾

অনুবাদঃ-অর্ধেক রাত্রির সময় আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়;একজন আওয়াজকারী আওয়াজ দেন যে,কোন কী দোয়াপ্রাথী রয়েছে প্রদান করা হবে? কোন কী আবেদনকারী রয়েছে যাকে প্রদান করা হবে?কোন সমস্যাগ্রস্ত কী রয়েছে ,যার সমস্যাকে দুর করা হবে?সুতারাং যদি কোন মুসলমান বান্দা উক্ত সময়ে আল্লাহ জাল্লা জালা লুহুর নিকট দোয়া চায়,তাহলে আল্লাহ তায়ালা জাল্লা জালা লুহু তার দোয়া কবুল করেন শুধুমাত্র ঐ খারাপ চরিত্রের মহিলা যে ঐ সময় কুকর্মের জন্য ঘুরে বেড়ায় ও ট্যাক্স গ্রহণ কারী ব্যতীত।

✪ رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح . قاله الحافظ الهيثمى (١٠/ ١٥٣) وأورده السيوطى فى الجامع الصغير برقم (٣٣٣٩) وحسنه .

والحديث صحيح . انظر : الإرواء (٩٣١) ، تخريج الحلال والحرام للشيخ الألبانى (٤٠٨) ، وصحيح الجامع له كذلك (٣/ ٤٧) .

و « العشار » : هو الذى يقوم بأخذ أموال الناس بالباطل عن طريق القوة ، والمنصب ، وغير ذلك ، ومثلها المكوس يعنى الضرائب .

(٢) قال الحافظ الهيثمى رحمه الله :

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাব্বাহী মোঃ-+919832925240

উক্ত হাদীস ইমাম তাবরাণী আলাইহির্ রাহ্মা সহিহ্ সনদের দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

হাদীস শরীফ-৩৯

হযরত সাইয়্যেদুনা ইবনে ওমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরয করলেন, ওটা রাত্রীর কোন অংশ যে সময় দোয়া কবুল হয়ে থাকে? উত্তরে হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,✪

﴿اَللَّيْلُ الْآخِيْرُ﴾

অনুবাদঃ-রাত্রীর শেষাংশ (অর্থাৎ পুরো রাত্রীকে যদি দুটি ভাগ করা হয়, তাহলে শেষাংশে)।

উক্ত হাদীস ইমাম বাজ্জার ও ইমাম তাবরাণী আলাইহির্ রাহ্মা সহিহ্ সনদের দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

হাদীস শরীফ-৪০

হযরত সাইয়্যেদুনা আবু ইমামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

---

✪ قال الحافظ الهيثمى رحمه الله :
رواه الطبرانى فى الثلاثة والبزار ، ورجال البزار والكبير رجال الصحيح . انظر مجمع الزوائد (١٠/١٥٥) .

﴿تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعِ مَوَاطِنَ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ﴾

অনুবাদঃ-চারটি সময়ে আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় ও দোয়া কবুল করা হয়; ১) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারী যখন যুদ্ধে লিপ্ত থাকে; ২) বৃষ্টির সময়; ৩) নামযের জন্য ইক্বামাতের সময়; ৪) কা'বা শরীফের যিয়ারাতের সময়।

উক্ত হাদীস ইমাম তাবরাণী আলাইহির্ রাহ্মা জায়ীফ সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন।✪

হাদীস শরীফ-৪১

হযরত সাইয়্যেদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

---

✪ الحديث فى الجامع الكبير برقم (١٢٧٠١) ، وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير ، والبيهقى فى السنن ، عن أبى أمامة رضى الله عنه .
وفى الصغير برقم (٣٣٣٧) عن أبى أمامة ، ورمز لضعفه .
قال الحافظ الهيثمى رحمه الله : رواه الطبرانى وفيه عفير بن معدان ، وهو مجمع على ضعفه . انظر : مجمع الزوائد (١٠/ ١٥٥) .
والحديث ضعيف جدا . انظر : ضعيف الجامع (٣/ ٣٧) للشيخ الألبانى .
وعفير ابن معدان المذكور ، هو الحمصى المؤذن ، من السابعة ، له فى الترمذى وابن ماجه قال عنه النسائى : ليس بثقة ، وقال عنه يحيى : ليس بشىء وقال عنه ابن حبان : ممن يروى المناكير عن أقوام مشاهير ، فلما كثر ذلك فى روايته بطل الاحتجاج بأخباره .
وقال أحمد : منكر الحديث ضعيف ، وقال أبو حاتم : يكثر عن سليم عن أبى أمامة بما لا أصل له
انظر ترجمته فى :
الضعفاء للنسائى برقم (٤٤٣) ، العقيلى فى (الضعفاء الكبير) (١٤٧٢) ، ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (٧/ ٣٦) ، الذهبى فى الميزان (٣/ ٨٣) ، وابن حبان فى المجروحين (٢/ ١٩٨) .

www.yanabi.in এ পাবেন।

﴿ثَلٰثُ سَاعَاتٍ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مَا دَعَا فِيْهِنَّ إِلَّا اسْتُجِيْبَ لَهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ قَطِيْعَةَ رَحْمٍ أَوْ مَأْثَمًا حِيْنَ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ حَتّٰى يَسْكُتَ وَحِيْنَ يَلْتَقِي الصَّفَّانِ حَتّٰى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَهُمَا وَحِيْنَ يَنْزِلُ الْمَطَرُ حَتّٰى يَسْكُنَ﴾

অনুবাদঃ-তিনটি সময় হল এমনই যে,মুসলিম বান্দা উক্ত সময়ে যা দোয়া চায়,কবুল করা হয়ে থাকে। শর্ত হল সম্পর্ক ছিন্ন ও কোন গুনাহের জন্য যেন দোয়া না করে। ১) যখন মুয়াজ্জিন নামাযের জন্য আযান দেয়,যখন পর্যন্ত না সম্পূর্ণ না হয়ে যায়। ২) যে সময় (মুসলমান ও কাফির) জিহাদের মধ্যে লিপ্ত হয়;যতক্ষন পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালা জাল্লা জালালুহু ফায়সালা না করে দেন। ৩) যে সময় বৃষ্টি বর্ষন হয়,যতক্ষন না তা বন্ধ হয়ে না যায়।

উক্ত হাদীস ইমাম আবু নঈম আলাইহির্ রাহ্মা 'হুলিয়া'র মধ্যে বর্ণনা করেছেন ।✪

✪ (١) أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (٩/ ٣٢٠) عند الترجمة لعلى بن بكار . وأورده السيوطى فى الجامع الصغير برقم (٣٤٦٢) ورمز له بالضعف . وفى الجامع الكبير برقم (١٢٩٣٨) ، وعزاه إلى أبى نعيم فى الحلية ، وابن عساكر فى تاريخه . والحديث ضعيف جدا . انظر :
ضعيف الجامع (٣/ ٥٠) للشيخ الألبانى حفظه الله . فى إسناده الحكم بن عبد الله الأيلى ، يروى عن القاسم والزهرى ، كنيته أبو عبد الله . قال ابن حبان : ممن يروى الموضوعات عن الأثبات ، وكان ابن المبارك شديد الحمل عليه . وقال يحيى بن معين : ليس بثقة ، وقال أحمد بن حنبل : أحاديث الحكم ابن عبد الله كلهاموضوعة . وقال النسائى : متروك الحديث ، وقال الدارقطنى : متروك . انظر : البخارى فى الضعفاء الصغير (٣١) ، العقيلى فى الضعفاء الكبير ترجمة (٣١١) ، ابن حبان فى المجروحين (١/ ٢٤٨) ، الدارقطنى فى الضعفاء والمتروكين (١٦١) ، الذهبى فى الميزان (١/ ٥٧٢) ، ابن حجر فى اللسان (٢/ ٣٣٣) .

হাদীস শরীফ-৪২

হযরত সাইয়্যেদুনা আতা আলাইহির্ রাহ্মা হতে বর্ণিত;

﴿ثَلٰثُ خِلَالٍ تُفْتَحُ عِنْدَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَتَحَرَّوْا الدُّعَاءَ عِنْدَهُنَّ عِنْدَ الْأَذَانِ وَعِنْدَ نُزُوْلِ الْغَيْثِ وَعِنْدَ الْتِقَاءِ الزَّحْفَيْنِ﴾

অনুবাদঃ-তিনটি সময় হল এমনই ,যার মধ্যে আসমানের দরজাগুলি খুলে দেওয়া হয়। ঐ সময় খাস দোওয়া প্রাথনা করোঃ-১)আযানের সময়; ২) বৃষ্টি বর্ষনের সময়; ৩) জেহাদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠীর (মুসলমান ও কাফির)মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার সময়।

উক্ত হাদীস ইমাম সাঈদ বিন মানসুর আলাইহির্ রাহ্মা(স্বীয় সুনানের মধ্যে) বর্ণনা করেছেন।

হাদীস শরীফ-৪৩

হযরত সাইয়্যেদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আবি আওফা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

﴿إِذَا فَاءَتِ الْأَفْيَاءُ وَهَبَّتِ الْأَرْوَاحُ فَارْفَعُوْا إِلَى اللهِ حَوَائِجَكُمْ فَإِنَّهَا سَاعَةُ الْأَوَّابِيْنَ﴾

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্লায়ী মোঃ-+919832925240

অনুবাদঃ- যে সময় ছায়া সরিয়ে নেওয়া হবে,এবং হাওয়া বইতে শুরু হবে(প্রধাণত এর অর্থ হল জাওয়ালের পর অথবা আসরের সময়)তখন আল্লাহ তায়ালা জাল্লা জালালুহু হতে নিজে নিজে caiHda অন্বেষণ করো;অবশ্য এটা তাওবা কবুল হওয়ার সময়।

উক্ত হাদীস ইমাম আবু নঈম আলাইহির্ রাহ্মা 'হুলিয়া'র মধ্যে বর্ণনা করেছেন ✪

হাদীস শরীফ-৪৪

হযরত সাইয়্যেদুনা সাহল বিন সা'আদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (যখন একটি নুসখার দ্বারা সাইয়্যেদুনা ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর দ্বিারা লিখিত রয়েছে) হতে বর্ণিত,

﴿إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ قَدْرَ شِرَاكٍ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هٰذِهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ مَنْ صَلَّاهُنَّ فَقَدْ أَحْيَا لَيْلَتَهُ هٰذِهِ سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيُسْتَجَابُ فِيْهَا الدُّعَاءُ﴾

✪ أخرجه عبد الرازق فى مصنفه برقم (٤٨١٨) من طريق أبى سفيان مرسلا ، وأبو نعيم فى حلية الأولياء (٧/ ٢٢٧) مرفوعا ، وأورده السيوطى فى الجامع الكبير برقم (١٣١٧) ، وعزاه إلى عبد الرزاق فى مصنفه عن أبى سفيان مرسلا ، وأبى نعيم فى الحلية عن ابن أبى أوفى رضى الله عنه . وفى الجامع الصغير برقم (٧٧١) ورمز له بالحسن .

وأورده المتقى الهندى فى كنز العمال برقم (٣٣٤٩) .

والحديث ضعيف . انظر : ضعيف الجامع (١/ ٢٠٨) للشيخ الألبانى .

والأفياء : جمع فىء، وهو رجوع الظل الحاصل من حاجز بينك وبين الشمس عن المغرب إلى المشرق ، فلا يكون إلا بعد الزوال ، والمعنى : إذا رجعت ظلال الشواخص من جانب المغرب إلى المشرق ، والأرواح جمع ريح ، لأن أصلها الواو .

অনুবাদঃ- যে সময় সূর্য আসমানের উপর কিছু পরিমাণ সরে যায় তখন হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দণ্ডায়মান হয়ে চার রাকায়াত নামায আদায় করেন; আমি আরয করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!এটা কিসের নামায? তিনি ইরশাদ ফরমালেন,যে এই নামায আদায় করল যেন সে রাতকে জীবিত করল(অর্থাৎ সে পুরা রাত ইবাদাত করার সওয়াব লাভ করবে)। আর এটা হল ঐ সময় যে সময় আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং দোয়া কবুল হয়ে যাবে।

উক্ত হাদীস ইমাম আবু নঈম আলাইহির্ রাহ্মা 'হুলিয়া'র মধ্যে বর্ণনা করেছেন ✪

হাদীস শরীফ-৪৫

হযরত সাইয়্যেদুনা আবু হুরায়রাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা জুমআর দিনের আলোচনা করার সময় ইরশাদ ফরমালেন,

✪ أخرجه أبو نعيم فى الحلية (١٠/ ٢١٨) عن حديث أبى أيوب الأنصارى قال : قلت يارسول الله ما هذه الأربع ركعات التى تصليها عند الزوال ؟ قال : « هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء ، فلا ترتج حتى تصلى الظهر ، فأحب أن أقدم خيرًا » إسناده ضعيف ، فى سنده المفضل بن صدقة ، عن يحيى قال : ليس بشىء ، وقال النسائى متروك ، وقال ابن عدى ما أرى بحديثه بأسًا .

وقال ابن حبان : كان ممن يخطىء حتى يروى عن المشاهير الأشياء المناكير ، فخرج عن حد الاحتجاج به ، إذا انفرد ، وفيما وافق الثقات ، فإن اعتبر به معتبر ، لم أر بذلك بأسًا . انظر : المجروحين (٣/ ٢١) ، الضعفاء للعقيلى (١٨٣٦) ، الميزان (٤/ ١٦٨) .

মুফতী মুহম্মদ আলী কাদেরীর সাহেবের সমস্ত বই
www.yanabi.in এ পাবেন।

﴿فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ﴾

অনুবাদঃ-এর মধ্যে একটি এমনও সময় আছে যে,যে কোন মুসলমান বান্দা ঐ সময়ে নামাযের আবস্থায় দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহ্ তায়ালার হতে কোনও বিষয়ে চাইলে তিনি নিশ্চয় তা প্রদান করেন,

উক্ত হাদীস সাইখাইন বর্ণনা করেছেন✪

✪ أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة : باب الساعة التى فى يوم الجمعة (١/ ١٦) ومسلم فى الجمعة (٦/ ١٤٠) .

فائدة عظيمة : أخى المسلم اعلم ...

أن فى يوم الجمعة ساعة يتقبل الله فيها الدعاء ، ولقد اختلف العلماء فى تحديد وقت هذه الساعة ويتلخص الأمر فى التالى :

١ – رأى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن ساعة الإجابة بعد العصر إلى غروب الشمس ، وبهذا الرأى قال الإمام أحمد . والدليل على هذا مارواه أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى ﷺ أنه قال

« التمسوا الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس » رواه الترمذى فى الصلاة : باب ما جاء فى الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة (٤٨٩) وحسنه الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع (١/ ٣٩٣) ، تخريج المشكاة (١٣٦٠) ، والترغيب (١/ ٢٥١) وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال : « التمسوا آخر ساعة بعد العصر » أخرجه أبو داود فى الصلاة : باب الإجابة أية ساعة هى فى يوم الجمعة برقم (١٠٤٨) وأخرجه النسائى فى الجمعة : باب وقت الجمعة (٣/ ٩٩) ، وصححه الحاكم (١/ ٢٧٩) ووافقه الذهبى ، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط فى تعليقه على شرح السنة (٤/ ٢٠٩) .

٢ – أنها بين أن يجلس الإمام لخطبة الجمعة إلى أن تنتهى الصلاة .

فعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال : « هى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة » رواه الإمام مسلم فى الجمعة : باب الساعة التى فى يوم الجمعة (٦/ ١٤٠) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : قد أعل بالانقطاع والاضطراب ، ولذا جزم الدارقطنى بأن الموقوف هو الصواب . شرح السنة (٤/ ٢٠٩ ، ٢١٠) .

وقال الدكتور رفعت فوزى : وفى هذا نظر والله أعلم .

٣ – ويروى عن ابن عباس – رضى الله عنهما – أنها فيما بين الأذان إلى أن ينصرف الإمام . ذكره الإمام البغوى – رحمه الله – فى كتابه شرح السنة (٤/ ٢١١) .

٤ – وعن أبى بردة رضى الله عنه أنها عند نزول الإمام . انظر المصدر السابق . قال الدكتور رفعت فوزى : وربما كان الأرجح هو القول الأول ، وهو أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة ، وقبل غروب الشمس لما مر من الحديث ، وهذا الحديث الذى رواه مالك – رحمه الله – فى الموطأ قال : عن يزيد ابن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبى هريرة أنه قال : خرجت إلى الطور ، فلقيت كعب الأحبار ، فجلست معه فحدثنى عن التوراة ، وحدثته عن رسول الله – ﷺ – فكان فيما حدثته أن قلت : قال رسول الله ﷺ : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه أهبط من الجنة ، وفيه تيب عليه ، وفيه مات ، وفيه تقوم الساعة ، وما من دابة إلا وهى مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس ، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه » . قال كعب : ذلك فى كل سنة يوم ، فقلت : بل فى كل جمعة ، فقرأ كعب التوراة فقال : صدق رسول الله ﷺ . قال أبو هريرة : فلقيت بصرة بن أبى بصرة الغفارى فقال : من أين أقبلت ؟ فقلت : من الطور . فقال : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت ، سمعت رسول الله ﷺ يقول : لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد : إلى المسجد الحرام ، وإلى مسجدى هذا ، وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس ، يشك . قال أبو هريرة : ثم لقيت عبد الله بن سلام ، فحدثته بمجلسى

– পরেরপৃষ্ঠায় দেখুন ➔

হাদীস শরীফ-৪৬

হযরত সাইয়্যেদুনা মুত্তালিব বিন আবদুল্লাহ বিন খাতিব রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

﴿مِنْ أَفْضَلِ الدُّعَاءِ الدُّعَاءُ يَوْمَ عَرَفَةَ﴾

অনুবাদঃ- দোয়ার মধ্যে সর্বাধিক উত্তম দোয়া হল 'আরাফার দিন'এর দোয়া।

ইমাম সাইদ বিন মানসুর আলাইহির রাহমা স্বীয়'সুনান' এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন✪

مع كعب الأحبار ، وما حدثته به فى يوم الجمعة . فقلت : قال كعب : ذلك فى كل سنة يوم . قال : قال عبد الله بن سلام : كذب كعب ، فقلت : ثم قرأ كعب التوراة فقال : بل هى فى كل يوم جمعة . فقال عبد الله بن سلام : صدق كعب ، ثم قال عبد الله بن سلام : قد علمت أية ساعة هى . قال أبو هريرة : فقلت له : أخبرنى بها ولا تضن علىّ فقال عبد الله بن سلام : هى آخر ساعة فى يوم الجمعة . قال أبو هريرة : فقلت : كيف تكون آخر ساعة فى يوم الجمعة ، وقد قال رسول الله ﷺ – : « لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى ... » وتلك الساعة لا يصلى فيها ؟ فقال عبد الله ابن سلام : ألم يقل رسول الله – ﷺ – « ومن جلس مجلسًا ينتظر الصلاة ، فهو فى صلاة حتى يصلى ؟ قال أبو هريرة : فقلت : بلى . قال : فهو ذلك . انتهى (صحيفة وهب بن منبه بتحقيق الدكتور رفعت) .

✪ أخرجه الإمام مالك فى الموطأ (١/ ٤٢٢) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا ، ولفظه : « أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له » . حسنه الشيخ الألبانى فى السلسلة الصحيحة برقم (١٥٠٣) ، وصحيح الجامع (١/ ٣٦٢) .

وأخرجه الترمذى فى الدعوات : باب فى دعاء يوم عرفة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ﷺ قال : خير الدعاء ، دعاء عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شىء قدير . حسنه الشيخ الألبانى فى تخريج المشكاة برقم (٢٥٩٨) ، وتخريج الترغيب (٢/ ٢٤٢) ، والسلسلة الصحيحة برقم (١٥٠٣) ، وصحيح الجامع (٣/ ١٢١) .

وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط فى شرح السنة (٧/ ١٥٧) .

وانظر : مصنف عبد الرزاق برقم (٨١٢٥) .

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্লাম্পী মোঃ-+919832925240

হাদীস শরীফ-৪৭

হযরত সাইয়্যেদুনা আবু ইমামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে 'মারফু'হাদীস দ্বারা বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

﴿خَمْسُ لَيَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهَا دَعْوَةٌ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةُ

نِصْفٍ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتَا الْعِيدَيْنِ﴾

অনুবাদঃ- পাঁচটি রাত এমনই রয়েছে যে তার মধ্যে দোয়া প্রত্যাবর্তীত হয় না;১) রজব মাসের প্রথম রাত্রী; ২) শা'বান মাসের ১৫ তারিখের রাত্রী; ৩) জুমআর রাত্রী; ৪) ঈদ-উল-ফিত্‌র; ও ৫) ঈদ-উল-আযহার রাত্রী;

উক্ত হাদীস ইমাম দায়লামী আলাইহির রাহমা বর্ণনা করেছেন;আবার হযরত সাইয়্যেদুনা ইবনে ওমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা হতে অনূরুপ 'মারফু'হাদীস ইমাম আব্দির রাজ্জাক আলাইহির রাহমা স্বীয় মুসান্নাফে ও বায়হাক্বী আলাইহির রাহমা'শা'বুল ইমানে বর্ণনা করেছেন✪

✪ أخرجه ابن عساكر فى تاريخه (٣/ ٢٩٩) بلفظ : خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء . وأورده السيوطى فى الجامع الكبير برقم (١٣٦٥٨) ، وعزاه إلى الديلمى فى مسند الفردوس ، وابن عساكر فى تاريخه عن أبى أمامة .
وأورده فى الصغير برقم (٣٩٥٢) ، ورمز له بالضعف .
قال الحافظ ابن حجر : طرقه كلها معلولة .
والحديث موضوع . انظر : ضعيف الجامع (٣/ ١٢٦) .

হাদীস শরীফ-৪৮

হযরত সাইয়্যেদুনা ইমাম শাফেয়ী আলাইহির রাহমা হতে বর্ণিত,

﴿إِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ﴾

অনুবাদঃ-পাঁচটি রাত এমনই রয়েছে যে তার মধ্যে দোয়া কবুল থাকে অতঃপর তিনি বর্ণিত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেন;

উক্ত হাদীসইমাম বায়হাক্বী আলাইহির রাহমা'শা'বুল ইমানে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস শরীফ-৪৯

হযরত সাইয়্যেদুনা ওবাদা বিন সামিত রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের একদা ইরশাদ ফরমান,

﴿أَتَاكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ بَرَكَةٍ فِيهِ يُنَزِّلُ

الرَّحْمَةَ وَيَحُطُّ الْخَطَايَا وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ﴾

অনুবাদঃ-তোমাদের নিকট রমজান বরকত পূর্ণ মাস এসেছে; আল্লা জাল্লা জালালুহু তোমাদের ঐ মাসের মধ্যে স্বীয় রহমতের দ্বারা প্রদান করেন; এজন্য তিনি তোমাদের উপর স্বীয় রহমতে নাযিল ফরমান; তোমাদের গুনাহ সমূহ মিটিয়ে দেন এবং তোমাদের দোয়া কবুল করেন। ✪

— পরের পৃষ্ঠায় দেখুন ➔

মুফতী নূরুল আরেফীন সাহেবের সমস্ত বই www.yanabi.in এ পাবেন।

হাদীস শরীফ-৫০

হযরত সাইয়্যেদুনা ওমার বিন খাত্তাব রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

﴿ذَاكِرُ اللهِ فِي رَمَضَانَ مَغْفُورٌ لَهُ وَسَائِلُ اللهِ فِيهِ لَا يَخِيبُ﴾

অনুবাদঃ-রমজান মাসের মধ্যে আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর জিকির কারীর মাগফিরাত করে দেওয়া হয়; আর ঐ মাসে আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু হতে প্রার্থণা কারীকে অসফল করা হয় না।✪

← أورده المنذرى فى الترغيب والترهيب (٢/ ١٤٩) وقال: رواه الطبرانى ورواته ثقات إلا أن محمد ابن قيس لا يحضرنى فيه جرح ولا تعديل.

وقال الحافظ الهيثمى رحمه الله: رواه الطبرانى فى الكبير، وفيه محمد بن قيس ولم أجد من ترجمه (٣/ ١٤٢).

وأورده السيوطى فى الجامع الكبير برقم (٢١٥، ٢١٦، ٢١٧)، وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير وابن النجار عن عبادة بن الصامت.

قلت: قد ترجم الحافظ ابن حجر – رحمه الله – لمحمد بن قيس الهمدانى، وهو مقبول من الرابعة تقريب التهذيب (٢/ ٢٠٢)، فربما كان هو، والله أعلم.

✪ أورده المنذرى فى الترغيب (٢/ ١٥٨) وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط، والبيهقى والأصبهانى. وقال الحافظ الهيثمى: رواه الطبرانى فى الأوسط، وفيه هلال بن عبد الرحمن، وهو ضعيف. مجمع الزوائد (٣/ ١٤٣).

وأورده السيوطى فى جمع الجوامع برقم (١٤٠٩٦)، وعزاه إلى الطبرانى فى الصغير، وابن عدى فى الكامل والدارقطنى فى الإفراد، والبيهقى فى شعب الإيمان عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه. وأورده فى الصغير برقم (٤٣١٢)، ولم يرمز له بشىء. وأورده الشيخ إسماعيل العجلونى فى كشف الخفاء (١/ ٥٠٦).

والحديث موضوع. انظر ضعيف الجامع (٣/ ١٦٧) فى إسناده هلال بن عبد الرحمن الحنفى. قال الذهبى: الضعف لائح على أحاديثه فيترك. ميزان الاعتدال (٤/ ٣١٥)، وقال العقيلى: منكر الحديث، الضعفاء الكبير ترجمة (١٩٥٦).

উক্ত হাদীস ইমাম তাবরাণী আলাইহির্ রাহ্মা ‘মু’জামুল’আওসাত এর মধ্যে এরুপ বর্ণনা করেছেন

হাদীস শরীফ-৫১

হযরত সাইয়্যেদুনা আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

﴿مَعَ كُلِّ خَتْمَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَشَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ﴾

অনুবাদঃ-প্রতিটি খতমের সময় একটি‘মাকবুল’ দোয়া হয়ে থাকে; (অন্য একটি বর্ণনায়) খতমে ক্বোরআনে একটি ‘মাকবুল’দোয়া হয়ে থাকে;আর জান্নাতের একটি বৃক্ষ এই কারণে লাগানো হয়।

উক্ত হাদীস ইমাম বায়হাক্বী আলাইহির রাহমা‘শা’বুল ইমানে বর্ণনা করেছেন✪

✪ أورده السيوطى فى الجامع الكبير (١/ ٧٤٣) وضعفه البيهقى فى الشعب عن أنس. وضعفه الشيخ الألبانى – حفظه الله – فى ضعيف الجامع (٥/ ١٣٥).

أورده السيوطى فى الجامع الكبير (١/ ٥٨٢) بلفظ: عند كل ختمة دعوة مستجابة، وعزاه إلى ابن عساكر فى التاريخ.

والحديث موضوع انظر ضعيف الجامع (٤/ ٥٧).

ورواه الطبرانى عن العرباض بن سارية بلفظ: «من صلى صلاة فريضة، فله دعوة مستجابة، ومن ختم القرآن، فله دعوة مستجابة». قال الهيثمى: رواه الطبرانى، وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف.

وضعفه الشيخ الألبانى – حفظه الله – فى ضعيف الجامع برقم (٥٦٧٨).

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্কাফী মোঃ-+919832925240

হাদীস শরীফ-৫২

হযরত সাইয়্যেদুনা আইউব সাখতিয়ানী আলাইহির রাহমা ইরশাদ ফরমিয়েছেন যে,আমাকে বর্ণনা করা হয়েছে;

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [1]

অনুবাদঃ- সুরা রহমানের আয়াত ‘কুল্লু মান আলাইহা ফান’ তেলাওয়াতের সময় দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

উক্ত হাদীস ইমাম আবু বাকার বিন আবইয়াদ আলাইহির রাহমা স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস শরীফ-৫৩

হযরত সাইয়্যেদুনা আরবাযী আলাইহির রাহমা হতে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান;

﴿مَنْ صَلّٰى فَرِيْضَةً فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ﴾

অনুবাদঃ-যে ফরয নামায আদায় করল,তার দোয়া কবুল হয়ে থাকে। (অর্থাৎ ফরয নামায আদায় করে যে দোয়া করা হয়, তা কবুল হয়ে থাকে)।

উক্ত হাদীস ইমাম আবু বাকার বিন আবইয়াজ আলাইহির রাহমা হতে বর্ণিত।

হাদীস শরীফ-৫৪

হযরত সাইয়্যেদুনা আবু মুসা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

﴿مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللهِ حَاجَةٌ فَلْيَدْعُ بِهَا دُبُرَ صَلَاةٍ مَفْرُوْضَةٍ﴾

1سورة رحمٰن 26

অনুবাদঃ-যার সমস্যা দেখা দেয়, তার উচিৎ যে ফরয নামাযের পর যেন সে দোয়া চায়।

উক্ত হাদীস ইমাম ইবনে আসাকীর আলাইহির রাহমা ‘হুজ্জাজ(বিন ইউসুফ বিন হাকাম)’এর তরজমার মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস শরীফ-৫৫

হযরত সাইয়্যেদুনা ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, ✪

﴿إِنِّيْ نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ﴾

অনুবাদঃ-আমাকে রুকু ও সাজদার অবস্থায় ক্বোরআন পাকের তেলাওয়াত করতে মানা করা হয়েছে; সুতারাং রুকু অবস্থায় তোমরা স্বীয় রব্বের মহত্ত্বতা বর্ণনা করো; আর সাজদারত অবস্থায় বেশী বেশী দোয়া চাও,ফলতঃ এই দোয়া ঐ পর্যায়ের যে কবুল হয়ে যায়। উক্ত হাদীস ইমাম মুসলিম আলাইহির রাহমা বর্ণনা করেছেন।

✪ أخرجه مسلم فى الصلاة : النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود (٤/ ١٩٦) . وأخرجه أبو داود فى الصلاة : باب فى الدعاء فى الركوع والسجود (١/ ٢٣٢) ؛ وأحمد فى مسنده (١/ ٢١٩) ، وفى (١/ ١٥٥) بلفظ : « إنى نهيت أن أقرأ فى الركوع »

মুফতী নূরুল আরেফীন সাহেবের সমস্ত বই www.yanabi.in এ পাবেন।

হাদীস শরীফ-৫৬

হযরত সাইয়্যেদুনা ইবনে উমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা (অন্য একটি হাদীসে ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

﴿إِذَا فُتِحَ عَلَى الْعَبْدِ الدُّعَاءُ فَلْيَدْعُ رَبَّهُ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَسْتَجِيبُ﴾

অনুবাদঃ-যখন বান্দা দোয়া করার সময় পাবে,তাহলে তার উচিৎ যে স্বীয় রব্ জাল্লা জালা লুহু হতে দোয়া চাওয়া, নিঃসন্দেহে আল্লা জাল্লা জালা লুহু তার দোয়া কবুল করবেন।
উক্ত হাদীস ইমাম তীরমিযী আলাইহির রাহমা (অন্য শব্দের দ্বারা)বর্ণনা করেছেন। ✪

✪ أخرجه الترمذى فى سننه برقم (٣٥٤٨) ولكن ليس بهذا اللفظ .
وأورده السيوطى فى الجامع الكبير برقم (٢٢٣٠) ، وعزاه للترمذى عن ابن عمر ، وبرقم (٢٢٣١) ولفظه : إذا فتح الله على عبد الدعاء فليدع ، فإن الله يستجيب له . وعزاه للحكيم الترمذى فى النوادر ، والحاكم فى التاريخ عن أنس .
وأورده المتقى الهندى فى كنز العمال برقم (٣٣٧١) حديث أنس ؛ وبرقم (٣١٣١) حديث ابن عمر . والحديث ضعيف . انظر : ضعيف الجامع (١/ ٢٠٨) .
أما لفظ الترمذى فهو : « من فتح له منكم باب الدعاء ، فتحت له أبواب الرحمة ، وما سئل الله شيئًا أحب إليه من أن يسأل العافية ، إن الدعاء ينفع مما نزل ، ومما لم ينزل ، فعليكم عباد الله بالدعاء » . ضعفه الشيخ الألبانى حفظه الله .
انظر : تخريج مشكاة المصابيح (٢٢٣٩) ، ضعيف الجامع (٥/ ٢٢٤) .

হাদীস শরীফ-৫৭

হযরত সাইয়্যেদুনা (আবু মানামিল) খালিদুল হেযা(বিন মেহরান তাবেয়ী) আলাইহির রাহমা হতে বর্ণিত,হযরত সাইয়্যেদুনা ঈসা আলাইহিস্ সালাম ইরশাদ ফরমান,

﴿إِذَا وَجَدْتُمْ قَشْعَرِيرَةً وَدَمْعَةً فَادْعُوا عِنْدَ ذَلِكَ﴾

অনুবাদঃ- যখন তোমার লোম খাড়া হয়ে যাবে। চোখে পানি বইতে লাগবে ঐ সময় আল্লা জাল্লা জালা লুহু হতে দোয়া চাইতে থাকো। উক্ত হাদীস ইমাম আহ্মাদ আলাইহির রাহমা (কেতাব)‘আয্যুহুদ’এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন✪

হাদীস শরীফ-৫৮

হযরত সাইয়্যেদুনা আবু রহম সামিই রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান;

﴿إِنَّ مِمَّا يُسْتَجَابُ عِنْدَهُ الدُّعَاءُ الْعُطَاسُ﴾

অনুবাদঃ-ছিঁক(হাচিঁ)হওয়ার সময় দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

✪ الزهد لأحمد (ص/ ٧٧) .

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্বাফী মোঃ-+919832925240

উক্ত হাদীস ইমাম তাবরাণী আলাইহির রাহমা‘হাসান সনদে’ বর্ণনা করেছেন✪

হাদীস শরীফ-৫৯

হযরত সাইয়্যেদুনা আবু ইদরিস খোলাণী আলাইহির রাহমা হতে বর্ণিত যে, হযরত সাইয়্যেদুনা মা’আজ বিন জাবাল রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ ফরমান;

﴿إِنَّكَ مُجَالِسٌ قَوْمًا لَا مَحَالَةَ يَخُوضُونَ فِي الْحَدِيثِ فَإِذَا رَأَيْتَهُمْ غَفَلُوا فَارْغَبْ إِلَى رَبِّكَ عِنْدَ ذَلِكَ رَغَبَاتٍ﴾

অনুবাদঃ-নিঃসন্দেহে তুমি এমন লোকের সাথে উঠা বসা করো যারা পরস্পর অনর্থক কথায় লিপ্ত, সুতরাং যখন তুমি তাদেরকে গাফিল অবস্থায় দেখবে,তখন স্বীয় রব্ জাল্লা জালা লুহুর প্রতি দোয়ার আগ্রহ জমাও।

ওলিদ আলাইহির রাহমা বললেনঃ আমি এই কথা হযরত আবদুর্ রহ্মান বিন ইয়াযিদ বিন জাবির আলাইহির রাহমাকে ব্যক্ত করি; তখন তিনি ফরমান;এমনই এবং আমাকে হযরত আবু ত্বালহা হাকীম বিন দিনার বর্ণনা করেছেন যে তাকে বর্ণনা করা হয়েছিলঃ- ঐ সময় কৃত দোয়া কবুল হয়; আর বলা হয়-যখন তোমাদেরকে গাফলাতে দেখবো তখন স্বীয় রব্বের নিকট দোয়া প্রার্থণা করবো।

✪ قال الحافظ الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات ، إلا أن في بعضهم كلامًا لا يضر . مجمع الزوائد (٤/ ١٨١) ، وأورده السيوطي رحمه الله في اللآلي المصنوعة (٢/ ١٥٤) .

তৃতীয় অধ্যায়

যে যে স্থানে দোয়া মাকবুল হয়ে থাকে

হাদীস শরীফ-৬০

হযরত সাইয়্যেদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘মাসজিদে ফাতাহ’এর মধ্যে সোম,মঙ্গল,ও বুধবারের দিন দোয়া করেছিলেন এবং বুধবারের দিন দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে তার(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)দোয়া মাকবুল হয়েছিল। হযরত জাবির রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ফরমান যে,

﴿وَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غَائِظٌ إِلَّا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَدَعَوْتُ اللّٰهَ فِيهِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ إِلَّا عَرَفْتُ الْإِجَابَةَ﴾

অনুবাদঃ-আমার যখন কোন সমস্যা দেখা দেয়; তখন আমি এ সময়ের অপেক্ষা করি এবং বুধবার দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে আল্লাহ তায়ালা হতে দোয়া চাই; আমি নিশ্চত হয়ে যায় যে, আমার দোয়া কবুল হয়ে গেছে।

মুফতী মুহাম্মদ আলী রেজভী সাহেবের সমস্ত বই
www.yanabi.in এ পাবেন।

উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী ‘আদাবুল মুফরাদ’এর মধ্যে, ইমাম আহমাদ ও ইমাম বাজ্জার আলাইহিমুর্ রাহ্মা জায়েদ সনদের সহিত বর্ণনা করেছেন।✪

হাদীস শরীফ-৬১

হযরত সাইয়্যেদুনা ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

﴿مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ مُلْتَزَمٌ مَا يَدْعُو بِهِ صَاحِبُ عَاهَةٍ إِلَّا بَرَأَ﴾

অনুবাদঃ-রুকন(হাজারে আসওয়াদ)ও মক্বাম (ইবরাহীম)এর মধ্যবর্তী স্থানে‘মুলতাযীম্’রয়েছে, উক্ত স্থানে যে কেউ পেরেশান অবস্থায় দোয়া করে, সে পেরেশানী থেকে মুক্তি পেয়ে যায়।
উক্ত হাদীস ইমাম তাবরাণী আলাইহির রাহমা বর্ণনা করেছেন✪✪

✪ أخرجه البخارى (ص/ ١٤١) فى الأدب المفرد : باب الدعاء عند الاستخارة . وأورده الحافظ الهيثمى فى مجمع الزوائد (٤/ ١٢) ، وقال : رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات .

✪✪ قال الحافظ الهيثمى :
رواه الطبرانى فى الكبير ، وفيه عباد بن كثير الثقفى ، وهو متروك .
انظر : مجمع الزوائد (٣/ ٢٤٦) .
قلت : وعباد بن كثير هذا ، هو البصرى الثقفى ، متروك ، قال أحمد : روى أحاديث كذب ، وأخرج له أبو داود وابن ماجه ، واتهمه أكثر من واحد . انظر ترجمته : فى الضعفاء الصغير للبخارى (٧٥) ، الضعفاء الكبير للعقيلى (١١٢٤) ، الميزان (٢/ ٣٧١) ، الضعفاء للدارقطنى (٣٨٤) ، التهذيب (٥/ ١٠١) ، التقريب (١/ ٣٩٣) .

হাদীস শরীফ-৬২

হযরত সাইয়্যেদুনা ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

﴿اَلْمُلْتَزَمُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ لَا يَسْأَلُ اللهَ أَحَدٌ فِيْهِ شَيْأً إِلَّا أَعْطَاهُ﴾

অনুবাদঃ-রুকন(হাজারে আসওয়াদ)ও বাব (কাবা শরাফ)এর মধ্যবর্তী ✓মুলতাযীম্□স্থান রয়েছে, ঐ স্থানে যে কেহ আল্লাহ তায়লা জাল্লা জালা লুহু হতে কোন বিষয়ে আবেদন করে, তাহলে তিনি তা প্রদান করেন।

উক্ত হাদীস ইমাম সাঈদ বিন মানসুর ও ইমাম বায়হাক্বী আলাইহির রাহমা বর্ণনা করেছেন।

হাদীস শরীফ-৬৩

হযরত সাইয়্যেদুনা রাবেয়া বিন ওক্কাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

﴿ثَلَاثُ مَوَاطِنَ لَا تُرَدُّ فِيْهَا دَعْوَةُ عَبْدٍ رَجُلٌ يَكُوْنُ فِي الْبَرِّيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَاهُ إِلَّا اللهُ وَرَجُلٌ يَكُوْنُ مَعَهُ فِئَةٌ فَيَفِرُّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُ وَرَجُلٌ يَقُوْمُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ﴾

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্বাফী মোঃ-+919832925240

অনুবাদঃ-তিনটি স্থান এমনই আছে যেখানে কৃত দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না;- ১) বান্দার এমন স্থানে অবস্থান করা যেখানে আল্লাহ তায়ালা জাল্লা জালালুহু ছাড়া দেখার কেহ নেই; ২) বান্দা স্বীয় জামায়াতের সহিত হয়,পূণরায় তাঁর সাথী তাকে একলা রেখে চলে যায় কিন্তু সে আটল থাকে, ৩) ঐ বান্দা যে রাত্রীর শেষাংশে দণ্ডায়মান হয়ে নামায আদায় করে।

উক্ত হাদীস ইমাম আবু নঈম আলাইহির রাহমা 'আখবারুস সাহাবা' এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন✪

আজই সংগ্রহ করুন
জাগ্রত অবস্থায় দীদারে মুস্তাফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
অনুবাদক
মুফতী নূরুল আরেফিন
রেজবী আজহারী

✪ أورده السيوطي في الجامع الكبير برقم (١٣١٢٦) ، وعزاه إلى أبي نعيم في الصحابة ، وابن مندة عن أبان عن أنس : عن ربيعة بن وقاص بلفظ : « ثلاثة مواطن » .
وأورده في الصغير برقم (٣٥١٣) ، وعزاه إلى ابن مندة وأبي نعيم كلاهما في الصحابة عن ربيعة ابن وقاص ، ورمز له بالضعف ، ولفظه « ثلاثة مواطن » والحديث ضعيف جدًا . انظر : ضعيف الجامع (٣/ ٦٧) .

চতুর্থ অধ্যায়

কোন কোন শব্দের দ্বারা কৃত দোয়া কবুল হয়।

হাদীস শরীফ-৬৪

হযরত সাইয়্যেদুনা আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে,আমি হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম,তখন একজন ব্যক্তি এই বাক্যের দ্বারা দোয়া চাইল

﴿يَا بَدِيعَ السَّمٰوَاتِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ﴾

আমি তোমার নিকট চায়ছি হুযুর নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,

﴿أَتَدْرُونَ بِمَا دَعَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ﴾

অনুবাদঃ-জানো ! উক্ত ব্যক্তি কোন বিষয়ের সহিত দোয়া চাইল?ঐ সত্ত্বার কসম! যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। সে আল্লাহ তায়ালার এমন নামের সহিত দোয়া চাইল যে,যখনই উক্ত নামের সহিত দোয়া চাওয়া হবে, তা কবুল হয়ে থাকে।

উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী আলাইহির্ রাহ্মা 'আদাবুল মুফরাদ'এর মধ্যে, বর্ণনা করেছেন।✪

✪ أخرجه النسائي في السهو : باب الدعاء بعد الذكر (٣/ ٥٢) ولفظه « أتدرون بما دعا » وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (٧٠٥) ، والإمام أحمد في مسنده (٣/ ٢٤٥) .

মুফতী নূরুল আরেফীন সাহেবের সমস্ত বই
www.yanabi.in এ পাবেন।

হাদীস শরীফ-৬৫

হযরত সাইয়্যেদুনা আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে,আমরা হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম,এবং একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাযরত অবস্থায় ছিল,যখন সে রুকু ও সাজদাতে গেল এবং তাশাহুদে গেল তখন সে এরূপ দোয়া করল,

﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ بَدِيْعُ
السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ﴾

অনুবাদঃ-তখন হুযুর নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,ঐ বান্দা যে আল্লাহ তায়ালা জাল্লা জালা লুহুর বৃহৎ ইসম্ শরীফের সহিত দোয়া চাইল,এরুপ যে, যখনই উক্ত নাম মুবারকের সহিত দোয়া চাওয়া হবে, দোয়া কবুল হবে; আর এর সহিত চাওয়া হলে পূর্ণ হয়ে থাকে।

উক্ত হাদীস ইমাম হাকীম আলাইহির্ রাহ্মা বর্ণনা করেছেন।✪

✪ أخرجه ابو داود فى الصلاة : باب الدعاء برقم (١٤٩٥) ، وأخرجه النسائى فى السهو : باب الدعاء بعد الذكر (٣/ ٥٢) ، وابن ماجه فى الدعاء : باب اسم الله الأعظم برقم (٣٨٥٨) ، والحاكم فى المستدرك (١/ ٥٠٣ ، ٥٠٤) وصححه ووافقه الذهبى . وصححه ابن حبان برقم (٢٣٨٢) .
وأورده البغوى فى شرح السنة (٥/ ٣٦) ، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط .
وأورده الخطيب البغدادى فى التاريخ (٢/ ٢٥٥) .

হাদীস শরীফ-৬৬

হযরত সাইয়্যেদুনা আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ব্যক্তিকে এরুপ বলতে শুনলেন

﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَاذَا الْجَلَالِ
وَالْاِكْرَامِ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ﴾

তখন হুযুর নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ يَدْعُوْ اللّٰهَ بِاِسْمِهِ الَّذِیْ اِذَا
دُعِیَ بِهٖ أَجَابَ وَاِذَا سُئِلَ بِهٖ أَعْطٰى﴾

অনুবাদঃ-ঐ বান্দা আল্লা তায়ালা জাল্লা জালা লুহুর এমন নামের সহিত দোয়া চাইল যে,যখনই উক্ত নাম মুবারকের সহিত দোয়া চাওয়া হবে,কবুল হবে চাওয়া হলে প্রদান করা হবে।

উক্ত হাদীস ইমাম হাকীম আলাইহির্ রাহ্মা বর্ণনা করেছেন।

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্বাফী মোঃ-+919832925240

হাদীস শরীফ-৬৭

হযরত সাইয়্যেদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, কোন দুঃখ, পেরেশানী ও মুসীবত সম্মুখীন হবে, কিংবা কোন ক্ষমতাবান দ্বারা চিন্তিত হবে এবং সেই বান্দা এই কালিমার সহিত দোয়া করবে,তা কবুল করা হবে।

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَأَسْأَلُكَ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَالْأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا فِيْهِنَّ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾

এরুপ আল্লাহ্‌ জাল্লা জালালুহুর কাছে স্বীয় হাজাতের জন্য দোয়া করবে।

উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী আলাইহির্‌ রাহ্‌মা ‘আদাবুল মুফরাদ’এর মধ্যে, বর্ণনা করেছেন।✪

✪ أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (ص/ ١٤٢ ، ١٤٣) .
وقد صح عن ابن عباس – رضى الله عنهما – قال : كان النبى ﷺ يقول عند الكرب : « لا إله إلا الله العليم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ، رب العرش الكريم » . أخرجه البخارى فى التوحيد (٩/ ١٥٤) . وأخرجه مسلم (١٧/ ٤٧) فى (الذكر والدعاء) باب : دعاء الكرب ولفظه : « لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم » .
وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٧٨) برقم ٣٨٨٣ فى الدعاء بلفظ : « لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب العرش العظيم ، سبحان الله رب السموات السبع ، رب العرش الكريم » .

হাদীস শরীফ-৬৮

হযরত সাইয়্যেদুনা বারিদা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ব্যক্তিকে এরুপ বলতে শুনলেন,

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

তখন হুযুর নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,

﴿لَقَدْ سَأَلْتَ اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِيْ إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطٰى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ﴾

অনুবাদঃ-তুমি আল্লাহ্‌ তায়ালা জাল্লা জালালুহুর ইসমে আযমের সহিত চেয়েছো,আর যখনই তার দ্বারা চাওয়া হয় তখন তাকে প্রদান করা হয় দোওয়া করলে তা কবুল করা হয়।

উক্ত হাদীস ইমাম হাকীম আলাইহির্‌ রাহ্‌মা বর্ণনা করেছেন।✪

✪ (٢) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (٥/ ٣٦٠) ، وأبو داود فى الصلاة : باب الدعاء برقم (١٤٩٣) ، والترمذى فى الدعوات عن رسول الله ﷺ برقم (٣٤٧١) ، وأخرجه النسائى فى السهو : باب الدعاء بعد الذكر (٣/ ٥٢) ، وأخرجه ابن ماجه فى الدعاء : باب اسم الله الأعظم برقم (٣٨٥٧) ، والحاكم فى مستدركه (١/ ٥٠٤) وصححه ، ووافقه الذهبى ، وصححه ابن حبان برقم (٢٣٨٣) ، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط .

মুফতী মুহাম্মদ আলী রেজভী সাহেবের সমস্ত বই
www.yanabi.in এ পাবেন।

হাদীস শরীফ-৬৯

হযরত সাইয়্যেদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

﴿إِذَا قَالَ الْعَبْدُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ أَرْبَعًا قَالَ اللهُ لَبَّيْكَ عَبْدِي سَلْ تُعْطَ﴾

অনুবাদঃ-যখন বান্দা দোয়া চাওয়ার সময় চার বার 'ইয়া রব্' 'ইয়া রব্' বলে, তখন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, হে আমার বান্দা!আমি তোমার আহ্বান শুনছি, তুমি চাও প্রদান করা হবে উক্ত হাদীস ইমাম বায্যার আলাইহির্ রাহ্মা ও স্বীয় ইমাম আবু শাইখ 'কেতাবুস্শাওয়াব' এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন। ইমাম দায়লামী আলাইহির্ রাহ্মা হযরত সাইয়্যেদুনা জাবির রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে এরুপ বর্ণনা করেছেন।✪

✪ أورده الحافظ المنذرى فى الترغيب (١/ ٤٨٨) ، وقال : رواه ابن أبى الدنيا مرفوعًا هكذا – يعنى عن عائشة – وموقوفًا على أنس .

وأورده الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (١١/ ٢٢٥) .
قال الحافظ الهيثمى : رواه البزار وفيه الحكم بن سعيد الأموى ، وهو ضعيف ، مجمع (١٠/ ١٥٩)
وأورده السيوطى فى الجامع الكبير برقم (٢٢٨٠) وعزاه إلى :
ابن أبى الدنيا فى الدعاء ، وأبى الشيخ فى الثواب ، والبيهقى فى السنن ، وابن عساكر فى تاريخه عن عائشة ، والديلمى فى مسند الفردوس عن جابر . وأورده فى الصغير برقم (٧٧٧) ، وعزاه إلى ابن أبى الدنيا فى الدعاء عن عائشة ، ورمز لضعفه . والحديث ضعيف جدا . انظر إلى : ضعيف الجامع (١/ ٢١١) والحكم بن سعيد الأموى ، من أهل المدينة ، يروى عن هشام بن عروة والجعيد بن عبد الرحمن ، روى عنه إبراهيم بن حمزة .
قال ابن حبان فيه : ممن فحش خطؤه ، وكثر وهمه ، حتى صار منكر الحديث لا يحتج به .
وقال العقيلى : منكر الحديث ، وقال البخارى منكر ، انظر فى : المجروحين (١/ ٢٤٩) ، الضعفاء الكبير (٣١٨) .

হাদীস শরীফ-৭০

হযরত সাইয়্যেদুনা আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সকালে হযরত সাইয়্যেদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহার নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তখন হযরত সাইয়্যেদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা আরয করলেন;-ইয়া রাসুলাল্লাহ!(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে আল্লাহ্ তায়ালার এমন 'ইসম্'(নাম) বায়ান করুন যে, আমি যখনই তার সহিত দোয়া করি তাহলে তা কবুল করা হবে। তখন হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পবিত্র চেহেরা মুবারক অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলেন। তখন আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা দণ্ডায়মান হলেন এবং ওজু করে এই দোয়া পাঠ করলেন,✪

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَبِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ﴾

✪ قال الحافظ الهيثمى رحمه الله : رواه الطبرانى فى الأوسط ، وفيه محمد بن عبد الله العصرى وهو ضعيف . انظر مجمع الزوائد (١٠/ ١٥٦) . انتهى .
ومحمدٌ بن عبد الله العصرى من أهل البصرة ، يروى عن ثابت البنانى .
قال ابن حبان : روى عنه محمد بن أبى بكر المقدمى منكر الحديث جدا ، يروى عن ثابت ما لا يتابع عليه ، كأنه ثابت آخر .
لا يجوز الاحتجاج به ولا الاعتبار بما يرويه إلا عند الوفاق للاستئناس به .
انظر المجروحين (٢/ ٢٨٢) ، ميزان الاعتدال (٣/ ٥٩٧) .

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাব্বির মোঃ-+919832925240

তখন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উত্তম বাক্য শ্রবণ করে)ইরশাদ ফরমান; আল্লাহর ক্বসম!(যে নামের সাথে তুমি আমার কাছে চেয়েছো,অর্থাৎ ইসমে আযমের সহিত)তা ঐ বাক্যগুলির মধ্যে রয়েছে।

উক্ত হাদীস ইমাম তাবরাণী আলাইহির রাহমা'মু'জামুল আওসাত'এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস শরীফ-৭১

হযরত সাইয়্যেদুনা ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,আল্লাহ তায়লার ঐ ইসমে আযম যার সহিত যখনই দোওয়া চাওয়া হবে,কবুল হবে। সুরা আল ইমরানের এই আয়াত মুবারকে আছে—✪

﴿قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾

✪ رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه جسر بن فرقد وهو ضعيف . قاله الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/١٥٦)

وأورده السيوطي في الجامع الكبير برقم (٣٢٠٦) ، وعزاه إلى الطبراني في الكبير عن ابن عباس ، وفي الصغير برقم (١٠٣٣) ، ورمز لضعفه .

والحديث ضعيف . انظر : ضعيف الجامع (١/ ٢٧٧) . وجسر بن فرقد المذكور ، كنيته أبو جعفر من أهل البصرة ، يروى عن الحسن وابن سيرين ، وحدث عنه البصريون .

قال عنه ابن حبان : كان ممن غلب التقشف حتى أغضى عن تعهد الحديث ، فأخذ يهم إذا روى ويخطىء إذا حدث حتى خرج عن حد العدالة .

وقال يحيى بن معين : ليس بشيء ، وقال البخاري : ليس بذاك ، وقال الدارقطني : ضعيف ، انظر : المجروحين (١/ ٢١٧) ، الضعفاء للعقيلي (٢٤٩) ، الضعفاء للبخاري (٥٤) الضعفاء للدارقطني (١٤٦) ، الضعفاء للنسائي (١٠٧) ، ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٥٣٨) ، الذهبي في الميزان (١/ ٣٩٨) .

অনুবাদঃ-হে আল্লাহ!জগতের মালিক তুমি; যাকে চাও বাদশা করো!যাকে চাও ছিনিয়ে নাও। যাকে চাও ইজ্জত প্রদান করো;যাকে চাও অসম্মান করো। সকল প্রকারের মঙ্গল তোমার নিকট,অবশ্যই তুমি সব কিছু করতে পারো।(সুরা আল ইমরান আয়াত-২৬)

হাদীস শরীফ-৭২

হযরত সাইয়্যেদুনা আমিরে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছেন; যদি কেহ এই পাঁচটি কলমা পড়ে দোয়া করবে, আর আল্লাহ জাল্লা জালা লুহুর নিকট কোন বিষয়ে প্রার্থণা করবে,তাহলে আল্লাহ তায়ালা তা প্রদান করেন।

﴿لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ . لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ . لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ . وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ﴾

উক্ত হাদীস ইমাম তাবরাণী আলাইহির রাহমা'মু'জামুল কাবীর ও আওসাত'এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন✪

✪

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وإسناده حسن . قاله الهيثمي (١٠/ ١٥٧) مجمع الزوائد .

وأورده السيوطي في الجامع الكبير (١/ ٧٧٧) ، وعزاه للطبراني في الكبير عن معاوية .

মুফতী মুকাররম আলী রেজভী সাহেবের সমস্ত বই www.yanabi.in এ পাবেন।

হাদীস শরীফ-৭৩

হযরত সাইয়্যেদুনা ইবনে ওমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায আদায় করছিলেন ইতি মধ্যে একটি কুকুর সামনের দিকে এভাবে অতিক্রম করতে যাচ্ছিলো যেন নামাযে ব্যাঘাত ঘটে,এরূপ দেখে হযরত সাইয়্যেদুনা সা'আদ বিন আবি ওক্কাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু কুকুরটির জন্য বদ দোয়া করলেন ফলতঃ আল্লাহ তায়ালা জাল্লা জালা লুহু ঐ কুকুরটিকে ধ্বংস করে দিলেন।

যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সমাপ্ত করলেন এবং হযরত সা'আদ বিন আবি ওক্কাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন,তুমি কোন শব্দের দ্বারা বদ দোয়া করলে? তখন তিনি আরয করলেনঃ-

﴿سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ﴾

অর্থঃ-হে আল্লাহ্!ঐ কুকুরটিকে ধ্বংস করে দাও,এর পূর্বে যে,যেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযে ব্যাঘাত না ঘটায়। উক্ত হাদীস ইমাম তাবরাণী আলাইহির রাহমা 'মু'জামুল কাবীর এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন✪

✪ قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي (١٠/ ١٥٧)

ترجمة (يحيى بن عبد الله) :

هو يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي ، كنيته أبو سعيد ، من أهل الجزيرة ، مولى لبني أمية ، مات سنة ثماني عشرة ومائتين .

يروى عن صفوان بن عمرو والأوزاعي ، روى عنه العراقيون وأهل بلده .

قال ابن حبان فيه : كان كثير الخطأ لا يدفع عن السماع ، ولكنه يأتي عن الثقات بأشياء معضلات ممن كان يهم فيها ، حتى ذهب حلاوته عن القلوب لما شاب أحاديثه المناكير ، فهو عندي فيما انفرد به ساقط الاحتجاج ، وفيما لم يخالف الثقات معتبر به ، وفيما وافق فيه الثقات محتج به . انتهى وقال أحمد بن حنبل : أما السماع فلا يدفع ، وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة تفرد ببعضها ، وأثر الضعف على حديثه بين ، وقال أبو حاتم : لا يعتد به .

انظر :

المجروحين (٣/ ١٢٧ ، ١٢٨) ، ميزان الاعتدال (٤/ ٣٩٠) .

হাদীস শরীফ-৭৪

হযরত সাইয়্যেদুনা হাসান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে,হযরত সাইয়্যেদুনা সামরা বিন জুনদুব রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ফরমিয়েছেন,আমি তোমাদের ঐ হাদীস বর্ণনা করব না কী?

যা কয়েক বার হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছি। অনুরুপ ভাবেই কয়েক বার হযরত সাইয়্যেদুনা আবু বাকার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ও হযরত সাইয়্যেদুনা উমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে শুনেছি। সকাল সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়বে।

﴿اَللّٰهُمَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنْتَ تَهْدِيْنِيْ وَاَنْتَ تُطْعِمُنِيْ
وَاَنْتَ تَسْقِيْنِيْ وَاَنْتَ تُمِيْتُنِيْ وَاَنْتَ تُحْيِيْنِيْ﴾

তাহলে পাঠকারী যে কোন বিষয়ে প্রার্থণা করবে আল্লাহ্ তায়ালা তা পূর্ণ করবেন। হযরত সাইয়্যেদুনা সামরা বিন জুনদুব রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ফরমিয়েছেন,যখন আমি হযরত সাইয়্যেদুনা আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাকে এই হাদীস শরীফ শুনালাম তখন তিনি বললেন । আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামকে এই বাক্য প্রদান করেছিলেন; ফলতঃ তিনি প্রতি দিন উক্ত বাক্য সাত বার করে পাঠ করতেন এবং আল্লাহ্ তায়ালা হতে যা তিনি প্রার্থণা করতেন। আল্লাহ্ তায়ালা জাল্লা জালা লুহু তাঁকে (আলাইহিস্ সালাম) তাই প্রদান করতেন।

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাকাফী মোঃ-+919832925240

উক্ত হাদীস ইমাম তাবরাণী আলাইহির রাহমা "মু'জামুল আওসাত"এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন✪

হাদীস শরীফ-৭৫

হযরত সাইয়্যেদুনা ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আরয করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ!(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এমন কী কোন দোয়া আছে যা ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। তখন হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন; হ্যাঁ, এরুপ ভাবে দোয়া করো।

﴿أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْلَى الْأَعَزِّ الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ﴾

উক্ত হাদীস ইমাম তাবরাণী আলাইহির রাহমা "মু'জামুল কাবীর ও আওসাত"এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন✪✪

হাদীস শরীফ-৭৬

হযরত সাইয়্যেদুনা সাঈদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন,

✪ قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ١١٨) رواه الطبراني في الأوسط ، وإسناده حسن .

✪✪ قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير ، وفيه من لم أعرفهم . مجمع الزوائد(١٠/١٥٦) .

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

উক্ত হাদীস ইমাম হাকীম আলাইহির রাহমা বর্ণনা করেছেন✪

হাদীস শরীফ-৭৭

হযরত সাইয়্যেদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে,তিনি এক বার এই শব্দ সমষ্টির দ্বারা দোয়া করেছিলেন,

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى دَرَجِ الْجَنَّةِ جَنَّةِ الْخُلْدِ﴾

অতঃপর হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,এখন চাও তোমাকে প্রদান করা হবে।

✪ أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء (١/ ٥٠٥) ، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . وأخرجه الترمذي في سننه (٤/ ٥٦٠) وأحمد (١/ ١٧٠) .
وأورده السيوطي في الجامع الكبير برقم (١٣٩٨٩) وعزاه إلى : أحمد والترمذي والنسائي ، والبزار ، وأبي يعلى ، والحاكم ، والبيهقي في الشعب ، والضياء المقدسي في المختارة ، عن إبراهيم بن محمد بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه عن جده وأورده في الصغير برقم (٤٢٠٣) ، ورمز له بالصحة .
قال الحافظ الهيثمي رحمه الله : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ، ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح ، غير إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، وهو ثقة . انتهى مجمع الزوائد (١٠/ ١٥٩) .
والحديث صحيح . انظر : صحيح الجامع (٣/ ١٤٥) ، وتخريج الكلم الطيب (١٢٢) ، وهما للشيخ الألباني حفظه الله .

সুন্নী মুসলমানদের সকল বই
www.yanabi.in এ পাবেন।

উক্ত হাদীস ইমাম হাকীম আলাইহির রাহমা বর্ণনা করেছেন✪

হাদীস শরীফ-৭৮

হযরত সাইয়্যেদুনা আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে পার হচ্ছিলেন তখন সেই ব্যক্তি বলছিল

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

তখন হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমালেন,এখন প্রার্থণা করো আল্লাহ্ তায়ালা তোমার দিকে খাস নজর রেখেছেন।

উক্ত হাদীস ইমাম হাকীম আলাইহির রাহমা বর্ণনা করেছেন✪✪

✪ أخرجه الحاكم فى مستدركه (١/ ٥٢٤) وصححه ، ووافقه الذهبى .
وأخرجه أبو نعيم فى الحلية (١/ ١٢٧) عن أبى عبيدة عن أبيه قال : بينما أنا أصلى ذات ليلة إذ مر بى النبى ﷺ وأبو بكر وعمر – رضى الله عنهما – فقال النبى ﷺ : سل تعطه ، قال عمر : ثم انطلقت إليه ، فقال عبد الله : إن لى دعاء ما أكاد أن ادعه : اللهم إنى أسألك إيمانًا لا يبيد – فذكر نحوه ، وزاد : وقرة عين لا تنقطع .

✪✪ أخرجه الحاكم فى مستدركه (١/ ٥٤٤) وقال : الفضل بن عيسى هو الرقاشى . وأخشى أن يكون عمه يزيد بن أبان إلا أنى قد وجدت له شاهدًا من حديث أبى أمامة . وتعقبه الذهبى فقال : لا يصح هذا .

قلت :

والحديث إسناده ضعيف ، فيه الفضل بن عيسى الرقاشى ، البصرى الواعظ . منكر الحديث ، ورمى بالقدر ، من السادسة ، وله فى سنن ابن ماجه . قال عنه النسائى : ضعيف ، وقال ابن عيينة : كان يرى القدر ، وكان أهلًا أن لا يروى عنه ، وقال ابن حبان : ممن يروى المناكير عن المشاهير .
وقال أحمد بن زهير : سألت يحيى بن معين عن الفضل الرقاشى يروى عن محمد بن المنكدر فقال : كان قاصا رجل سوء ، فقلت : فحديثه ؟ فقال : لا يسأل عن القدرى الخبيث . انظر :
المجروحين لابن حبان (٢/ ٢١٠) ، الضعفاء للنسائى (٤٩٢) ، الضعفاء للبخارى (٢٩٦) ، العقيلى فى الضعفاء الكبير (١٤٩٠) ، ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (٣/ ٢/ ٦٤) الذهبى فى الميزان (٣/ ٣٥٦) ، ابن حجر فى التهذيب (٨/ ٢٨٣) .

হাদীস শরীফ-৭৯

হযরত সাইয়্যেদুনা আবু আমামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

﴿إِنَّ مَلَكًا مُوَكَّلٌ بِمَنْ يَقُوْلُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ فَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ لَهُ الْمَلَكُ إِنَّ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكَ فَسَلْ﴾

অনুবাদঃ-‘ইয়া আর্‌হামার রাহিমিন’পাঠকারীর উপর আল্লাহ্ তায়ালা একজন ফারিশ্‌তা নির্দিষ্ট করেন, সুতরাং যে ব্যক্তি তিন বার উক্ত কলমা পাঠ করে তখন ফারিশ্‌তা তাকে বলতে থাকে; অবশ্যই‘আর্ হামার রাহিমিন’তোমার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে আছেন; এখন তুমি স্বীয় প্রার্থণা করো।

উক্ত হাদীস ইমাম হাকীম আলাইহির রাহমা বর্ণনা করেছেন✪

হাদীস শরীফ-৮০

হযরত সাইয়্যেদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন,যে কেহ‘আরাফা’রাত্রীতে এই দশটি বাক্যকে এক হাজার বার পাঠ করবে ,

---

✪ أخرجه الحاكم فى مستدركه (١/ ٥٤٤) ، وتعقبه الذهبى بقوله : فضالة ليس بشىء والحديث ضعيف انظر : ضعيف الجامع (٢/ ١٨٣) فى إسناده فضالة بن جبير .

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্বাফী মোঃ-+919832925240

ফলতঃ সে আল্লাহ্ তায়ালা জাল্লা জালা লুহুর হতে যা প্রার্থণা করবে; তিনি কবুল করবেন শর্ত হল যে, বান্দা সম্পর্ক ছেদন ও অন্য কোন গুনাহের দোয়া যেন না করে।

﴿سُبْحَانَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ عَرْشُهٗ . سُبْحَانَ الَّذِىْ فِى الْاَرْضِ مَوْطِئُهٗ . سُبْحَانَ الَّذِىْ فِى الْبَحْرِ سَبِيْلُهٗ . سُبْحَانَ الَّذِىْ فِى النَّارِ سُلْطَانُهٗ . سُبْحَانَ الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهٗ . سُبْحَانَ الَّذِىْ فِى الْقُبُوْرِ قَضَاؤُهٗ . سُبْحَانَ الَّذِىْ فِى الْهَوَاءِ رُوْحُهٗ . سُبْحَانَ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمَاءَ . سُبْحَانَ الَّذِىْ وَضَعَ الْاَرْضَ . سُبْحَانَ الَّذِىْ لَا مَنْجَأَ مِنْهُ اِلَيْهِ﴾

উক্ত হাদীস ইমাম আবু ইয়ালা ,ইমাম তাবরাণী এবং ইমাম ইবনে আবি দুনিয়া আলাইহির রাহমা ‘কেতাবুল আদ্বাহী’এর মধ্যে বর্ণনা k e r e c n ✪

✪ أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (٣/ ٢٥٢) من رواية عبد الله بن مسعود ، ثم ذكر الحديث بمثله . وقال : رواه أبو يعلى والطبرانى فى الكبير ، وفيه عزرة بن قيس ضعفه ابن معين . انتهى والحديث إسناده ضعيف .

(ترجمة عزرة بن قيس)

هو عزرة بن قيس اليحمدى ، أزدى بصرى ، روى عنه أحمد بن إسحاق الحضرمى .

قال ابن حبان : منكر الحديث على قلته ، لا يعجبنى الاحتجاج به إذا انفرد . وسئل يحيى بن معين عنه فقال : ليس بشىء ، وقال العقيلى : ضعيف ، لا يتابع على حديثه ، وقال البخارى : لا يتابع على حديثه ، انظر : المجروحين (٢/ ١٩٧ ، ١٩٨) ، الضعفاء للعقيلى (١٤٥٢) ، الميزان (٣/ ٦٥) .

হাদীস শরীফ-৮১

হযরত সাইয়্যেদুনা আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন; যখন কোন বিষয় চাইতে চাও, আর তুমি আশাবাদী যে তোমার সে প্রার্থণা কবুল হয়ে যাক তখন এরূপ বল।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ . لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ . بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ الْحَكِيْمُ . سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ . اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلٰغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُوْنَ﴾ ﴿كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا﴾ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ . وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ . وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ . وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ . اَللّٰهُمَّ لَا تَدَعْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ . وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ . وَلَا دَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهٗ . وَلَا حَاجَةً مِّنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا قَضَيْتَهَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

উক্ত হাদীস ইমাম তাবরাণী আলাইহির রাহমা “মু’জামুল আওসাত”এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

মুফতী নুরুল আ বর্ধমানী সাহেবের সমস্ত বই
www.yanabi.in এ পাবেন।

হাদীস শরীফ-৮২

হযরত সাইয়্যেদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকারাদ্বীয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত,আমার পিতা (হযরত সাইয়্যেদুনা আবুবাকার সিদ্দিক রাদ্বীয়াল্লাহুআনহু) বর্ণনা করেছেন ;- আমি কী তোমাকে ঐ দোয়া শেখাবো না?

যা আমাকে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছিলেন। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম উক্ত দোয়া নিজের হাওয়ারী (সাহাবী) দের শিখিয়েছিলেন ✪

যদি তোমার উপর ওহুদ (পাহাড়) সমতুল্য কর্জ(দেনা)থাকে আর তুমি এই দোয়া পাঠ করো তাহলে আল্লা জাল্লা জুলুহু তা মুক্ত করে দেবেন। আমি আরয করলাম অবশ্যই বলুন! তখন তিনি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করলেন এরূপ পড়;-

---

✪ أخرجه الطبرانى فى الصغير (١/ ١٢٣) ، وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط ، وفيه عباد بن عبد الصمد ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد (١٠/ ١٥٧) وأخرجه الحاكم فى مستدركه (١/ ٥٢٥) من رواية عبد الله بن مسعود ولفظه : « اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والسلامة من كل إثم ، والغنيمة من كل بر ، والفوز بالجنة والنجاة من النار » وضعفه الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع (١/ ٣٥٩) وجاء بلفظ « إذا طلبت حاجة فأردت أن تنجح » فى إتحاف السادة المتقين (٣/ ٤٧١)

(ترجمة عباد بن عبد الصمد)

هو عباد بن عبد الصمد ، كنيته أبو معمر ، يروى عن أنس بن مالك ، عداده فى أهل البصرة ، روى عنه أهلها .

وقال ابن حبان : منكر الحديث جدا ، يروى عن أنس ما ليس من حديثه ، وما أراه سمع منه شيئا ، فلا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات ، فكيف إذا انفرد . انظر : المجروحين (٢/ ١٧٠) ، ميزان الاعتدال (٢/ ٣٦٩) .

اَللّٰهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ كَاشِفَ الْكُرُوْبِ مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا اَنْتَ تَرْحَمُنِيْ فَارْحَمْنِيْ رَحْمَةً تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ

অনুবাদঃ-হে আল্লাহ!হে চিন্তাদূরকারী; দুঃখকে দূরকারী; বিপদ গ্রস্থের দোয়া সমূহ কবুলকারী;দুনিয়া ওআখিরাতে মেহেরবাণী কারী তুমিই তো,আমার উপর রহম করো। হে রহমকারী! তুমি আমার উপর এমন রহমাত বর্ষণ করো যা আমাকে অন্যদের হতে পৃথক করে দেয়।

উক্ত হাদীস ইমাম বাযযার ও ইমাম হাকীম আলাইহির রাহমা বর্ণনা করেছেন✪

হাদীস শরীফ-৮৩

হযরত সাইয়্যেদুনা ম'আয বিন জাবাল রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে,হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমিয়েছেন;

আমি কী তোমাকে এ দোয়া শিক্ষা দেব না,যখন তুমি এর দ্বারা প্রার্থণা করবে এবং তোমার পাহাড় সমতুল্য ঋণ থাকে,তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তা মাফ করে দেবেন। আমি আরয করলাম অবশ্যই ইরশাদ করুন অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমালেন,

---

✪ أخرجه الحاكم فى مستدركه (١/ ٥١٥) ، وقال الحافظ الهيثمى : رواه البزار وفيه الحكم بن عبد الله الأيلى وهو متروك . مجمع الزوائد (١٠/ ١٨٦) .

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্বাফী মোঃ-+919832925240

﴿قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا. تُعْطِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهَا. وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَآءُ. اِرْحَمْنِيْ رَحْمَةً تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ. اَللّٰهُمَّ اَغْنِنِيْ مِنَ الْفَقْرِ. وَاقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ. وَتَوَفَّنِيْ فِيْ عِبَادَتِكَ. وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِكَ.

উক্ত দোয়া ইমাম তাবরাণী আলাইহির রাহমা বর্ণনা করেছেন✪

হাদীস শরীফ-৮৪

হযরত সাইয়্যেদুনা আলী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,তিনি এক ব্যক্তিকে ইরশাদ করলেন;আমি কী তোমাকে এই কলমা শেখাবো না, যাহা আমাকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন, যদি তোমার উপর পাহাড় সমতুল্য ঋণ থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তা হালকা করে দেবেন। তুমি পাঠ কর।

✪ أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد من ثلاث روايات الأولى والثانية عن معاذ . وقال فيهما : رواه كله الطبرانى وفى الرواية الأولى نصر بن مرزوق ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات إلا أن سعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ ، وفى الرواية الثانية من لم أعرفه .
ثم ساق الرواية الثالثة عن أنس بن مالك بمثله ، وقال : رواه الطبرانى فى الصغير ، ورجاله ثقات . انظر مجمع الزوائد (١٠/ ١٨٥ ، ١٨٦) .
وأورده السيوطى فى الكبير برقم (٨٩٢٣) ، وعزاه إلى الطبرانى فى الصغير ، والضياء المقدسى فى المختارة عن أنس بن مالك .

﴿اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ﴾

উক্ত হাদীস ইমাম হাকীম আলাইহির রাহমা হতে বর্ণিত, এবং

it in … r s „eS aDn k er Ÿdnı ✪

হাদীস শরীফ-৮৫

হযরত সাইয়্যেদুনা মারুফ কারখী আলাইহির রাহমা হতে বর্ণিত, যে বান্দা বিছানা হতে উঠবে(অথবা হঠাৎ জেগে উঠবে) সে এই দোয়া পড়বে।

﴿سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَاِنَّهُمَا بِيَدِكَ لَا يَمْلِكُهُمَا اَحَدٌ سِوَاكَ﴾

তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম কে ইরশাদ ফরমান;-লোকেরা তাদের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট রয়েছে,হে জিব্রাইল! আমার ঐ বান্দার হাজাত পূর্ণ করে দাও।

✪ أخرجه الترمذى (٢/ ١٩٥) من حديث أبى وائل عن على ، وأخرجه الحاكم فى مستدركه (١/٥٣٨) وهو فى مشكاة المصابيح برقم (٢٤٤٩) ، والحديث حسن . انظر صحيح الجامع (٢/ ٣٦٩) .

www.yanabi.in এ পাবেন।

উক্ত হাদীস ইমাম আবু নঈম আলাইহির্ রাহ্মা ‘হুলিয়াতুল আওলিয়ার’ মধ্যে বর্ণনা করেছেন ✪

হাদীস শরীফ-৮৬

হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন সালিম তায়ফি আলাইহির্ রাহ্মা হতে বর্ণিত,হযরত সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস্ সালাম একদা স্বীয় রব্ জাল্লা জালা লুহু হতে কোন বিষয়ে প্রার্থণা করলে,তা পূরণে কিছুটা দেরী হলে তিনি আল্লাহর বারগাহে আরয করলেন ,

﴿مَا شَآءَ اللّٰهُ﴾

“মা-শা আল্লাহু”

এটা বলতেই তাঁর হাজাত পূর্ণ হয়ে যায়। তখন তিনি আল্লাহ্ জাল্লা জালা লুহুর দর্বারে আরয করলেন (আর এরুপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন)তখন আল্লাহ্ তায়ালা জাল্লা জালা লুহু তাঁর উপর ওহী নাযীল করলেন তুমি কী জ্ঞাত নও!তোমার “মা-শা আল্লাহু” বলা তোমার হাজাতকে পূর্ণ করে দিয়েছে।

উক্ত হাদীস আব্দুল্লাহ বিন আহমদ আলাইহির্ রাহ্মা ‘জাওয়ায়েদ জুহুদ’ এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন ✪✪

✪ حلية الأولياء (٨/ ٣٦٦) قال : حدثنا عبد الله بن محمد ثنا أحمد بن جعفر ثنا أحمد بن خالد ثنا عبد الله بن محمد قال سمعت معروفًا يقول . فذكره .

✪✪ الزهد للإمام أحمد (ص/ ٨٦ ، ٨٧) .

হাদীস শরীফ-৮৭

হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন সালিম তায়ফি আলাইহির্ রাহ্মা হতে বর্ণিত যে,মালাকুল মাওত আলাইহিস্ সালামের নিকট হযরত সাইয়্যেদুনা ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম সমস্ত দুনিয়া বাসীর চেয়ে সর্বাধিক সম্মানিত ছিলেন। তিনি রব্বে তায়ালা জাল্লা জালা লুহু হতে ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের নিকট যাওয়ার অনুমতি চাইলেন;অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা জাল্লা জালা লুহু তাঁকে অনুমতি দিলেন।(যখন মালাকুল মাওত আলাইহিস্ সালাম তাঁর নিকট তাশরীফ আনলেন) হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম তাঁকে ফরমালেন; আমি তোমাকে ঐ যাতের ওয়াস্তে জিজ্ঞাসা করছি ,যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তুমি কী ইউসুফ(আলাইহিস্ সালামের)রুহ কবজ করে নিয়েছো? তিনি ফরমালেন- না; পূণরায় মালাকুল মাওত আলাইহিস্ সালাম ফরমালেন হে ইয়াকুব!(আলাইহিস্ সালামে)আমি তোমাকে কী কিছু কলমা শেখাবো না?তিনি বললেন- অবশ্যই। তখন তিনি বললেন, তুমি এটা পড়-

﴿يَا ذَا الْمَعْرُوْفِ الَّذِيْ لَا يَنْقَطِعُ اَبَدًا وَّلَا يُحْصِيْهِ غَيْرُكَ﴾

তখন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম তা রাত্রী বেলায় পড়লেন এবং সকালও হয়নি, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের কামিস তাঁর পবিত্র চেহারায় নিয়ে এসে দেওয়া হল।

উক্ত হাদীস ইবনে আবি দুনিয়া আলাইহির্ রাহ্মা ‘কেতাবুল ফারাজ বায়াদাশ্ শিদ্দাহ’এর মধ্যে কিছু শব্দের পরিবর্তনের বর্ণনা করেছেন ✪

✪ الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا (ص/ ٢٧) .

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্কাফী মোঃ-+919832925240

হাদীস শরীফ-৮৮

হযরত ইবরাহীম বিন খাল্লাদ আলাইহির্ রাহ্মা হতে বর্ণিত, হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম একদা হযরত সাইয়্যেদুনা ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের নিকট তাশরীফ নিয়ে এলেন,
তখন তিনি স্বীয় সম্যসার চর্চা তাঁর নিকট করলেন। তখন হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম ফরমালেন,আমি কী তোমাকে ঐ কলমা শেখাবো না, যদি তার দ্বারা আপনি দোয়া প্রার্থণা করেন তাহলে আপনার সমস্যা মুক্ত হবে? আপনি পড়তে থাকুন;-

﴿يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ إِلَّا هُوَ وَيَا مَنْ لَا يَبْلُغُ قُدْرَتَهُ غَيْرُهُ فَرِّجْ عَنِّي﴾

অতএবএটা পাঠ করার সাথে সাথে তাঁর(ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের)খুশির সংবাদ চলে এল।
উক্ত হাদীস ইবনে আবি দুনিয়া আলাইহির্ রাহ্মা হতে বর্ণিত ✪

হাদীস শরীফ-৮৯

হযরত কাযা'বিন সুবিদ সাইয়্যেদুনা আব্দুল্লাহ বিন মোয়াজ্জিন তাইফ হতে বর্ণিত যে, হযরত সাইয়্যেদুনা জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম একদা হযরত সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের নিকট তাশরীফ নিয়ে এলেন এবং ফরমালেন হে ইউসুফ!(আলাইহিস্ সালাম)তোমার বন্দীর পরিক্ষা কী কঠিন হয়েছে? তখন তিনি আরয করলেন-হ্যাঁ,পূণরায় তিনি ফরমালেন;- এরুপ পড়-

---

✪ الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا (ص/ ٢٧) .

﴿اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِي مِنْ كُلِّ مَا أَهَمَّنِي وَأَكْرَبَنِي مِنْ أَمْرِ دُنْيَايَ وَأَمْرِ آخِرَتِي فَرَجًا وَمَخْرَجًا وَارْزُقْنِي مِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبُ وَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَثَبِّتْ رَجَائِي وَاقْطَعْهُ عَنْ سِوَاكَ حَتّٰى لَا أَرْجُو أَحَدًا غَيْرَكَ﴾

উক্ত হাদীস ইমাম আব্দুল্লাহ্ ও ইমাম ইবনে আবি দুনিয়া আলাইহির্ রাহ্মা হতে বর্ণিত হয়েছে ✪

হাদীস শরীফ-৯০

হযরত মুদলিজ বিন আব্দুল আযীয আলাইহির্ রাহ্মা স্বীয় এক কোরায়শী শাইখ হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম একদা হযরত সাইয়্যেদুনা ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামকে ফরমালেন এটা পড়তে থাকো-

﴿يَا كَثِيرَ الْخَيْرِ يَا دَائِمَ الْمَعْرُوفِ﴾

উক্ত হাদীস ইমাম ইবনে আবি দুনিয়া আলাইহির্ রাহ্মা হতে বর্ণিত হয়েছে ✪✪

✪ المصدر السابق (ص/ ٢٨) . وإسناده ضعيف ، فيه قزعة بن سويد ، الباهلي ، يكنى أبا محمد ، ضعيف ، من الطبقة الثامنة ، أخرج الترمذي وابن ماجه . انظر : التقريب (٢/ ١٢٦) ، الضعفاء الكبير للعقيلي (١٥٤٧) ، الميزان (٣/ ٣٨٩) ، الضعفاء للدارقطني (٤٤٢) ، الضعفاء للنسائي (٥٠٠) ، المجروحين (٢/ ٢١٨) .

✪✪ ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (ص/ ٢٨) .

www.yanabi.in এ পাবেন।

হাদীস শরীফ-৯১

হযরত সাইয়্যেদুনা সাঈদ ইবনে মুসায়ইব রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আকদা আমার একটি খুবই কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছিল; যার ফলে আমি রাত্রের বেলায় মাসজিদে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হলাম। ইতি মধ্যে সেখানে কাঁকরের আওয়াজ শোনা গেল। আমি লক্ষ করলাম কিন্তু কাওকে দেখতে পেলাম না। বরং কাওকে এরূপ বলতে শুনলাম-স্বীয় সমস্যার জন্য আল্লা জাল্লা জালা লুহু হতে এরূপ প্রার্থণা করো;-

﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ فَاِنَّكَ لَنَا مَالِكٌ (أي الذي في السموات والأرض)
وَاِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ مُقْتَدِرٌ وَاِنَّكَ مَا تَشَآءُ مِنْ اَمْرٍ يَكُنْ﴾

ইরশাদ ফরমালেন; ব্যাস্ যে কোন কাজের জন্য আমি আল্লাহ্ জাল্লা জালা লুহুর নিকট এর সহিত দোয়া চাই, তা পূরণ হয়েছে।

উক্ত হাদীস ইবনে আবি আসাকীর আলাইহির্ রাহ্মা বর্ণনা করেছেন ✪

✪ أى لك الملك العظيم ، الذى فى السموات والأرض وما بينهما ، وما تحت الثرى ، وما لا نعلم من عظمة وسعة مُلكك .

=ফায়েদা=

হাদীস শরীফ-৯২

ইমাম দিনায়ুবী আলাইহির্ রাহ্মা‘মাজালিসাতু’এর মধ্যে নকল করেছেন যে ব্যক্তি সকাল বেলায় এরূপ পড়ে;

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْاَعْلٰى الدَّيَّانِ الَّذِيْ لَا وَلَدَ لَهٗ وَلَا وَالِدٌ وَلَا صَاحِبَةٌ وَلَا شَرِيْكٌ اَشْهَدُ اَنَّ نُوْحًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَّ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ اللّٰهِ وَاَنَّ مُوْسٰى نَجِيُّ اللّٰهِ وَاَنَّ دَاوٗدَ خَلِيْفَةُ اللّٰهِ وَاَنَّ عِيْسٰى رُوْحُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ﴾

তাকে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত না তো সাপে দংশন করবে; না বিছাতে; আর না কোন বাদশাহ, সুলতান না, জাদুগর ও কাহীনের ভয় হবে।

আর যদি এই বাক্য রাত্রীতে পড়ে তাহলে সকাল পর্যন্ত কোন ভয় থাকবে না।

হাদীস শরীফ-৯৩

কিছু সংখ্যক লোকের বক্তব্য; দুনিয়া ও আখিরাতের উপকার দুটি বস্তুতে বর্তমান,
১)পরহেযগারী ২)গণী।

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্বাফী মোঃ-+919832925240

দুনিয়া ও আখিরাতের মুসিবত দুটি বস্তুতে,
১) গর্ব ২) অসহায়। ✪

হাদীস শরীফ-৯৪

কিছু সংখ্যক লোক বলেছেন;-আমি আমার নাফ্সের শান্তি খোঁজ করলাম, তখন 'লা' অর্থাৎ কাজ ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে শান্তি অন্য কোথাও পেলাম না।

হাদীস শরীফ-৯৫

কিছু লোক বলেছেন,লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ধৈর্যধারণকারী হল সে ব্যক্তি যে স্বীয় গোপণীয়তাকে কোন বন্ধুর নিকট উন্মোচন করে না যার কারণে তাদের মধ্যে ঝামেলার সৃষ্টি হবে। আর তার বন্ধুতা উন্মোচন করে।

হাদীস শরীফ-৯৬

'হেকাম'এর মধ্যে রয়েছে;-

হযরত সাইয়্যেদুনা আবু বাকার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর যখন কেহ প্রশংসা করত তখন তিনি বলতেন;-

---

✪ المقصود هنا – والله أعلم – أن العبد التقى إذا جاءه الغنى شكر مولاه ، وأدى الحقوق التى عليه للناس من قضاء حوائجهم وغير ذلك ، ففاز بالشكر لربه ، وبالسعى فى حوائج الناس ، أما الفقير الذى ليس لديه أى شىء ، ومع ذلك يفخر على عباد الله ، ويتعاظم فى نفسه ، فإنه قد جمع ما يؤدى به إلى نار جهنم ، أعاذنا الله منها بفضله .

﴿اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اَعْلَمُ مِنْهُمْ بِنَفْسِيْ وَاَنَا اَعْلَمُ بِنَفْسِيْ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ
خَيْرًا مِّمَّا يَحْسَبُوْنَ وَاغْفِرْلِيْ مَا لَا يَعْلَمُوْنَ وَلَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ﴾

অনুবাদঃ- হে আল্লাহ্! তুমি ঐ লোকেদের থেকে আমাকে অধিক জানো। আর আমি তাদের থেকে আমার ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। হে আল্লাহ্! আমাকে ওই লোকেদের ধারণা থেকে উত্তম বানিয়ে দাও। আর যে আমল সম্পর্কে এরা জ্ঞাত নয় তা হতে আমাকে মাগফেরাত ফরমাও। তাদের কথার উপর আমাকে পরীক্ষা নিওনা।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ

বিঃ দ্রঃ-উক্ত পুস্তকের সমাপ্তি এই পর্যন্তই কিছু কিছু মুদ্রণে সামান্য অতিরিক্ত থাকায় এখানে তার আনুবাদ করা হল।

সমাপ্তি

website: http://yanabi.in
Sunni Bangla whatsapp Group: http://wa.yanabi.in
Facebook page: http://fb.yanabi.in
Youtube Channel: http://yt.yanabi.in
facebook Groups: http://fdb.yanabi.in/ http://fsb.yanabi.in/

মুফতী নূরুল আরেফীন সাহেবের সমস্ত বই www.yanabi.in এ পাবেন।

খাতিমা

হাদীস শরীফ-৯৭

হযরত সাইয়্যেদুনা ফোদালা বিন ওবায়দ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ ফরমিয়েছিলেন, এক ব্যক্তি এল এবং নামায আদায় করল আর পূণরায় বলল-

﴿اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي﴾

তখন হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন; হে নামাযী! তুমি খুবই দ্রুত করেছো।যখন তুমি নামায পড়বে তখন আল্লাহ্ জাল্লা জালা লুহুর ‘হামদ’ বর্ণনা করো। পূণরায়(নামায সমাপ্ত করে) বসো আর আল্লাহ্ জাল্লা জালা লুহুর হামদ ’ বর্ণনা করো যার হক্বদার তিনি। পূণরায় আমার উপর দরুদ পেশ করো আর এই দোওয়া চাও।
ইতি মধ্যে অপর একজন ব্যক্তি এলেন। নামায পড়লেন পূণরায় আল্লাহ্ জাল্লা জালা লুহুর ‘হামদ’বর্ণনা করলো আর পূণরায় হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পেশ করলেন। হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন; এখন চাও। তোমাকে প্রদান করা হবে।

উক্ত হাদীস ইমাম তাবরাণী আলাইহির রাহমা **“**মু’জামুল কাবীর**”**এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন✪

✪

قال الحافظ الهيثمي : رواه أبو داود خلا من قوله ثم صلى آخر إلى آخره ، رواه الطبراني وفيه رشدين بن سعد ، وحديثه في الرقاق مقبول ، وبقية رجاله ثقات . انظر مجمع الزوائد (١٠/ ١٥٦) .

হাদীস শরীফ-৯৮

হযরত সাইয়্যেদুনা আলী বিন আবি ত্বালিব রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

﴿كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ حَتّٰى يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ وَآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ﴾

অনুবাদঃ-যতক্ষন পর্যন্ত না, হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার বংশধরের প্রতি দরুদ না পড়া হবে, দোয়া ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।

উক্ত হাদীস ইমাম তাবরাণী আলাইহির রাহমা**“**মু’জামুল আওসাত**”**এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন ✪

হাদীস শরীফ-৯৯

হযরত সাইয়্যেদুনা আহমাদ বিন আবুল হাওয়ারী আলাইহির্ রাহ্মা হতে বর্ণিত, হযরত আবু সুলায়মান (দারানী)আলাইহির্ রাহ্মা ইরশাদ করেছেন;

✪

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . قاله الهيثمي . مجمع الزوائد (١٠/ ١٦٠) . والحديث في الجامع الصغير برقم (٦٣٠٣) وعزاه للديلمي في مسند الفردوس عن أنس بن مالك ، والبيهقي في شعب الإيمان عن علي بن أبي طالب موقوفًا عليه . بدون زياد الآل .
وصححه الشيخ الألباني – حفظه الله – انظر : صحيح الجامع (٤/ ٧٣) ، السلسلة الصحيحة برقم (٢٠٣٥) .

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্বাফী মোঃ-+919832925240

যখনই আল্লাহ্ তায়ালা জাল্লা জালা লুহু হতে কোন বিষয়ে প্রার্থণা করবে তখন প্রথমে হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পড়বে। পূণরায় নিজ প্রার্থণা পেশ করবে। পরে দোয়া হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ প্রেরণের দ্বারা সমাপ্ত করবে;অবশ্যই এই দুই দোয়া(প্রথমে ও শেষে দরুদ শরীফ)খণ্ডন হয় না; ফলতঃ এদের মধ্যস্থলে দোয়া কর খণ্ডিত হবে না। ✪

✪ هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي ، يكنى أبو سليمان ، وداريًا قرية من قرى دمشق ، وقيل ضيعة من جنب دمشق . وهو من العباد الصوام ، توفى سنة خمس ومائتين . ومن أقواله المأثورة :

أصل كل خير فى الدنيا والآخرة الخوف من الله ، وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب .

كل ما شغلكَ عن الله عز وجل من أهل ومال أو ولد فهو عليك مَشْوم

لو أن الدنيا كلها فى لقمة ثم جاءنى أخ لى لأحببت أن أضعها فى فيه .

لو لم يبك العاقل فيما بقى من عمره إلا على لذة ما فاته من الطاعة فيما مضى ، كان ينبغى له أن يبكيه حتى يموت . له ترجمة مفصلة فى :

حلية الأولياء (٩/ ٢٥٤) ، صفة الصفوة (٤/ ٢٢٣) .

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات

সমাপ্ত

সহযোগী পুস্তক সমূহ

১)তরজমা কাঞ্জুল ইমান। লেখক-ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আশ্‌শাহ আহমাদ রেজা খান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই; ১৩৪০হি;)।

২)তাফসীরে জারীর ত্বাবারী। লেখক-ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারীর ত্বাবারী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই; ৩১০হি;)। মারকাযে হিজ্‌র লিল জুস ওয়া দারে ইসায়াত মিশর।

৩)তাফসীরে দুররে মানসুর। লেখক-ইমাম জালালুদ্দিন সূয়ুতি শাফেয়ী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই; ৯১১হি;)।মারকাযে হিজ্‌র লিল জুস ওয়া দারে ইসায়াত মিশর।

৪)বুখারী শরীফ। লেখক-ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই; ২৫৬হি;)। দারুবনে কাসীর বীরুত।

৫)মুসলিম শরীফ। লেখক-ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরী (ই; ২৬১হি;)দারে ত্বাইবা রিয়াদ(১৪২৬হি;)।

৬)তিরমীযি শরীফ। লেখক-ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমীযি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই; ২৭৯হি;)মাকতুয়বাতুল মুয়ারিফ,রিয়াদ।

৭)আবুদাউদ শরীফ। লেখক-ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান বিন আস্‌আস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই; ২৭৫হি;)মাকতুয়বাতুল মুয়ারিফ,রিয়াদ।

৮)নাসাঈ শরীফ। লেখক-ইমাম আবু আব্দুর্ রাহ্‌মান আহ্‌মাদ বিন সিস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ই; ৩০৩হি;)মাকতুয়বাতুল মুয়ারিফ,রিয়াদ।

৯)ইবনে মাজা শরীফ। লেখক-ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন এজিদ কুরুনী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ই; ২৭৩হি;)দারে ইহ্‌ইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়া বীরুত।

মুফতী নুরুল আরেফীন সাহেবের সমস্ত বই www.yanabi.in এ পাবেন।

১০)মূত্বা শরীফ। লেখক-ইমাম মলিক বিন আনাস হুমাইরি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ই; ১৭৯হি;)দারে ইহ্ইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়া বীরুত।

১১)মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা। লেখক-ইমাম আবুবাকার আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ই; ২৩৫হি;)মাকতুবা তুর্ রাশিদ রিয়াদ(১৪২৫হি;)।

১২)মুসনাদ আহ্মাদ বিন হাম্বাল। লেখক-ইমাম আহ্মাদ বিন মুহাম্মাদ হাম্বাল শাইবানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ই; ২৪১হি;)মূসাতুর্ রিসালা বীরুত(১৪১৬হি;)।

১৩)আলমুসান্নাফ লেখক-ইমাম আবু বাকার আব্দুর্ রাজ্জাক সুনয়ানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ই; ২১১হি;) মাজলিসুল ইলমী বীরুত।

১৪)সহিহ্ ইবনে হাব্বান লেখক-ইমাম আবু হাতিম মুহাম্মাদ বিন হাব্বান বাস্তী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ই; ৩৫৪হি;) দারে বা ওয়াযীর বীরুত লেবানান।

১৫)সহিহ্ ইবনে হাব্বান লেখক-ইমাম আবু হাতিম মুহাম্মাদ বিন হাব্বান বাস্তী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ই; ৩৫৪হি;)মূসাতুর্ রিসালা বীরুত(১৪০৮হি;)।

১৬)মুসনাদে আবী দাউদ তিয়ালিসি লেখক-ইমাম সুলায়মান বিন দাউদ বিন আলজারুদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ই; ৪০৩হি;) মারকাযে হিজ্র লিল জুস ওয়া দারে ইসায়াত মিশর।

১৭)সারাহুস্ সুন্নাহ্ লেখক-ইমাম হুসাইন বিন মাসউদ বাগবী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ই; ৫১৬হি;)আলমাকতাবুল ইসলামী বীরুত।

১৮)তারিখে বাগদাদ লেখক-ইমাম আবু বাকার আহ্মাদ খাতীব বাগদাদী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ই; ৪৬৩হি;)দারুল হার্ব ইসলামী বীরুত।

১৯)আদাবুল মুফরাদ লেখক-ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই; ২৫৬হি;)। দারুস্ সাদীক বীরুত।

দোয়া কিভাবে কবুল হয়?

২০)মুসনাদে আব্দুব্নে হুমাইদ লেখক-ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুব্নে হুমাইদ কুশী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই=হি;)দারুল বালানসিয়াহ রিয়াদ সওদী আরব।

২১)নাওয়াদিরুল উসুল লেখক-ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ হাকীম আত্তিরমীযি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই=হি;)মাকতুবাতুল ইমাম বুখারী ক্বাহিরা।

২২)মুয়াজামুল কাবীর লেখক-ইমাম আবুল ক্বাসিম সুলাইমান ত্বাবরাণী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই; ৩৬০হি;)মাকতুবাতু ইবনে তাইমিয়া ক্বাহীরা।

২৩)মুয়াজামুল আওসাত লেখক-ইমাম আবুল ক্বাসিম সুলাইমান ত্বাবরাণী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই; ৩৬০হি;)দারুল হারামইন মিশর(১৪১৫হি;)।

২৪) মুয়াজামে সাগীর মায়ার্ রুদ্দলেখক-ইমাম আবুল ক্বাসিম সুলাইমান ত্বাবরাণী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই; ৩৬০হি;)আলমাকতাবুল ইসলামী বীরুত।

২৫)মুসনাদে আবী ইয়ালা মুসুলি লেখক-ইমাম হাফীয আহ্মাদ বিন আলী আত্ তামিমী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই; ৩০৭হি;)দারুল মামুন লিত্তুরাস বিরুত।

২৬)মুস্তাদ্রাক লিল হাকীম লেখক-ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ হাকীম নিশাপুরী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই; ৪০৫হি;)দারুল হারামাইন মিশর(১৪১৭হি;)।

২৭)শু'বুল ইমান লেখক-ইমাম আবু বাকার আহ্মাদ বিন হাসাইন বায়হাক্বী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই; ৪৫৮হি;)মাকতুবা তুর্ রাশিদ রিয়াদ(১৪২৩হি;)।

২৮)আল ইসতাযকার লেখক-ইমাম আবু ওমার ইউসুফ ইবনে আবদুল বার্ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই; ৪৬৩হি;)দারুল ইফতা বীরুত দারুল ওয়ায়ী ক্বাহিরা।

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্বাফী মোঃ-+919832925240

২৯)মুসনাদে আবুবাকার সিদ্দিক লেখক-ইমাম আবী বাকার আহমাদ বিন আলী উমুবি মুরুযী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই; ৪৯৪হি;)আলমাকতাবুল ইসলামী বীরুত।

৩০)মুসনাদে বায্যার লেখক-ইমাম আবু বাকার আহমাদ বিন আমার আলবায্যার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই; ৪৯৪হি;)মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হাকাম মাদীনাতুল মুনাওওরা।

৩১)আল ফিরদাউস বিমা সূরুল খিত াব লেখক-ইমাম আবু শুজ্জা শিরুইয়া দায়লামী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই; ৫০৯হি;)দারুল কুতুবুল আলামিয়া বীরুত(১৪০৬হি;)।

৩২)আল আহাদিসুল মুখতারাহ লেখক-ইমাম জিয়াউদ্দিন মুহাম্মাদ মুকাদ্দিসি হাম্বালী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই; ৬৪৩হি;)দারে খিযির বীরুত (১৪২১হি;)।

৩৩) মিশকাতুল মাসাবিহ্ লেখক-ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ খাতীব তিবরীযী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই;৭৪২হি;)আলমাকতাবুল ইসলামী বীরুত(১৩৯৯হি;)।

৩৪)মুজমাইল বাহারাইন লেখক-ইমাম নূরুদ্দিন আলী বিন আবী বাকার হায়সামী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই;৭০৮হি;)মাকতুবা তুর্ রাশিদ রিয়াদ।

৩৫)কাশফুল ইসতার লেখক-ইমাম নূরুদ্দিন আলী বিন আবী বাকার হায়সামী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই;৭০৮হি;)মূসাতুর্ রিসালা বীরুত(১৪০৪হি;)।

৩৬)মায্মাউয্ যাওয়ায়েদ মায়াল বাগীয়াহ লেখক-ইমাম নূরুদ্দিন আলী বিন আবী বাকার হায়সামী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই;৭০৮হি;)দারুল ফিক্র বীরুত।

৩৭)কাশফুল খিফাহ লেখক-ইমাম ইসমাইল বিন মুহাম্মাদ আজলুনি জারাহী রাদ্বীয়াল্লাহু

৩৪)মুজমাইল বাহারাইন লেখক-ইমাম নূরুদ্দিন আলী বিন আবী বাকার হায়সামী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই;৭০৮হি;)মাকতুবা তুর্ রাশিদ রিয়াদ।

৩৫)কাশফুল ইসতার লেখক-ইমাম নূরুদ্দিন আলী বিন আবী বাকার হায়সামী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই;৭০৮হি;)মূসাতুর্ রিসালা বীরুত(১৪০৪হি;)।

৩৬)মায্মাউয্ যাওয়ায়েদ মায়াল বাগীয়াহ লেখক-ইমাম নূরুদ্দিন আলী বিন আবী বাকার হায়সামী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই;৭০৮হি;)দারুল ফিক্র বীরুত।

৩৭)কাশফুল খিফাহ লেখক-ইমাম ইসমাইল বিন মুহাম্মাদ আজলুনি জারাহী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই;১১৬২হি;)মাকতাবাতুল কুদসী বীরুত (১৪১৫হি;)।

৩৮)তারিখে দামিশ্ক আলকাবীর লেখক-ইমাম আলী বিন হাসান ইবনে আসাকির রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই;৫৭১হি;)দারুল ফিক্র বীরুত(১৩৫১হি;)।

৩৯)কানযুল উম্মাল লেখক-ইমাম আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী হিন্দী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই;৯৭৫হি;)মূসাতুর্ রিসালা বীরুত।

৪০)আলকামিল ফীদ্ দিয়াফা লেখক-ইমাম আবী আহ্মাদ ইবনে আদি জুরজানীরাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই;৩৬৫হি;)দারুল ফিক্র বীরুত।

৪১)কিতাবুয্ যুহ্দ লেখক-ইমাম আহ্মাদ বিন মুহাম্মাদ হাম্বাল শাইবানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ই; ২৪১হি;)দারুল কুতুবুল আলামিয়া বীরুত।

৪২)ইসতাহাফুল খাইরাতিল মুহিরা লেখক-ইমাম ইবনে আজার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ই; ৮৫৬হি;)মাকতুবা তুর্ রাশিদ রিয়াদ।

মুফতী নুরুল আরেফীন সাহেবের সমস্ত বই www.yanabi.in এ পাবেন।

৪৩)আলমাতালিবুল আলিয়ালেখক-ইমাম ইবনে আজার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ই; ৮৫৬হি;)দারুল আসমাতে রিয়াদ।
৪৪) সহিহ্ ইবনে খুযাইমাহ লেখক-ইমাম আবু বাকার মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব সালামী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ই; ৩১১হি;)আলমাকতাবুল ইসলামী বীরুত।
৪৫)মুসনাদে আবি আ-ওয়ানা লেখক-ইমাম ইয়াকুব বিন ইসহাক্ব আসফারাইনী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ই; ৩১৬হি;)দারুল মায়ারিফাহ বীরুত।
৪৬)বাগীয়াতুল বাহাস লেখক-ইমাম নূরুদ্দিন আলী বিন আবী বাকার হায়সামী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই;৭০৮হি;)আলজামিয়াতুল ইসলামিয়া মাদীনাতুল মুনাওওরা।
৪৭) মুয়ারিদুয্ যামান লেখক-ইমাম নূরুদ্দিন আলী বিন আবী বাকার হায়সামী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই;৭০৮হি;)দারুস্সাক্বাফাহ আল আরাবিয়া বীরুত।
৪৮)জামিউল জাওয়ামি লেখক-ইমাম জালালুদ্দিন সূয়ুতি শাফেয়ী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই; ৯১১হি;)দারুস্ সায়াদাতে জামিয়া আযহার বীরুত।
৪৯)জামে সাগির লেখক-ইমাম জালালুদ্দিন সূয়ুতি শাফেয়ী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই; ৯১১হি;)শিরকাতু আলফা লিন্ নাশ্‌রে ওয়াল ইন্তাকুল ফানী।
৫০)আল লালী মাসনুয়াহ লেখক-ইমাম জালালুদ্দিন সূয়ুতি শাফেয়ী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই; ৯১১হি;)দারুল মারিফা বীরুত।
৫১)আত্ তাকরিবুল বাগিয়াহ লেখক-ইমাম লেখক-ইমাম নূরুদ্দিন আলী বিন আবী বাকার হায়সামী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই;৭০৮হি;)দারুল কেতাবুল আলামিয়া বীরুত।

৫২)হুলিয়াতুল আওলিয়া লেখক-ইমাম আবু নঈম ইসবাহানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই;৪৩০হি;)দারুল কেতাবুল আলামিয়া বীরুত।
৫৩)আলমারদু ওয়াল কিফারাত লেখক-ইমাম আবু বাকার আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবী দুন্ইয়া রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই;২৮১হি;)আদ্দারুস্ সালাফিয়া ইণ্ডিয়া।
৫৪)ক্বাদ্বাইল হাওয়াইজ লেখক-ইমাম আবু বাকার আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবী দুন্ইয়া রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই;২৮১হি;)মাওসাতুল কেতাবুস্ সাক্বাফাহ বীরুত।
৫৫)আলফারজু বায়াদাশ্ শিদ্দাহ লেখক-ইমাম আবু বাকার আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবী দুন্ইয়া রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই;২৮১হি;)মাওসাতুল কেতাবুস্ সাক্বাফাহ বীরুত।
৫৬)ফাইদুল কাদীর লেখক-ইমাম আব্দুর রাউফ আল মানাবি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই=হি;)দারুল মারিফা বীরুত(১৩৯১হি;)।
৫৭)মুস্নাদুশ্ শিহাব লেখক-ইমাম কাজী মুহাম্মাদ সালামাতুল কাদ্বায়ী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ই=হি;)মুসাতুর রিসালা বীরুত।

website: http://yanabi.in
Sunni Bangla whatsapp Group: http://wa.yanabi.in
Facebook page: http://fb.yanabi.in
Youtube Channel: http://yt.yanabi.in
facebook Groups: http://fdb.yanabi.in/ http://fsb.yanabi.in/

বই কম্পোজ এবং PDF তৈরী করার জন্য যোগাযোগ করুন
এম-এস-সাক্বাফী মোঃ-+919832925240

লেখকের কলমে প্রকাশিত

১.খাতিমুল মুহাক্কীকিন
২. ইলমে গায়ের প্রসঙ্গ
৩.তাবলিগী জামায়াত প্রসঙ্গ
৪.জানে ঈমান তরজমা
৫.সাওতুল হক্ক
৬.সুন্নী তোহফা বা নামাযে মুস্তাফা
৭.তাবলিগী জামায়াত মুখোশের অন্তরালে
৮.মিলাদুন্নাবী
৯.শানে হযরত মুয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু
১০.সাহাবায়ে কেরাম ও আক্বিদায়ে আহলে সুন্নাত
১১.তাহমীদে ঈমান তরজমা
১২.এ যুগের দাজ্জাল জাকীর নায়েক (সংগৃহীত)
১৩. আম্মাপারা সংক্ষিপ্ত টীকা
১৪)দোয়া কিভাবে কবুল হয়?(তরজমা)
১৫)জাগ্রত অবস্থায় জিয়ারতে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম(অনুবাদ)
১৬)ইসলাম বুনিয়াদ পরিচিতি(প্রথম খণ্ড)
১৭)ইসলাম বুনিয়াদ পরিচিতি(দ্বিতীয় খণ্ড)
১৮)নূরী নামায শিক্ষা(পকেট সাইজ)

প্রাপ্তিস্থানঃ–

১.মাদ্রাসা গওসিয়া রেজবীয়া রহমত বেহেশ্‌তীয়া ।
ফোনঃ- ৮৩৫০০১৪৪৬১
২.মুফতী বুক হাউস -৯৭৩৩৬৩০৯৪১
৩.রেজবী অ্যাকাডেমী ৯৭৩৪৩৭৩৬৫৮
৪.নূরী বুক ডিপো ৯৭৩২৫১৭০৪৭

একটি ঘোষণা

মাদ্রাসা গওসীয়া রেজবীয়া রহমত বেহেশ্‌তীয়া

(দক্ষিণ বঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা মাসলাকে আলা হযরতের প্রচার ও প্রসার কেন্দ্র)
কাপসীট , বর্ধমান,পশ্চিম বঙ্গ

এই প্রতিষ্ঠান আপনার অতএব সকল প্রকার দান,খয়রাত,জাকাত প্রভৃতি দ্বারা এর উন্নতি কল্পে সহযোগীতা করুন।

বিনীত
খাদীমে মাদ্রাসা
মোহাম্মাদ নুরুল আরেফিন রেজবী
যোগাযোগ -৯৭৩২০৩০০৩১

মুফতী নুরুল আরেফিন সাহেবের সমস্ত বই www.yanabi.in এ পাবেন।